রতপরাজয়কাব্য।

কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥
ইতি মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে সঞ্জয়বাক্যং।

শ্রী ...ামলাল বসাক এল, এল, প্রণীত।

Calcutta:
...RINTED BY SOSI BHUSONE GHOSE, AT THE
MOHANANDA PRESS.
No. 159, AHIRITOLA STREET.
1901

মূল্য ৸৹ বার আনা।

উপহার।

কা-
কাশ্মীর রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর
[পবলিক্ ইনষ্ট্রক্সন্ অধুনা তত্রত্য পুস্তকাগারের
অধ্যক্ষ এবং সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট অব্ ফরেণ
রিসেপ্সন্ ডিপার্টমেণ্ট শ্রীলশ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র
বিশ্বাস তর্কবাগীশ অভিন্নহৃদয়েষু।

প্রিয় মহেশ!

চতুস্ত্রিংশ বৎসর অতীত হইল আমি তোমার নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতাম এবং তুমি আমার নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে। এই সূত্রে আমাদিগের উভয়ের জীবনের সমস্তকালে যে প্রগাঢ় প্রণয় ও আন্তরিক প্রেম জন্মিয়াছে, তাহা সমানভাবে রহিয়াছে। আমার বাঙ্গালা রচনা তুমি চিরকালই স্নেহমসৃণ-নয়নে দেখিয়া থাক, তাই আজ দ্বাদশাক্ষরাত্মক অমিত্রচ্ছন্দে রচিত আমার ভারতপরাজয়কাব্যখানি তোমার করে উপহার দিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলাম।

স্নেহশীল
শ্রীশ্যামলাল বসাক।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

ভূতপূর্ব্ব ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের পণ্ডিত স্বর্গীয় মৃত্যু শর্ম্মা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজতরঙ্গ বা রাজাবলি নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থে বর্ণিত পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের উপাখ্যান প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া ভারত পরাজয় কাব্য রচিত হইল। কাব্যের অনুরোধে কল্পনাদেবীর সাহায্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতে এবং মূল উপাখ্যানের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রচ্ছন্দের অনুকরণে ভারত পরাজয় কাব্য দ্বাদশাক্ষরাত্মক অমিত্রচ্ছন্দে গঠিত হইল। একদা (ইং ১৮৭২ সালে আমি দ্বাদশাক্ষরাত্মক অমিত্রচ্ছন্দে একটী কবিতা রচনা করিয়া মাইকেলের প্রিয়বন্ধু এবং আমার শ্রদ্ধা ও সম্মানের আস্পদ স্বর্গীয় বাবু গৌরদাস বসাককে দেখাই, গৌরদাস বাবু কবিতাটী মাইকেল মধুসূদনকে দেখিতে দেন। কবিবর মধুসূদন আমাকে কবিতাটী পাঠ করিতে বলেন। কবিতা পাঠান্তে মেঘনাদবধের কবি আমার পৃষ্ঠে চাপড়াইয়া আহ্লাদে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"Bravo my young friend! persevere in your attempt and take the credit of introducing a new variety of blank verse in Bengali poetry." সেই উৎসাহিত বাক্য এতাবৎকাল আমার হৃদয়ে জাগরিত ছিল। এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশাক্ষরাত্মক অমিত্রচ্ছন্দে ভারত পরাজয় কাব্য রচনা করিয়া পাঠকবর্গের করে অর্পণ করিলাম। পাঠকবর্গ মৎপ্রণীত কাব্যখানি সাদরে গ্রহণ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি তারিখ ৫ই মাঘ, সন ১৩০৭

ভারতপরাজয়কাব্য।

প্রথম সর্গ

হরিপদাম্ভোজ ধরিয়া মস্তকে
আদরে যেরূপ জাহ্নবী-তরঙ্গ
নিজ শিরোদেশে ধরেন ধূর্জ্জটি,
নব পদরীতি রচি সযতনে;
সুধীগণ তাহে সুধারস পান
করুক দ্বিরেফ কুসুমে যেমতি।

একদা নিদাঘপ্রদোষসময়ে
জাহ্নবীর তীরে পর্ণের কুটীরে
হইয়া আসীন শিষ্য পুরঞ্জয়
নিজ গুরুদেব মহর্ষি অসিতে
কহিল বিনয়ে—হে গুরুদেব!
দেবতা-বৃন্দের বিহারের স্থল
এ ভারতভূমি কিসে হারাইয়া
পূর্ব্বের গৌরব পূর্ব্বের সম্পদ
হইয়াছে আজি দীন—বীর্য্যহীন?
কোন্ দৈত্য আসি ভারতবাসীর
বীর দর্প নিজ বলে ঘুচাইয়া?
বহু দিন হৈতে শুনিতে সে কথা
মনে মনে আছে বড় সাধ মোর।

মহর্ষি অসিত শিষ্যের প্রশ্নেতে
সন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল।
শুন পুরঞ্জয়! কাণ্যকুব্জদেশ
প্রসিদ্ধ ভারতে ছিল জয়চন্দ্র
নামে পরাক্রান্ত নরপতি তথা
উপাধি রাঠোর। কুমারিকাখণ্ডে
ছিল যত ভূপ জয়চন্দ্র নামে
কম্পিত হইত পৃথ্বীরাজ বিনা।
গঙ্গার তটান্তে কণৌজ নগর
পঞ্চ ক্রোশ দীর্ঘে চারি ক্রোশ প্রস্থে
ছিল বিরাজিত দেবপুরী তুল্য।
পরিখাবেষ্টিত উত্তুঙ্গ প্রাচীর
শত্রুর অলংঘ্য শোভিত চৌদিকে।
অস্ত্রসজ্জিত প্রহরীর দল
ফিরিত সতত প্রাচীর উপর
ঘন ঘন ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার।
প্রবেশের পথ ছিল শত দ্বার
প্রতি দ্বারে বাধা যুগল বারণ।
রাজ মার্গ অতি বিশাল প্রশস্ত,
উচ্চ তরুরাজি ফলফুলপূর্ণ
ছিল বিরাজিত উভয় পার্শ্বেতে,
মধ্যে মধ্যে কূপ স্বাদুজল পূর্ণ।
বিদেশী বণিক্ ব্যবসা করিতে
সতত আসিত কণৌজ নগরে।
রাজবাটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত;
প্রাসাদের গাত্রে নীল পীত রক্ত
অমূল্য প্রস্তর সজ্জিত কৌশলে।
প্রাসাদের চূড়া কনকমণ্ডিত

লোহিত পতাকা করিয়া ধারণ
আকর্ষিত মুহুঃ পথিকের নেত্র।
নগরে আছিল ত্রিঅযুতসংখ্য
তাম্বূলবিপণি, দ্বিগুণ তাহার
নর্ত্তকীর দল। সহস্র সহস্র
সৌধাবলিচূড়া উঠিয়া অম্বরে
কণৌজবিভব করিত প্রকাশ।
কত দেবালয় কত অশ্বশালা
কত নাট্যালয় বিলাস কানন
কণৌজসুষমা করিত বিস্তার।
এক অক্ষৌহিণী বলে বলীয়ান্
কাণ্যকুব্জপতি অজেয় ভারতে।
ইহার অধিক জাহ্নবীর বক্ষে
সতত থাকিত সজ্জিত হইয়া
শত রণতরী পুরীর রক্ষণে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র
চারি জাতি প্রজা জয়চন্দ্ররাজ্যে
করিত বসতি রামরাজ্যে যথা।
কর্ম্মকারগণ আর শিল্পিগণ
সহস্র সহস্র আছিল কণৌজে।
কণৌজ ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায় নিরত
দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বলি বিখ্যাত ভারতে।
পূর্ব্বে আদিশূর গৌড়অধিপতি
কাণ্যকুব্জ হৈতে বেদশাস্ত্রজ্ঞানী
পঞ্চ ব্রাহ্মণেরে লইয়া স্থাপিল
স্বরাজ্যে বৈদিক যজ্ঞ করিবারে।
জয়াবতী নাম জয়চন্দ্র জায়া
প্রসবিল কালে রাজপুত্রদ্বয়।

অজয় নামেতে জ্যেষ্ঠ হৈল খ্যাত
কনিষ্ঠের নাম রহিল বিজয়।
ক্রমে কালগতে অনঙ্গমঞ্জরী
নামে এক কন্যা লভিল জনম।
রাজপুত্রদ্বয় বিবিধ বিদ্যায়
হৈল সুপণ্ডিত। হস্তীর চালনে
অজয়ের কেহ না ছিল দ্বিতীয়,
ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিজয় বিখ্যাত।
রাজপুত্রদ্বয় মিলিত হইয়া
মৃগয়া করিয়া ফিরিত কাননে।
কভু বা উভয়ে একত্র মিলিয়া
সেনাদল সঙ্গে বাদ্যকোলাহলে
অবাধ্য ভূপেরে দমন করিতে
গমন করিত প্রবল প্রতাপে।
কুমারদ্বন্দ্বের প্রতাপে তাপিত
নৃপতিমণ্ডল রাজউপহারে
জয়চন্দ্র ভূপে পূজিত সতত।
রাঠোরকুলের প্রবল প্রতাপে
সমগ্র ভারত হইল কম্পিত।
একা পৃথ্বীরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে
তুলিল পতাকা ভারত ভিতর।
অনঙ্গমঞ্জরী বাড়িতে লাগিল
দিন দিন বাড়ে শশিকলা যথা
ছড়া'য়ে কৌমুদী যামিনী উজলি।
শিশুকাল্যোচিত ক্রীড়া করি ত্যাগ,
নৃত্যগীতে বালা দিল মনঃ ঢালি।
পঞ্চদশ বর্ষ হইল বিগত
যৌবনের চিহ্ন পাইল প্রকাশ।

মস্তকে শোভিল ভ্রমরগঞ্জিত
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশরাজি তার।
বদনলাবণ্য মিলিল তাহাতে
যেন পূর্ণ শশী কলঙ্কবিহীন
উঠিল উজলি নীলাকাশ'পরি।
অথবা যেমতি উষার আলোক
বিভাবরীশেষে পড়ে অন্ধকারে,
কিম্বা রে যেমতি ধবল পর্ব্বত
ঘোর নীলবর্ণ অম্বরে মিশায়।
শ্রীমুখমণ্ডল পাইল প্রকাশ
সলিলে বিকচ শতদল যথা।
চঞ্চলতারক নয়নযুগল
শোভিল তাহাতে করি তিরস্কার
প্রফুল্ল নলিনে ভ্রমরের শোভা।
ওষ্ঠাধর দুটী পক্ক বিম্ব সম
মিশিয়াছে তাহে সুমধুর হাসি;
মুক্তাপাঁতি জিনি দন্তপাটীরুচি।
চারু ভ্রূযুগের বঙ্কিম ভঙ্গিমা
কেশপ্রান্তে কর্ণযুগলের শোভা,
আস্যশোভাকর নাসার গঠনা
দর্শক-বৃন্দের মনোবিহারিণী।
সুকোমল বাহু দুটী অনঙ্গার
করতলে রক্ত উৎপলের আভা,
অঙ্গুলি যেমতি চম্পকের কলি।
বসন্ত ঋতুর শুভ আগমনে
প্রকৃতি যেমতি ধরে চারু বেশ
ঢালিয়া চৌদিকে কুসুমরাশির
নয়নরঞ্জন সুষমা-তরঙ্গ,

যৌবনাগমনে অনঙ্গমঞ্জরী
সে অপূর্ব্ব শোভা করিল ধারণ।
যৌবনের চিহ্ন ভাতিল বক্ষেতে,
নিবিড় নিতম্ব পাইল প্রকাশ,
হস্ত পদ তূর্ণ পূর্ণতা লভিল
বুঝিবা যৌবন অনঙ্গার বপুঃ
ভাঙ্গিয়া গড়িল নূতন করিয়া।
সুধীর চলন সহাস্য বদন
চঞ্চল নয়ন মধুর মূরতি
লীলার লহরীপরিপূর্ণ দেহ—
বিধির নিখুঁত অমল সৃজন,
পবিত্র ভাবের উদ্দীপনকারী।
জগতে সৌন্দর্য্য যা যথায় আছে,
অথবা মাধুরী—বর্ষাকালোদ্ভব
কাম্মু´করঞ্জিত জলদকদম্বে,
কলাপীর পুচ্ছে, ফুল্ল শতদলে,
বসন্তে শাখীর পেলব পল্লবে,
নব প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমে,
নেত্র স্নিগ্ধকর শ্যামল রসালে,
অথবা শিশুর মধুর হাসিতে,
কিম্বা শারদীয় পূর্ণিমা নিশাতে,
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সে সব হইতে
সুষমা মাধুরী লইয়া বিধাতা
অনঙ্গার বপুঃ করিল নির্ম্মাণ।
পূর্ণ পবিত্রতা ভাতিল বদনে;
শৈশব চাপল্য ক্রমে লুকাইল;
প্রকৃতি ধরিল গাম্ভীর্য্যের ছবি;
যথা স্রোতস্বতী পর্ব্বতপ্রদেশে

প্রখরগমনা যায় এঁকে বেঁকে
ক্রমে ধীরভাব করয়ে ধারণ,
পড়ি সমতল ভূমির উপর
পূর্ণ পরিসর পাইয়া তখন।
পরিণয়কাল বিচারিয়া মনে
নৃপ জয়চন্দ্র অযোধ্যাপতিরে
কৈল মনোনীত অনঙ্গার যোগ্য
ভর্ত্তা হবে বলি, কিন্তু নৃপসুতা
বরণ করিতে না ইচ্ছিল তারে।
নিজ দুহিতার আচরণ দেখি
রাঠোর ভূপতি ব্যথিত অন্তরে
সময় যাপন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় সর্গ।

কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব!
কেবা পৃথ্বীরাজ? কি কারণে সেই
জয়চন্দ্র ভূপে নাহি দিত কর?
কহিল অসিত—দিল্লীর ঈশ্বর
পৃথ্বীরাজ নাম, ভারতে দ্বিতীয়
না ছিল তাহার বীরকুল মাঝে।
মাতুল তাহার চৌহান ভূপতি
দিল্লীর আসনে ছিল অধিষ্ঠিত;
পৃথ্বীরাজ সদা থাকিত নিকটে।
একদা সে ভূপ যুদ্ধযাত্রা করি
সেনাগণ ল'য়ে করিল প্রস্থান।

শূন্য সিংহাসনে আরূঢ় হইল
পৃথ্বীরাজ পড়ি লোভের বন্ধনে।
মাতুল তাহার দিল্লীর ঈশ্বর
এই কদাচারে ক্রুদ্ধ হৈল অতি,
কিন্তু পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া—
চৌহান কুলের দিল্লীর আসন
ভগিনীতনয় লইবে কাড়িয়া—
গৃহে না ফিরিয়া তপস্যা করিতে
অরণ্যের মাঝে করিল প্রবেশ।
মাতুলের রাজ্য করি অধিকার
রাজ্য শাসনের নূতন নিয়ম
প্রচারিল পৃথ্বী ; দিল্লীর চৌদিকে
প্রশস্ত পরিখা খনন করিয়া
পরিপূর্ণ কৈল যমুনার জলে।
নির্ম্মাইল নব প্রাচীর যতনে
ঘেরিয়া নগরী ; তাহার চৌদিকে
বিবিধ আয়ুধ করিল স্থাপন।
দুর্গের মাঝারে উচ্চ স্তম্ভ এক
নির্ম্মাইল দিক্ দর্শন করিতে।
সেনাবল ক্রমে বাড়াইয়া পৃথ্বী
ক্ষুদ্র নৃপগণে করিল শাসন।
ভারতে তখন বীর বলি যারা
ছিল সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীর সভায়
সকলেই তারা হৈল সমাদৃত।
এইরূপে পৃথ্বী মাতুলের রাজ্য
স্বহস্তে লইয়া করিল বর্দ্ধন।
জাহ্নবী-প্রদেশে জয়চন্দ্র ভূপ
পরাক্রান্ত বলি হইল প্রসিদ্ধ,

যামুন প্রদেশে পৃথ্বীরাজ হৈল
প্রতিদ্বন্দ্বী তার নিজ বাহুবলে।
কিছু দিন গতে গোরঅধিপতি
সাহাবউদ্দিন প্রবল যবন
প্রবেশি ভারতে করিতে লাগিল
ঘোর উপদ্রব লুঠি নানা স্থান।
ভারতের মান রক্ষা করিবারে
পৃথ্বীরাজ দর্পে ল'য়ে নিজ সেনা
আরম্ভিল যুদ্ধ যবন সহিত।
পৃথ্বীর অমাত্য নাম খাঁড়ে রায়
বীরদর্প করি নিক্ষেপিল ভল্ল,
সেই ভল্ল বেগে যবনের বাহু
করিল প্রবেশ। সাহাবউদ্দিন
নিজ অশ্ব হৈতে পড়িল ভূতলে
ব্যোম হৈতে যেন নক্ষত্র খসিল।
ভৃত্য এক তার উঠাইয়া তারে
নিজ অশ্বোপরি করিল প্রস্থান।
ভঙ্গ দিল রণে যবনের দল,
হস্তীপদতলে যবনের সেনা
হইয়া মথিত ত্যজিল জীবন।
সহস্র সহস্র পাঠানিয়া বীর
পড়িল সে রণে; যবনশোণিতে
ভাসিল বসুধা; তুষারধবল
উষ্ণীষশোভিত যবনের মুণ্ড
ভাসিতে লাগিল শোণিততরঙ্গে,
বোধ হৈল যেন রক্তআস্তরণে
শ্বেতপদ্মরাজি রয়েছে অঙ্কিত।
সাহাবউদ্দিন জীবন লইয়া

পলাইয়া গেল সিন্ধুপরপারে।
রণ জয় করি দিল্লীর ঈশ্বর
বাদ্যকোলাহলে ফিরিয়া আসিল
নিজ রাজধানী তুলি জয়কেতু।
কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব!
কার পুত্র পৃথ্বী করুণা করিয়া।
কহিল অসিত—সোমেশ্বর নামে
প্রাঠ্ অধিপতি পৃথ্বীর জনক।
প্রাঠ্ রাজধানী নগর আজ্মীর
বিখ্যাত ভারতে, যেখানে বিরাজে
পুস্কর নামেতে সুপবিত্র তীর্থ,
যার পুণ্যনীর পরশ করিলে
দুষ্কৃতির ভার হয় প্রক্ষালিত।
হিমাচলক্রোড়ে মদ্রনৃপতির
কন্যা এক ছিল পরমা সুন্দরী,
প্রাঠ্ রাজ তারে আপন মহিষী
করিল সাদরে। এ দিকে চোহান
রাজপুত ভূপ নাম নরসিংহ
কুলের পদ্ধতি করি ব্যতিক্রম
স্নেহভরে নিজ দুহিতা রাধারে
প্রাণে না মারিয়া যৌতুক সহিত
প্রাঠ্ রাজকরে করিল অর্পণ।
কিছুদিন পরে দ্বিতীয় জায়ার
গর্ভে জনমিল রাজপুত্র এক।
এক বর্ষ গতে জ্যেষ্ঠা রাণী সেই
শিশুরে মারিয়া রন্ধন করিয়া
উদর পূরিয়া করিল ভোজন।
মদ্রদুহিতার এই ব্যবহার

করিয়া শ্রবণ প্রাঠ্‌রাজ অতি
কাতর হইয়া কহিল জায়ারে—
অরে পাপিয়সি মদ্ররাজসুতে!
কি কুক্ষণে তোরে বরেছিনু আমি,
এত উপাদেয় সামগ্রী থাকিতে
নরমাংস তুই করিলি ভক্ষণ?
বিশেষ আমার ঔরসসুজাত
একমাত্র পুত্রে করিলি সংহার।
রাক্ষসের কন্যা জানিতাম যদি
তা হলে কি তোরে আপনার বামে
বসা'তাম কভু? ধিক্ ধিক্ তোরে
তোর জনকেরে আমাকেও ধিক্।
তোর মুখ আর না হেরিব আমি,
তিন দণ্ড মধ্যে নগর ছাড়িয়া
যথা ইচ্ছা তথা কর্‌রে গমন।
স্বামীর বচন করিয়া শ্রবণ
যুড়ি দুই কর মদ্রের দুহিতা
রাক্ষসীর মায়া করিয়া বিস্তার
কহিতে লাগিল—অহে মহারাজ!
ধর্ম্মঅবতার! বিচার করিয়া
শাস্তি দেহ মোরে, অবিচারে কেন
দেহ দণ্ড প্রভো! নরমাংস যদি
মিষ্ট না হইত তবে কি কখন
খাইতাম আমি? সকল মাংসের
সাঁর নরমাংস এই হেতু লোকে
বলে মহামাংস কহিনু তোমারে।
হয় নয় নিজে পরীক্ষা করিলে
আমার এ বাক্য সপ্রমাণ হবে।

এইরূপ বলি কটাক্ষ করিয়া
চাহিল রাক্ষসী প্রাঠ্ রাজ পানে।
রাক্ষসীসংসর্গে বুদ্ধিভ্রষ্ট ভূপ
ইচ্ছিল মনুষ্যমাংস খাইবারে।
প্রকাশ করিয়া কহিল জায়ারে
এক দিন মোরে নরমাংস রান্ধি
করাহ ভোজন, সত্য কিম্বা মিথ্যা
তব বাক্য চাহি পরীক্ষা করিতে।
মদ্রের দুহিতা নরমাংস রান্ধি
নৃপতিরে দিল ভোজন করিতে।
মনুষ্যের মাংস ভোজন করিয়া
তুষ্ট হ'য়ে ভূপ কহিল জায়ারে
মম অপরাধ ক্ষমা কর দেবি!
নরমাংস এত উপাদেয় বলি
নাহি ছিল জ্ঞান; আজি মোর ভ্রম
হৈল বিদূরিত; প্রত্যহ আমারে
নরমাংস তুমি করাহ ভোজন।
রাক্ষসীসংসর্গে প্রাঠ্ অধিপতি
রাক্ষসের বৃত্তি করিল গ্রহণ।
মদ্ররাজসুতা প্রত্যহ নৃপেরে
নরমাংস দিয়া তুষিত যতনে।
প্রাঠ্ ভূপতির অবৈধ আচারে
নরসিংহকন্যা হ'য়ে ভীতা অতি
নিশীথসময়ে ধরি ছদ্মবেশ
রাজধানী ত্যজি হইল বাহির।
মহামায়া হৃদে স্মরণ করিয়া
নির্ভীক অন্তরে কাননের পথে
রাধাদেবী একা করিল পয়ান।

সাঁই সাঁই শব্দ উঠিছে সে বনে
শৃগালের রব মিশিছে তাহাতে।
চারিদিকে ঝিল্লী ডাকে ঝিঁ ঝিঁ রবে,
রাত্রিঞ্চর পক্ষী বৃক্ষ হৈতে বৃক্ষে
উড়িয়া বেড়ায় আহারান্বেষণে।
গাঢ় অন্ধকারে বিটপীর শাখা
হেলিছে দুলিছে পবনহিল্লোলে
যেন নিশাচর প্রসারিয়া কর
পথিকের মনে বিতরিছে ভয়।
একে রাজরাণী তাহে গর্ভবতী
চলিতে চরণে ফুটিয়া কণ্টক
রুধিরের ধারা লাগিল বহিতে।
যাইতে যাইতে নরসিংহকন্যা
প্রতি শব্দ শুনি উঠে চমকিয়া!
রক্ষ ভগবান্! রক্ষ জগদীশ!
অবলারে রক্ষ এ বিপদে হরি!
এইরূপে নাম স্মরিতে স্মরিতে
চলিল কাননে প্রাঢ় রাজরাণী।
হেনকালে ঘোর ঘণ্টারব কর্ণে
পশিল তাহার; দেখিল ললনা
চমকি চাহিয়া সম্মুখে মন্দির
এক উচ্চচূড় পাষাণনির্ম্মিত।
মন্দিরের দ্বারে সোপান উপর
বসিল সুন্দরী বিশ্রাম লভিতে।
কিছুক্ষণ পরে দ্বিজবর এক
প্রশান্তমূরতি শ্বেতশ্মশ্রুধারী
দেউল হইতে বাহিরে আসিয়া
কহিল অমিয়মধুর বচনে—

কল্যাণি ! কে তুমি কাহার ঘরণী ?
কেন বা এখানে এ ঘোর সময়ে ?
ভীষণ কানন গভীর রজনী,
গৃহ ছাড়ি কেন একাকিনী বনে ?
দেখি অশ্রুনীরে ভাসিতেছে বক্ষঃ,
কেহ কি ক'রেছে ঘোর অপমান ?
এ দেউল মধ্যে উগ্রচণ্ডাদেবী
বিরাজিতা সদা, তাঁর দাস আমি
নাম দেবরাজ ! ত্যজি ভয় মাতঃ !
প্রকাশিয়া বল দুঃখের বারতা।
নয়নের বারি মুছিতে মুছিতে
কহিল অঙ্গনা কম্পিত হৃদয়ে।
শুন পিতঃ ! মম দুঃখের কাহিনী,
প্রাঠ্ অধিপতি হন মম স্বামী,
সতিনী আমার নরমাংসপ্রিয়া,
মম গর্ভজাত সন্তান নাশিয়া
করিল ভক্ষণ সেই পাপীয়সী।
নৃপতি এ কথা করিয়া শ্রবণ
আদেশেন তারে নগর ছাড়িতে,
কিন্তু কি কপট করিয়া প্রকাশ
ভূপতিরে মুগ্ধ করিল রাক্ষসী।
এক্ষণে প্রত্যহ নরমাংস বিনা
নৃপতির অন্ন মাংস নাহি রুচে।
গর্ভবতী আমি সন্তান হইলে
রাক্ষসীর করে ত্যজিবে জীবন।
এই হেতু আমি ত্যজি মম পতি
মনে করিয়াছি অগ্রজ ভ্রাতার
আশ্রয় লইব দিল্লীতে যাইয়া।

দিল্লীঅধীশ্বর নৃপ নরসিংহ
জনক আমার পরলোকবাসী।
ভ্রাতা মম ভূপ শ্রীজীবনসিংহ
বসি সিংহাসনে শাসিছে বসুধা।
ভ্রাতার নিকট করিব গমন
আশ্রয়দানে সে বিমুখ না হবে।
রমণীর বাক্যঅবসানে দ্বিজ
কহিল জননি! এ সকল বার্ত্তা
জানি আমি সতি! নৃপতির পাপে
অচিরে হইবে রাজ্য ছারখার।
কল্য এ যামিনী প্রভাত হইলে
দিল্লীতে তোমারে করিব প্রেরণ;
নির্ভয়ে থাকিয়া এ দেউল মধ্যে
রজনী যাপন কর মনোসুখে!
প্রাঢ় রাজরাণী প্রবেশি মন্দিরে
নির্ভয়ে রজনী করিল যাপন।
দ্বিজ দেবরাজ প্রভাতে উঠিয়া
নিজ শিষ্যসঙ্গে নৃপতিজায়ারে
দিল পাঠাইয়া উষ্ট্র আরোহণে
দিল্লী অভিমুখে দিল্লীশ্বরগৃহে।

তৃতীয় সর্গ।

কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব!
বিস্তার করিয়া নৃপতির পাপে
রাজ্যের কি দশা হৈল অবশেষে?

কহিল অসিত—দিল্লীপুরে পশি
রাধাদেবী গিয়া ভ্রাতার সমীপে
সজলনয়নে আপনার দুঃখ
করিল প্রকাশ। দিল্লীর ভূপতি
সকল বৃত্তান্ত করিয়া শ্রবণ
কহিতে লাগিল মধুর বচনে।
ভগিনি! তোমার কিছু ভয় নাই,
মম অন্তঃপুরে নিবস নির্ভয়ে,
অপুত্রক আমি, তব গর্ভে যদি
পুত্র জন্মে তবে মম সিংহাসনে
বসিবে সে পুত্র। তবানুজ আমি
মাতৃতুল্য তুমি জননী সমান
সেবিব সতত। প্রাঠ্‌রাজ অতি
অনার্য্য পাপিষ্ঠ পাইবে অচিরে
ঘোর দুষ্কৃতির ফল বিষময়।
ভ্রাতার বচনে আশ্বস্ত হইয়া
প্রাঠ্‌রাজজায়া পশি অন্তঃপুরে
সুখে দিনপাত লাগিল করিতে
ভাবী সুখোদয় ভাবিয়া অন্তরে।
যথাকালে রাণী করিল প্রসব
পুত্র এক স্নিগ্ধ শ্যামলবরণ।
দিল্লীর ঈশ্বর হ'য়ে আনন্দিত
নিজ রাজ্যমধ্যে উৎসব ঘোষিল।
ঘরে ঘরে প্রজা নৃপের আদেশে
নবকুমারের জনমউৎসব
করিল প্রকাশ; বাদ্যকোলাহলে
মাতিল নগরী; ভাতিল গগনে
শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ কেতু।

দ্বিজগণ বেদ লাগিল পঠিতে ;
স্বস্তি স্বস্তি বাণী উঠিল চৌদিকে।
জয় দিল্লীশ্বর! জয় রাজপুত্র!—
মাগধের স্তুতি প্লুত রবে উঠি
ভেদিল আকাশ ; পুরবাসীগণ
মঙ্গল বচন লাগিল কহিতে।
বারিপ্রপূরিত মঙ্গলকলশ
প্রতি দ্বারে দ্বারে হইল স্থাপিত।
দিল্লীঅধিপতি অতি হৃষ্টমতি
সুবর্ণ রজত গবাশ্ব বসন
দিয়া দীনে দ্বিজে করিয়া সন্তুষ্ট
যথাকালে শাস্ত্রবিহিত সংস্কার
করাইয়া নাম রাখিল শিশুর
পৃথ্বীরাজ বলি। পৃথ্বীর জননী
পূর্ব্ব দুঃখ সব হইয়া বিস্মৃত
পুত্রের মঙ্গল মনে চিন্তি সদা
আনন্দে রহিল ভ্রাতার ভবনে।
দিন দিন শিশু বাড়িতে লাগিল
অঙ্কুর যেমতি দেখিতে দেখিতে
কোমল তরুতে হয় পরিণত।
মাতুলের যত্নে অল্প দিনে শিশু
হইল নিপুণ অস্ত্রসঞ্চালনে।
দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে পৃথ্বী
বীরচয় মধ্যে গণিত হইল।
মধ্যে মধ্যে পৃথ্বী মাতুলের সহ
প্রয়াণে প্রতাপে করিত গমন।
এইরূপে পৃথ্বী প্রতাপে ভাস্কর
হইল ভারতে ; ষোড়শ বৎসরে

মাতুলের রাজ্য গ্রহণ করিয়া
লাগিল শাসিতে নিজ বাহুবলে।
একদা দিল্লীশ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উত্তরিল গিয়া তীরে যমুনার।
দেখিল ভূপতি যাইয়া তথায়
যমুনার নীল লহরী উঠিছে
সান্ধ্য সমীরণে মধুর নিনাদে।
মন্দ মন্দ তীরে বহিছে অনিল,
সৌরভে মোহিত করিছে মানস
নানাবিধ পুষ্প ফুটিয়া চৌদিকে।
বায়ুবিধূনিত প্রসূন হইতে
পরাগ ঝরিয়া পড়িছে মস্তকে।
বৃক্ষ হৈতে পত্র পড়িয়া ধরায়
বায়ুর হিল্লোলে হইয়া চালিত
খস্ খস্ শব্দে করিছে গমন।
কদম্বের মূলে কোন গোপসুত
বসিয়া গাইছে বাঁশরীর গীত।
ডাকিছে কোকিল তমালের ডালে
উচ্চ রবে বন করিয়া আকুল।
যমুনার তটে বসি পৃথ্বীরাজ
দেখিল অদূরে যুগলরমণী
দুগ্ধের কলশ মস্তকে লইয়া
করিছে গমন; তাহাদের মধ্যে
এক নারী অন্যে লাগিল কহিতে—
এ রাজ্যের আর নাহিক মঙ্গল;
ঘৃণিত পামর নরমাংসভোজী
প্রোঠ্‌রাজ তার পুত্র পৃথ্বীরাজ
বসেছে পবিত্র দিল্লীর আসনে।

এই কথা শুনি সন্দিগ্ধ হৃদয়ে
ফিরিল প্রাসাদে দিল্লীর ঈশ্বর।
জননীসমীপে করিয়া গমন
জিজ্ঞাসিল পৃথ্বী পিতার বৃত্তান্ত।
পিতার রাক্ষসী প্রবৃত্তির কথা
জননীর মুখে করিয়া শ্রবণ
লজ্জিত অন্তরে দিল্লীঅধিপতি
সৈন্যদল ল'য়ে পিতার উদ্দেশে
করিল গমন। মদ্রের দুহিতা
পৃথ্বীর প্রয়াণ শ্রবণ করিয়া
ত্যজি রাজধানী ত্যজি প্রাঠ্ রাজে
পলাইয়া গেল হিমাচলপারে।
থরে থরে সৈন্য প্রাঠ্‌পুর ঘেরি
করিয়া স্থাপন অল্পমাত্র বল
সহায় করিয়া প্রবেশিল পৃথ্বী
পুরের ভিতর নির্ভীক হৃদয়ে।
দেখিল দিল্লীশ পুর প্রজাশূন্য,
দুই চারি ঘর প্রজামাত্র আছে
তারাও ভাবিছে দিবসযামিনী
কি করিব কোথা করিব গমন।
মহীরুহগণ পত্রপুষ্পহীন
আছে দাঁড়াইয়া পথের দুধারে।
কণ্টকলতায় রাজমার্গ অতি
হ'য়েছে দুর্গম, শৃগাল কুক্কুর
অস্থিখণ্ড ল'য়ে করিছে বিবাদ।
লূতাতন্তুজালে মুখ আবরিয়া
শুষ্ক কূপ যেন করিছে ক্রন্দন।
কোথাও প্রাচীন গৃহের ভিত্তিতে

র'য়েছে সংলগ্ন ফণীর নির্ম্মোক।
স্থানে স্থানে পথে রুধিরের চিহ্ন
দেখে পৃথ্বীরাজ উঠি সিহরিয়া।
স্থানে স্থানে ঘর পুড়িছে অনলে,
উঠিতেছে ধূম মেঘাবলিরূপে।
কোথাও একটী বিধবা রমণী
মলিনবসনা শুষ্ক তরুমূলে
বসিয়া কাঁদিছে গগন ভেদিয়া,
বলিতেছে বামা দস্যুতে আমার
সর্ব্বস্ব হরিল বধিয়া স্বামীরে।
কোন এক নারী আঘাতিয়া বক্ষঃ
ঘোর রব করি কহিতেছে—হায়!
শিশু মোর পথে ছিল দাঁড়াইয়া
রাজদূত আসি ধরিয়া তাহারে
ল'যে গেল রাজঅন্তঃপুর মাঝে,
শুনিনু ভূপের রাক্ষসী মহিষী
বধিয়া তাহারে রন্ধন করিয়া
করিল ভক্ষণ নৃপের সহিত।
কিছু দূর গিয়া দেখে পৃথ্বীরাজ
মৃতদেহ এক র'য়েছে পড়িয়া,
শৃগাল কুকুর বায়স শকুনি
ঘেরিয়াছে স্থান মাংসখণ্ড লোভে।
অতঃপর পৃথ্বী দেখে এক স্থানে
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দস্যু দুই জন
এক কামিনীর কেশ আকর্ষিয়া
অঙ্গ অলঙ্কার করিছে হরণ।
নিজ অসি পৃথ্বী করি নিষ্কোষিত
দস্যুদ্বয়মুণ্ড তখনি ছেদিয়া

উদ্ধার করিল সেই অবলারে।
ক্রমে রাজবাটী সম্মুখে হেরিয়া
প্রবেশিল পৃথ্বী পুরীর ভিতর।
বৃদ্ধ এক ভৃত্য দ্বারে ছিল বসি
পুরীর রক্ষণে, পৃথ্বীরে হেরিয়া
পথ ছাড়ি দিল নোঙাইয়া শিরঃ।
পুরীর ভিতর করিয়া প্রবেশ
স্থানে স্থানে পৃথ্বী দেখে সিহরিয়া
পড়িয়া রয়েছে অস্থিচর্ম্মকেশ
নখর কঙ্কাল শোণিত পুরীষ।
দুর্গন্ধে অনিল দূষিত হইয়া
বহিতে লাগিল নাসারন্ধ্রে তার।
প্রাসাদ উপরে রহিয়াছে বসি
শকুনি গৃধিণী হাড়গিলা আর
বায়স সঞ্চান। চত্বরে ছুটিছে
শৃগাল কুক্কুর ঘোর রব করি।
ডাকিছে পেচক দিবসে নির্ভয়ে,
প্রতিধ্বনি উঠি কাঁপাইছে পুরী।
পৃথ্বীরে দেখিয়া প্রস্তরের মূর্ত্তি
পুত্তলিকা সব যেন খিল্ খিল্
হাসিতে লাগিল ; জনহীন পুরী
তবু দিল্লীশ্বর শুনিতে পাইল
ঘোর কলরব যেন দলে দলে
রণসজ্জা করি প্রাঠ রাজসৈনা
আসিতেছে পথ রোধিবার তরে।
ছায়াময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে পশ্চাতে
দুই পার্শ্বে ঊর্দ্ধে অট্টহাস্য করি
চলিতেছে শূন্যে দেখিতে দেখিতে

গৃহভিত্তিমধ্যে করিছে প্রবেশ।
শূন্য হৈতে অস্থিকপালকঙ্কাল
বৃষ্টিধারারূপে পড়িতে লাগিল।
নির্ভীক হৃদয়ে করবাল করে
দিল্লীঅধিপতি কক্ষ হৈতে কক্ষে
গমন করিয়া শয়নমন্দিরে
করিল প্রবেশ ; পর্য্যঙ্ক উপরে
দেখিল জনক রয়েছে শয়ান
ব্যাধিযুক্ত দেহ রুক্ষ শীর্ণ বেশ।
প্রণমি সম্মুখে দাঁড়াইল পৃথ্বী
এক দৃষ্টে চাহি জনকের পানে।
মস্তক তুলিয়া প্রাচ্য অধিপতি
কহিতে লাগিল—এস এস পৃথ্বি
পুত্র মম, তব জন্মদাতা আমি,
মম আজ্ঞা এই করহ পালন।
রাক্ষসআচারে সর্ব্বনষ্ট আমি,
তব আগমন প্রতীক্ষা করিয়া
রয়েছি জীবনে, অসির আঘাতে
এই ক্ষণে মম দেহ হৈতে মুণ্ড
করিয়া বিচ্ছিন্ন এ পাপ শরীর
হইতে নিস্তার এ অধম জনে।
পিতার দারুণ বচন শুনিয়া
বিনীত বচনে কহে পৃথ্বী—পিতঃ
আপনার পুত্র পৃথ্বী, আমি ইহা
কিরূপে আপনি হইলেন জ্ঞাত।
জনক আপনি কিরূপে মস্তক
ছেদিতে আদেশ করেন আমারে।
পুত্রের বচন শুনি প্রাচ্য রাজ

কহিল—হে পুত্র উগ্রচণ্ডাদেবী
যাঁর সেবা আমি করি চিরদিন
স্বপনে আমারে গত নিশাশেষে
এই প্রত্যাদেশ দিয়াছে অভয়া—
প্রাঠ্‌রাজ তুই রাক্ষসীমিলনে
হ'য়ে হতবুদ্ধি রাক্ষসআচার
করেছিস্‌ ভ্রমে; পাপে পরিপূর্ণ
হইয়াছে দেহ; কল্য তোর পুত্র
পৃথ্বীরাজ আসি মস্তক ছেদিলে
পাপ হৈতে তুই পাইবি নিষ্কৃতি।
ইহাতেই আমি পারিনু জানিতে
মম পুত্র তুমি এসেছ এখানে।
দেবীর আদেশ পালিয়া যতনে
আমার উদ্ধার করহ সাধন।
এত শুনি পৃথ্বী কহিল জনকে,
যদি আপনার মস্তকচ্ছেদন
করিতে হইল দেবীর আদেশে
তবে যে রাক্ষসী আপনার এই
দুর্দ্দশা করিল সর্ব্বাগ্রে তাহার
মস্তক কাটিয়া নাশি মনঃক্লেশ।
কহে প্রাঠ্‌রাজ সে রাক্ষসী মোরে
বর্জ্জিয়া এক্ষণে পলাইয়া কোথা
গিয়াছে না জানি; যদি পাও তারে
সমুচিত দণ্ড করিহ বিধান;
কিন্তু এই ক্ষণে—বিলম্ব না সহে—
আমার মস্তক করহ ছেদন।
দেবীর আদেশ মস্তকে ধরিয়া
পিতার আজ্ঞায় অশ্রুপূর্ণনেত্রে

৭

পৃথ্বীরাজ অসি উত্তোলন করি
পিতার মস্তক স্বহস্তে কাটিল ;
পরে জ্ঞাতিগণে আহ্বান করিয়া
পিতৃঅগ্নিকার্য্য সমাধা করিল।
এইরূপে পৃথ্বী উদ্ধারি পিতারে
পুরীর সংস্কার যত্নে করাইয়া
পিতৃসিংহাসনে হইল আরূঢ়।
প্রকৃতিমণ্ডলী ফিরিয়া আইল ;
সুনিয়ম রাজ্যে হইল স্থাপিত।
নিজ প্রতিনিধি রাখি প্রাচ্যপুরে
দিল্লীশ্বর দিল্লী করিল প্রস্থান।

চতুর্থ সর্গ।

কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব
অনঙ্গমঞ্জরী বরিল কাহারে ?
হাসিয়া কহিল মহর্ষি অসিত—
শুন পুরঞ্জয় সেই গুহ্যকথা।
একদা প্রভাতে কণৌজভূপতি
ধরি রাজবেশ পাত্রমিত্র ল'য়ে
মন্ত্রণামন্দিরে করিল প্রবেশ।
নিজ দুহিতার উদ্বাহপ্রসঙ্গ
উত্থাপিল ভূপ চাহি মন্ত্রী পানে।
প্রধান সচিব কহিল তখন
সম্বোধিয়া ভূপে—শুন নরনাথ,
রাজ্যের মঙ্গল সদা চিন্তি আমি ;
রাজস্বসংগ্রহ প্রজার পালন

শত্রুর দমন—এ সব বিষয়
সমাধা করিতে কভু নাহি ডরি।
কিন্তু আপনার দুহিতার কথা
আন্দোলনে কিছু ভয় পাই মনে।
জানি রাজপুত্রী অতি বুদ্ধিমতী,
তথাপি কি হেতু আপনার আজ্ঞা
পালনে বিমুখ—এ মম সংশয়।
মনে মনে তার কি কল্পনা আছে
কেহ নাহি জানে; হয় তো যাহারে
চাহে নৃপসুতা না পাইলে তারে
অন্য আর কারে বরিবে না কভু।
এ হেতু নিবেদি মনোভাব তার
শুধু জানা চাই, তবে নরনাথ,
এ জটিল অর্থে প্রবেশিতে পারি।
সচিবের বাক্য করিয়া শ্রবণ
জয়চন্দ্র ভূপ হ'য়ে হৃষ্টমতি
মন্ত্রণা ভাঙ্গিয়া গেল অন্তঃপুরে।
মহিষীসমীপে মন্ত্রণার কথা
করিয়া প্রকাশ নিজ দুহিতারে
সম্বোধন করি লাগিল কহিতে—
অনঙ্গমঞ্জরি শুন মম বাণী
কি কারণে তুমি আমার আদেশ
করিছ লংঘন; তব পিতা আমি
তোমার মঙ্গল সদা চিন্তা করি।
অন্তরে যদ্যপি থাকে লুক্কায়িত
কোন অভিপ্রায় নির্ভয়ে আমারে
বল প্রকাশিয়া বিলম্ব না করি।
ভূপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া

অনঙ্গমঞ্জরী যুড়ি দুই কর
কহিতে লাগিল অর্থযুক্ত বাণী—
শুন পিতঃ আমি করি নিবেদন
তব আজ্ঞা লংঘে হেন শক্তি কার ?
তব কন্যা আমি তব আজ্ঞা শিরে
করিব ধারণ যত দিন দেহে
থাকিবে জীবন। কুমারিকাখণ্ডে
তব তুল্য নৃপ না পাই দেখিতে,
তব পদে সবে করে নমস্কার।
তব রণভেরী ঘোর রবে যবে
বাজে জাহ্নবীর বক্ষে কিম্বা কুলে.
রাজন্য সকল ভয়ে প্রকম্পিত।
গ্রহগণ মধ্যে আদিত্য যেমতি
ভূপগণ মধ্যে তেমতি আপনি।
সুপবিত্র ক্ষত্রকুলে তব জন্ম,
সেই কুলধর্ম্ম পালন করিলে
বাড়িবে গৌরব থাকিবেক কীর্ত্তি।
এই সুবিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে
বহুল নৃপতি শাসিয়াছে ধরা ;
তাহাদের মধ্যে প্রতাপে প্রবল
হ'য়েছে যাহারা সকলেই যত্নে
পালিয়াছে ক্ষত্রকুলোচিত ধর্ম্ম।
প্রতাপে আপনি সে সব হইতে
কিছুতেই ন্যূন নহেন কখন।
অতএব আমি নিবেদি চরণে
রাজসূয়যজ্ঞে সক্ষম আপনি ;
রাজন্যমণ্ডল আপনার আজ্ঞা
অবশ্য পালিবে সন্তুষ্ট হইয়া।

নরপতিবৃন্দ রাজসূয়স্থলে
মিলিত হইলে বরিব আপন
মনোনীত বরে—এই বাঞ্ছা মম।
এত বলি বালা অনঙ্গমঞ্জরী
নীরব হইল। কাণ্যকুব্জনাথ
প্রফুল্লিতচিত্ত সভায় আসিয়া
রাজসূয়সত্রপ্রসঙ্গ করিল।
প্রসঙ্গ শুনিয়া অজয় বিজয়
অনঙ্গার ভূরি প্রশংসা করিল।
প্রধান সচিব প্রসঙ্গ শুনিয়া
নৃপে সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে।
শুন নরদেব রাজসূয়সত্রে
সক্ষম আপনি, কিন্তু সে সত্রের
সমাধা করিতে বহু অন্তরায়
ঘটিবে নিশ্চিত। পূর্ব্বে পাণ্ডুপুত্র
নৃপ যুধিষ্ঠির এ সত্র করিয়া
বহু কষ্টভোগ করিয়াছে শুনি।
নরপতিগণ ক্ষুদ্র ছিদ্র ধরি
পাবকের তুল্য হয় প্রজ্বলিত।
সকলে তাহারা নিজ দলবলে
করি বীরদর্প আসিবেক যজ্ঞে।
মনে মনে কেহ করিয়া আসিবে
সভামধ্যে আমি অগ্রে পূজা পাব।
যদি নাহি পায় তবে তার ক্রোধ
উদ্দীপ্ত হইবে; তার অধীনস্থ
ভূমিপালগণ মিলিত হইয়া
সহায়িবে তারে সত্র বিনাশিতে।
বিশেষ এ যজ্ঞে হবে স্বয়ম্বর;

যে জন লভিবে তব দুহিতারে
দ্বেষিবে তাহারে অন্য নৃপবৃন্দ ;
কে রোধিবে তবে সেই দ্বেষানল ?
স্বয়ম্বরপ্রথা ছিল পূর্ব্বকালে
এ ভারতভূমে, কিন্তু এবে আর
প্রচলিত নাই ; বিবাদ ব্যতীত
কন্যা ল'য়ে কেহ না পারে ফিরিতে।
অতএব মম মনে এই লয়
রাজসূয়সত্র অনর্থের মূল,
কার্য্য নাহি হেন সত্রঅনুষ্ঠানে।
এত বলি মন্ত্রী নীরব হইল ;
অজয় তখন বীরদর্প করি
লাগিল কহিতে—শুন নরেশ্বর,
বৃদ্ধ মন্ত্রী তব বৃদ্ধের মতন
কহিয়াছে বাণী ; রাজসূয়সত্রে
বিঘ্ন আছে বটে, কিন্তু সেই বিঘ্ন
ঘটাইবে হেন সাধ্য আছে কার ?
আপনার সনে বিরোধ করিয়া
কে র'বে জীবনে অক্ষয় থাকিতে ?
বিরোধী যে হবে শাসিব তাহারে
হস্তীগঞ্জালনে। কনিষ্ঠ আমার
বিখ্যাত বিজয় কে তার সম্মুখে
ক্ষণেক তিষ্ঠিবে বাণবরষণে
যবে সে ঢাকিবে অম্বরপ্রদেশ ?
এ ভারতভূমে কোন্ নৃপ আজি
কান্যকুব্জনাথে রোধিতে পারিবে ?
শত রণতরী জাহ্নবীর বক্ষে
বিরাজে সতত উড়া'য়ে পতাকা ;

তাহাদের অগ্রে কে পারে তিষ্ঠিতে ?
শতদ্বার এই কাণ্যকুব্জপুর
অরাতির পক্ষে কৃতান্তের দ্বার।
জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের রাজসূয়সত্রে
শিশুপাল যবে মস্তক তুলিল,
তখনি সে মুণ্ড দেহ হৈতে তার
হইল বিচ্ছিন্ন, পাণ্ডবের তাহে
কি ক্ষতি হইল ? ক্ষত্র হ'য়ে যেই
শত্রুভয়ে ভীত ক্ষত্র বলি তারে
কেবা করে গণ্য ? ক্ষত্র বলি তারে
নিজ বাহুবলে শাসিবে যে ধরা।
জন্মিলে আছয়ে নিশ্চিত মরণ
তবে কেন শত্রুভয়ে বৃথা ভীত ?
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন করিতে
যদি হয় মৃত্যু বাঞ্ছনীয় তাহা।
রাজসূয়সত্র বহু ভাগ্যে ফলে,
সেই শুভকাল উপস্থিত এবে ;
এখন উপেক্ষা করিলে তাহারে
পশ্চাতে শোচনা করিতে হইবে।
নব নব দুর্গ হউক নির্ম্মিত,
সৈন্যবলবৃদ্ধি হউক সত্বর,
যে সকল দুর্গ হ'য়েছে প্রাচীন
দৃঢ় করি হোক্ তাদের সংস্কার।
নগর বেষ্টিয়া যে পরিখা আছে
আয়তন তার হউক বর্দ্ধিত।
অস্ত্রাগার পূর্ণ হউক আয়ুধে ;
পরে নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপগণে
রাজসূয়সত্র কর সম্পাদন।

কুমার অজয় এই কথা বলি
নীরব হইল। বিজয় তখন
কহিল সগর্ব্বে—শুন জনেশ্বর,
রাজসূয়সত্র করুন আপনি।
এই অসি স্পর্শি কহিতেছি আমি
যজ্ঞরক্ষাভার আমার উপর।
আপনার পুত্র বিজয় থাকিতে
কোন্ নৃপাধম হইবে সক্ষম
সত্র বিনাশিতে? শার্দ্দূল যেমতি
মথে ছাগপাল সেইরূপ আমি
মথিব বিপক্ষ ভূপতিবৃন্দেরে।
সচিব তখন কুমারদ্বয়ের
বচন শুনিয়া কহিল নৃপেরে।
যদি নরনাথ রাজসূয়যজ্ঞ
করিতে একান্ত হ'য়ে থাকে মনঃ,
দিল্লীশ্বরে অগ্রে পূজিলে যতনে
সর্ব্ব অন্তরায় হইবে দূরিত,
নির্ব্বিঘ্নে হইবে সত্র পরিপূর্ণ।
রাঠোরপ্রধান গর্ব্বিত বচনে
কহিল সরোষে—শুন মন্ত্রিবর,
তব বাক্যে মম প্রীতি নাহি হয়,
কেবা পৃথ্বীরাজ? কি ভয় তাহারে?
কি সাধ্য সে মোর প্রতিদ্বন্দী হবে?
রাজসূয়সত্র করিব নিশ্চিত
নিজ বাহুবলে, ইহাতে যে জন
হইবে বিরোধী শাস্তি দিব তারে।
ভূপালবৃন্দেরে নিমন্ত্রণ করি
আনাইব যত্নে পৃথ্বীরাজ সহ।

সত্রঅনুষ্ঠান করিতে সকলে
হও যত্নবান আমার আদেশে।
দুর্গের সংস্কার সৈন্যবলবৃদ্ধি
হউক এখনি, খনক সকল
গভীর করিয়া কাটুক পরিখা।
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হইয়া নির্ম্মিত
সঞ্চিত হউক দুর্গের ভিতর।
অজয় যাউক উত্তর পশ্চিমে
নিমন্ত্রণ পত্র দিতে নৃপগণে।
বিজয় যাউক পূর্ব্ব ও দক্ষিণে
আহ্বানিতে নৃপগণে শিষ্টাচারে।
এই আজ্ঞা দিয়া কণৌজঈশ্বর
সভা ভঙ্গ করি গেল অন্তঃপুরে।
রাজআজ্ঞামত দুর্গের সংস্কার
আরম্ভ হইল; রাজসূয়সত্র
হইল ঘোষিত কণৌজ নগরে।

পঞ্চম সর্গ।

কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব,
কোন্ কোন্ রাজ্যে গেল ভ্রাতৃদ্বয়?
কোথায় কিরূপ সম্মান পাইল?
আহূত ভূপতি সবে কি আইল
রাজসূয়সত্র সমাধা করিতে?
মহর্ষি অসিত কহিতে লাগিল—
বৎস পুরঞ্জয় করহ শ্রবণ।
পুণ্য মাঘমাসে শুক্লাষ্টমী দিনে

প্রভাতে অজয় পিতৃমাতৃপদে
প্রণাম করিয়া বাদ্যকোলাহলে
পুরীমধ্য হৈতে হইল বাহির ।
পৌরজন সবে হ'য়ে অগ্রসর
মাঙ্গলিক ধ্বনি লাগিল করিতে ।
পর্ব্বতপ্রমাণ শ্বেতবর্ণকায়
হস্তী সাজাইয়া আনিল মাহুত ।
করীপৃষ্ঠে বাঁধা কনক আসন
রতনে খচিত মুকুতা জড়িত ;
তদুপরি বসি নৃপতিতনয়
মঘবা সদৃশ প্রকাশ পাইল ।
চমূ এক সঙ্গে করিল গমন
অস্ত্র উত্তোলিয়া বীরদর্প করি ।
শ্বেত রক্ত পীত পতাকা উড়িল
অম্বরপ্রদেশে । ঘনঘোররবে
রণভেরী মুহুঃ লাগিল বাজিতে ।
ধূলিরাশি উঠি ঢাকিল আকাশ ;
ঘোটকের হ্রেষা করীর বৃংহতি
রথচক্রধ্বনি সৈন্যকোলাহল
নানা বাদ্য সহ মিলিয়া ভৈরব
শবদ তখন হইল উত্থিত ।
পৌরজন মিলি কুসুমচন্দন
করিল বর্ষণ রাজপুত্রোপরি ।
দ্বিজগণ বেদ লাগিল পঠিতে ;
স্বস্তি স্বস্তি ধ্বনি উঠিল চৌদিকে ।
উত্তরাভিমুখে চলিল অজয়,
এড়াইয়া নানা বন উপবন
উপনীত হৈল কংখল প্রদেশে ।

যেখানে পূর্ব্বেতে দক্ষের দুহিতা
সতী পতিনিন্দা করিয়া শ্রবণ
রোষে অভিমানে ত্যজিল শরীর।
কংখলের পতি হ'য়ে ভীত অতি
দূত পাঠাইল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে।
অজয় দূতের সম্মান করিয়া
নিজ দূত তবে করিল প্রেরণ।
রাজসূয়সত্রসংবাদ শুনিয়া
কংখলভূপতি হ'য়ে অগ্রসর
কুমারে লইয়া গেল নিজ পুরে।
হরিদ্বারে স্নান করি নৃপসুত
দেখিল সম্মুখে চণ্ডীর পর্ব্বত,
পরে নিমন্ত্রিয়া কংখলপতিরে
যজ্ঞদরশনে লইল বিদায়।
তবে কত দিনে কুমার অজয়
নানা নদ নদী বন উপবন
ছাড়িয়া পশ্চাতে, শতদ্রু উত্তরি
কাশ্মীরপ্রদেশে করিল প্রবেশ।
কাশ্মীরঅধীশ সৈন্যদল ল'য়ে
বাহির হইল সংগ্রাম করিতে।
জয়চন্দ্রসুত দূত পাঠাইয়া
আগমনহেতু জানাইল ভূপে;
পশ্চাতে আপনি ভূপতি সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া কহিল বৃত্তান্ত।
কাশ্মীরের পতি বিহিতসম্মানে
অজয়ে লইল নিজ পুর মধ্যে।
কাশ্মীরের শোভা হেরিয়া অজয়
হইল বিস্মিত; চারিদিকে উঠি

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পরশে গগন
তুষারকিরীট মস্তকে ধরিয়া।
স্রোতস্বতীগণ মধুর নিনাদে
ঝরি গিরি হৈতে ধাইছে কল্লোলে।
স্থানে স্থানে দেখে নৃপতিতনয়
স্বচ্ছ সরোবর কমলশোভিত;
ঝাঁকে ঝাঁকে ভৃঙ্গ উড়িছে গুঞ্জরি
মকরন্দ লোভে হইয়া ব্যাকুল।
গিরিপ্রতিবিম্ব পতিত সলিলে
যেন অন্য গিরি শোভিছে অপূর্ব্ব।
পর্ব্বত উপরে শোভে সারি সারি
দেবদারুরাজি পরশি গগন।
নিম্নে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র বিরাজিত,
যেন বসুমতী হরিৎ বসনে
ঢাকিয়াছে তনু। কাশ্মীর-কুঙ্কুম
সহস্র বর্ণের হ'যে প্রস্ফুটিত
পূরিছে সৌরভে রম্য বনস্থলী।
পর্ব্বতের গাত্রে শোভে সারি সারি
বিবিধ জাতীয় পার্ব্বতীয় ফুল।
নানা জাতি পক্ষী করে কলনাদ
বসিয়া শাখায়; তুষারধবল
মরালকদম্ব ভাসে সরোবরে,
তুলিয়া মৃণাল দেয় হংসীমুখে।
কোথাও অজয় দেখিল চাহিয়া
পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশ হইতে
জলরাশি বেগে পড়িছে অজস্র
অন্ধকারময় গুহার মধ্যেতে;
জলপ্রপাতের ভীমনাদে কর্ণ

হ'তেছে বধির ; সমীরবিকীর্ণ
জলকণা সেই জলরাশি ঘেরি
ধূমের আকার ক'রেছে ধারণ :
সলিলপ্রপাত স্পর্শি নিম্নভূমি
ফেনপুঞ্জ সহ ফুলিয়া ফুলিয়া
অচলশ্রেণীর কূটবর্ত্ম ধরি
হ'তেছে বাহির কল কল রবে।
মধ্যে মধ্যে বহে প্রবল অনিল
আঘাতিয়া গিরিকটিদেশ বেগে।
গিরিগুহা হৈতে ঘোর শব্দ সদা
হ'তেছে উত্থিত আতঙ্কিয়া মনঃ।
পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ অধিত্যকা হৈতে
হইয়া উত্থিত পর্ব্বতের গাত্রে
লভিয়া বিরাম বায়ুবেগে ঊর্দ্ধে
করিছে গগন ঢাকি রবিকর।
কোথাও অজয় দেখিল চাহিয়া
স্খলিত হইযা শৃঙ্গদেশ হৈতে
তুষারের স্তর নিঃশব্দে নামিছে
নিম্ন ভূমে জীবে করিতে সংহার।
পালে পালে মৃগ করে বিচরণ
পর্ব্বতের এক সানুদেশ হৈতে
অন্য সানুদেশে করিছে লম্ফন।
কাশ্মীরললনা রূপের লহরী
সুঠাম চলনে যায় নদীস্নানে
শত শত মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র
নদীবক্ষে ভাসে আলো করি তীর্থ,
কেহ জলঘট স্কন্ধেতে ধরিয়া
ফিরিছে আলয়ে মন্থর গমনে।

নীচ কুলনারী স্বভাবসরলা
প্রফুল্ল প্রসূনে কর্ণ আবরিয়া
কেহ গিরি'পরি ছাগ চরাইছে,
কেহ ক্ষেত্রমাধ্যে সিঞ্চিছে সলিল।
দুরস্থ উত্তুঙ্গ পর্ব্বত হইতে
শ্রবণমধুর বংশীধ্বনি আসি
পশিছে শ্রবণে বোধ হয় যেন
সুরপুর হৈতে সে শব্দ আসিছে।
কাশ্মীরে অজয় থাকি তিন দিন
ক্ষীরভবানীর পুণ্যতম নীরে
ঢালি ক্ষীরধারা মনের কৌতুকে,
যজ্ঞে নিমন্ত্রিয়া কাশ্মীরপতিরে
বিদায় লইয়া গেল জালন্ধরে।
তথায় নৃপেরে করি নিমন্ত্রণ
অচিরে কর্ণালে হৈল উপনীত।
উচ্চ ভূমিস্থিত কর্ণাল নগর
অতি দৃঢ় দুর্গ শত্রুর অলংঘ্য।
কর্ণালাধিপতি হৃষ্টমতি হয়ে
স্বীকার করিয়া যজ্ঞনিমন্ত্রণ
কুমার অজয়ে করিল বিদায়।
পরে নৃপসুত অল্প দিনে আসি
হৈল উপনীত সারস্বত দেশে।
সরস্বতী নদী পুণ্যতোয়া বলি
বিখ্যাত ভারতে, যার তটে বসি
আর্য্যজাতি সর্ব্ব জাতির প্রধান
জগৎ মোহিয়া গাইল প্রথমে
প্রণবপ্রমুখ স্বাধ্যায়ের গীত।
সেই পুণ্যতোয়া নদীর সলিলে

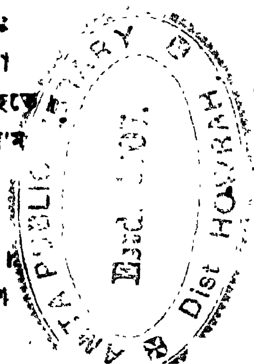
পবিত্রিয়া তনু নৃপে নিমন্ত্রিয়া
অজয় চলিল ছাড়িয়া সে দেশ।
নৃপসুত পরে কুরুক্ষেত্রভূমে
গেল দলবলে—যে ভূমির ধূলি
পবিত্র বলিয়া পুরাণে কীৰ্ত্তিত ;
যেখানে পূর্ব্বেতে কুরুপাণ্ডবায়
রণে কুরুকুল গেল যমালয়ে।
থানেশ্বর নৃপে করি নিমন্ত্রণ
চলিল অজয় দিল্লী অভিমুখে।
সেই দিল্লী পূর্ব্বে হস্তিনানগরী
নামে ছিল খ্যাত যার সিংহাসনে
বসিয়া প্রতাপে পাণ্ডবপ্রধান
নৃপ যুধিষ্ঠির শাসিল মেদিনী
হিমাদ্রি অবধি নীলাম্বুধিতীর।
পুরীর বাহিরে শিবির স্থাপিয়া
নৃপসুত দূত করিল প্রেরণ
পৃথীরাজে যজ্ঞবার্ত্তা জানাইতে।
দিল্লীর ঈশ্বর আপন সচিবে
পাঠাইল তবে কুমারে লইতে
নিজ পুরমধ্যে শিষ্টাচারক্রমে।
দিল্লীর ঈশ্বরে করি নিমন্ত্রণ
জয়চন্দ্রসুত বিদায় লইয়া
মথুরাভিমুখে করিল গমন।
মথুরা নগরী প্রসিদ্ধ ভারতে
যেখানে শ্রীকৃষ্ণ কংসের আগারে
দেবকীর গর্ভে লভিল জনম
পৃথিবীর ভার হরণ করিতে।
বৃন্দাবনধাম করিয়া দর্শন

শিষ্টাচারে নৃপে নিমন্ত্রণ করি
ত্যজিয়া মথুরা কুমার অজয়
উপনীত হৈল ভরতপুরেতে।
তথাকার নৃপে করি নিমন্ত্রণ
নৃপসুত গেল অম্বরপ্রদেশে।
পুষ্কর তীর্থের পবিত্র সলিলে
দেহ নিমজ্জিয়া জয়চন্দ্রসুত
চলিল চিতোরে। বাপ্পাবংশধরে
যজ্ঞে নিমন্ত্রিয়া কুমার অজয়
এড়ি নানা স্থান গেল উজ্জয়িনী,
যেখানে পূর্ব্বেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য
যুধিষ্ঠির তুল্য বসি সিংহাসনে
শাসিল বসুধা। উজ্জয়িনীরাজে
শিষ্টাচারে করি যজ্ঞনিমন্ত্রণ
নানা দেশ নদ নদী এড়াইয়া
পথে আহ্বানিয়া কালিঞ্জরনাথে
ফিরিয়া আইল কণৌজনগরে।
যে দিন অজয় কণৌজ হইতে
উত্তরাভিমুখে করিল প্রস্থান
সেই দিন তার কনিষ্ঠ বিজয়
পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিল সাজিয়া।
বাদ্যকোলাহলে গঙ্গাতীর ধরি
প্রয়াগে বিজয় হৈল উপনীত;
যেখানে ধবলদুকূলা জাহ্নবী
বাহু প্রসারিয়া যেন আলিঙ্গিছে
আদরে সুনীল বসনধারিণী
তপণতনয়া যমুনাস্বসারে।
গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে বিজয়

স্নান করি গেল নৃপে ভেটিবারে।
প্রয়াগের নাথ অগ্রসর হ'য়ে
নিমন্ত্রণ শিরে করিয়া ধারণ
বহু শিষ্টাচারে তুষিল কুমারে।
প্রয়াগ ছাড়িয়া চলিল বিজয়
দক্ষিণাভিমুখে বিন্ধ্যাদ্রিপ্রদেশে।
পুরাণে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যগিরিবর
যার দর্পচূর্ণ মহর্ষি অগস্ত্য
করিল কৌশলে। বিন্ধ্যগিরিরাজে
করি নিমন্ত্রণ চলিল বিজয়
পুণ্য কাশীধামে যথা বিশ্বেশ্বর
অন্নপূর্ণা সহ বিরাজিত সদা।
কাশীর ঈশ্বর পেয়ে নিমন্ত্রণ
অতি হৃষ্ট হ'য়ে রাজব্যবহারে
তুষিল বিজয়ে। গঙ্গাপার হ'য়ে
জয়চন্দ্রসুত এড়াইয়া শোণ
গেল গয়ারাজে দিতে নিমন্ত্রণ।
গয়ার মহিমা জগতে বিদিত
কোটী কোটী লোক করে পিণ্ডদান
গদাধর পাদপদ্মে যেই স্থানে
উদ্ধারিতে মৃত পিতৃমাতৃগণে।
গয়া হৈতে ফিরি কুমার বিজয়
অচিরে পশিল মগধরাজ্যেতে
যেখানে পূর্ব্বেতে বীরবৃকোদর
বাহুযুদ্ধে নাশি জরাসন্ধরাজে
নির্ভয় করিল নৃপযুধিষ্ঠিরে।
মগধরাজেরে আহ্বান করিয়া
এড়াইয়া নানা নদ নদী গ্রাম

বৰ্দ্ধমানে শেষে চলিল বিজয়।
বৰ্দ্ধমানপুরী অতি মনোরম
যাহার দক্ষিণে বহে খরস্রোতঃ
দামোদর নদ যবে বর্ষাকালে
পর্য্যন্ত গর্জ্জনে ঢালে বারিরাশি
রামগড় শৈল মস্তক উপর।
বৰ্দ্ধমানরাজে আহ্বান করিয়া
ছাড়ি সপ্তগ্রাম শান্তিপুর আর
অনেক নগরী নৃপসুত গেল
গৌড় রাজধানী। গৌড়দেশ দেখি
বিজয় হইল প্রফুল্লিতচিত।
প্রসন্নসলিল নদনদীগণ
বিশাল তরঙ্গ বিস্তার করিয়া
কল কল স্বনে করিছে গমন
সাগরাভিমুখে। তটের দুধারে
শোভে সারি সারি উচ্চ তরুগণ।
কত দেবালয় কত রম্য হর্ম্ম্য
শোভা পায় প্রতি নগরে নগরে।
শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া
মিশাইয়া গেছে সুনীল অম্বরে,
দরশনে হেন বোধ হয় মনে
যেন নীলবর্ণ চন্দ্রাতপ তলে
প্রকৃতিসুন্দরী হরিৎবসন
পরিধান করি লভিছে বিরাম।
কৃষাণের দল দলে দলে ক্ষেত্রে
করে বিচরণ শস্য রক্ষিবারে।
গৌড়ে প্রজাগণ অনায়াসে লভে
অপ্রমেয় শস্য। দেখিল বিজয়

গৌড়নারীগণ সলিলকলশ
কক্ষদেশে ধরি মন্থরগমনে
চলে সারি সারি আবরি বদন।
বন উপবন দেখিল বিজয়
ফলফুলে পূর্ণ। কুমুদকহ্লার
শোভে সরোবরে ছড়াইয়া স্নিগ্ধ
পরিমলরাশি। রসালের ডালে
বসিয়া কোকিল প্রকৃতির যশঃ
গাইছে পঞ্চমে—অমৃতের ধারা
ক্ষরিতেছে যেন প্রতি বৃক্ষ হৈতে।
তিন দিন গৌড়ে লভিয়া বিশ্রাম
নৃপের তনয় গৌড় অধীশ্বরে
রাজসূয়যজ্ঞে আহ্বান করিয়া
মিথিলাভিমুখে করিল প্রস্থান।
মিথিলাপ্রদেশ বিখ্যাত পুরাণে
জনক রাজার পুণ্যভূমি বলি,
যেখানে পূর্ব্বেতে দাশরথী রাম
ভাঙ্গি হরধনুঃ লভিল বৈদেহী
জনকদুহিতা ভুবনমোহিনী।
নৃপে নিমন্ত্রিয়া জয়চন্দ্রসুত
শীঘ্রগতি গেল অযোধ্যাপ্রদেশে।
অযোধ্যা নগরী রামায়ণে খ্যাত
যেখানে রাঘব দশাননঅরি
প্রজার পালন করিল ধর্ম্মেতে।
পুণ্য সরযুতে পবিত্রিয়া তনু
অযোধ্যাপতিরে যজ্ঞে আহ্বানিয়া
নৈমিষ অরণ্যে চলিল বিজয়।
নৈমিষ কানন খ্যাত পুণ্যভূমি



যথা ঋষিগণ দ্বাদশ বৎসর
ব্যাপিয়া করিল মহাক্রতুকার্য্য।
ষড়যুত ঋষি যেখানে বসিয়া
শ্রবণ করিল সংযত হইয়া
পুণ্য ভাগবত পুরাণের কথা।
তথা ঋষিগণে রাজস্থয়সত্রে
করিয়া আহ্বান চলিল বিজয়
নিজ রাজধানী কণৌজনগরে।
কণৌজনগরে নৃপতির দল
হ'য়ে সুসজ্জিত একে একে আসি
দিল দরশন। কাণ্যকুব্জপতি
যথাযোগ্য সবে সম্মান করিয়া
রম্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিল
নগর বাহিরে জাহ্নবীর তটে।
শতাধিক নৃপ একত্র হইল
রাজস্থয়সত্রে পৃথ্বীরাজ বিনা।
সৈন্তপদভরে কাঁপিল মেদিনী;
বিচিত্র পতাকা ভাতিল অম্বরে
নয়ন রঞ্জিয়া; সহস্র সহস্র
নিষ্কোষিত অসি ভানুর কিরণে
লাগিল জ্বলিতে নয়ন বাঁধিয়া।

ষষ্ঠ সর্গ।

জিজ্ঞাসিল তবে শিষ্য পুরঞ্জয়-
কহ গুরুদেব কি কারণে পৃথ্বী
হ'য়ে নিমন্ত্রিত না আইল যজ্ঞে ?

কি কর্ম্ম করিল কণৌজঈশ্বর
রাজস্থয়সত্র সম্পূর্ণ করিতে ?
কহিল অসিত—নিমন্ত্রিত হ'য়ে
দিল্লীশ্বর চিন্তা লাগিল করিতে।
বৃদ্ধ এক ভৃত্য কহিল পৃথ্বীরে—
শুন নরনাথ আমার ভারতী
রাজস্থয়যজ্ঞে গমন করিলে
কররূপে কিছু হয় প্রদানিতে।
দিল্লীর আসনে আসীন হইয়া
কণৌজপতিরে সার্ব্বভৌম বলি
স্বীকার করিলে হবে অপযশঃ।
এই সিংহাসনে নৃপ যুধিষ্ঠির
বসিয়া শাসিল একচ্ছত্রা ধরা।
অমাত্যসকল এ কথা শুনিয়া
নিষেধিল যজ্ঞে করিতে গমন।
মনে মনে পৃথ্বী করিয়া বিচার
কণৌজগমনে উপেক্ষা করিল।
হেথা জয়চন্দ্র দূতমুখে শুনি
এই সব কথা ব্যথিত অন্তরে
সমাগত ঋষিগণে জিজ্ঞাসিল।
কহ ঋষিগণ দিল্লীর ঈশ্বর
অবজ্ঞা করিয়া না আইল যজ্ঞে;
তবে কি প্রকারে হবে যজ্ঞপূর্ণ ?
পণ্ডিতমণ্ডলী বিচার করিয়া
কহিল তখন—শুন নরবর
রাজস্থয়ক্রতুঅঙ্গ নরপতি;
অভাবে তাহার প্রতিনিধি করি
স্থাপন করিলে যজ্ঞপূর্ণ হবে।

পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে রাম দাশরথী
নৈমিষ অরণ্যে ক'রেছিল যজ্ঞ।
কিন্তু সে সময়ে জনকদুহিতা
মহিষী তাঁহার ছিল বনবাসে।
বশিষ্ঠ জাবালি আদি ঋষিগণ
সুবর্ণ প্রতিমা প্রতিনিধিরূপে
স্থাপন করিতে দিয়াছিল বিধি।
অতএব এই রাজসূয়সত্রে
সুবর্ণের পৃথ্বী স্থাপন করিয়া
কর যজ্ঞশেষ বিধি অনুসারে।
জয়চন্দ্র ভূপ তবে আজ্ঞা দিল
সুবর্ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে;
ললাটে তাহার হীরক অক্ষরে
পৃথ্বীরাজ নাম লিখিত হইল।
পৃথ্বীর উপর হ'য়ে রুষ্টমতি
কণৌজভূপতি কহিতে লাগিল।
শুন মন্ত্রিগণ আমার বচন
অহঙ্কারী শঠ দুষ্ট পৃথ্বীরাজ
অবজ্ঞা করিয়া না আইল যজ্ঞে;
প্রতিফল তারে দিব সমুচিত;
সম্প্রতি লইয়া পামরের মূর্ত্তি
স্থাপন করহ তোরণপ্রদেশে
প্রহরীর বেশে হস্তে দিয়া তার
বেতসের ছড়ি। এ কথা শুনিয়া
মন্ত্রিগণ হেট মস্তকে রহিল।
কর্ণাটাধিপতি সভাতলে বসি
কহিতে লাগিল অর্থযুক্তবাণী।
কাণ্যকুব্জনাথ ভারতে বিখ্যাত

দিল্লীর ঈশ্বর, তার অপমান
করা অনুচিত এই যজ্ঞস্থলে।
বিশেষ সে দিন নারায়ণগ্রামে
ভারতের মান রাখিয়াছে পৃথ্বী
রণে পরাজয়ি সাহাবউদ্দিনে।
বর্ষে বর্ষে দেখ যবনের দল
প্রবেশি ভারতে বীরদর্প করি
করিতেছে কত ঘোর অত্যাচার।
কত দেবালয় দেবদেবীমূর্ত্তি
ভাঙ্গিয়া যবন মসিদসোপানে
গাঁথিয়া রেখেছে গিজনিনগরে।
আর্য্যবংশোদ্ভব কত নরনারী
ধরিয়া যবন নিজ দেশে লয়ে
দাসদাসীরূপে করেছে বিক্রয়।
ভারতের দ্বারে মম অধিকার,
যবনপ্রতাপ জানি আমি যত
তত আর কেহ নাহি জানে নৃপ।
আর্য্যজাতি এবে দেখ বীর্য্যহীন
সেই হেতু দেশে এত অমঙ্গল।
পৃথ্বীর উপর যদি থাকে রোষ
সম্মুখ আহবে তার অহঙ্কার
চূর্ণ কর কিন্তু হেন অপমান
রাজসূয়স্থলে করোনা করোনা।
এই কথা বলি কর্ণালঈশ্বর
নীরব হইল। প্রধান সচিব
কহিল তখন কাণ্যকুব্জনাথে।
শুন নরবর কর্ণালাধিপতি
যা বলিল তাহা সত্য করি মানি;

পূর্ব্ব হৈতে মম মনে আছে ভয়
এই যজ্ঞ হৈতে হবে অমঙ্গল।
সেই হেতু সত্র করিতে নিষেধ
করেছিনু আমি। এক্ষণে যাহাতে
যজ্ঞপূর্ণ হয় তাহার বিধান
কর একচিত্তে; রাজগণ মধ্যে
পৃথ্বীর মূরতি স্থাপন করিলে
ঘুচিবে অরিষ্ট হইবে মঙ্গল।
বায়ুর হিল্লোলে অনল যেমতি
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সচিবের বাক্যে
নৃপতির রোষ বাড়িয়া উঠিল।
জয়চন্দ্র ভূপ কহিল তখন—
কি কহিলে মন্ত্রি অজ্ঞানের মত,
পৃথ্বীর মূরতি নৃপগণ মধ্যে
স্থাপন করিয়া পূজিব দিল্লীশে?
মম যজ্ঞপূর্ণ হইবে নিশ্চিত,
কার সাধ্য মম যজ্ঞে বাধা দিবে?
পৃথ্বীরাজ প্রতি আছে বড় ভক্তি,
ইচ্ছা হয় যদি কণোজ ত্যজিয়া
পৃথ্বীর সভায় করহ গমন।
মম ভৃত্য হয়ে আমার সম্মুখে
শত্রু সেবা তার বাড়াও গৌরব;
বিশ্বাস তোমাতে নাহিক আমার,
তব মুখ আর না চাহি দেখিতে।
ভূপতির মুখে কঠোর ভারতী
শুনিয়া সচিব ত্যজি সভাতল
নীরবে কণোজ ছাড়িয়া চলিল,
কাণ্যকুব্জলক্ষ্মী অলক্ষিতে যেন

ছাড়িল নৃপেরে সময় বুঝিয়া।
কর্ণালাধিপতি সভাতল ত্যজি
ফিরিয়া চলিল আপন শিবিরে।
অজয় বিজয় বিরোধ বুঝিয়া
কর্ণালপতির শিবির ঘেরিল।
কর্ণালঈশ্বর অসিহস্তে গর্জ্জি
হইল বাহির ; তার অধীনস্থ
আর পঞ্চ ভূপ সুসজ্জিত হয়ে
হৈল অগ্রসর যুদ্ধ করিবারে।
কিছুক্ষণ যুঝি কর্ণালের পতি
রণে দিল ভঙ্গ ; অজয় তাহারে
ধরিয়া আহবে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া
দিল পাঠাইয়া দুর্গের ভিতর।
বিজয় তখন পঞ্চ নৃপতিরে
রণে বন্দি করি প্রবেশিল পুরে।
জয়চন্দ্র ভূপ ছয় নৃপতিরে
রোষে কারাগারে দিল পাঠাইয়া।
হেথা পৃথ্বীরাজ এ সকল বার্ত্তা
শুনি চরমুখে সজ্জিত হইয়া
নিজ দলবলে চলিল কণোজে।
কর্ণালরাজের পরিণাম হেরি
নৃপবৃন্দ রুষ্ট হৈল মনে মনে,
কিন্তু কেহ কিছু না করি প্রকাশ
রহিল নীরবে সেই যজ্ঞস্থলে।
শুভ দিন দেখি জয়চন্দ্র ভূপ
আজ্ঞা দিল সভাগৃহ সাজাইতে।
সভার তোরণ কাঞ্চনে জড়িত
বিবিধ রতনে মণ্ডিত হইল।

তাহার উপর পাবকসদৃশ
লোহিতবরণ পতাকা ভাতিল।
পুষ্পদাম দ্বারে লাগিল ঝুলিতে;
নারিকেল আর গুবাকের শাখা
কদলী সহিত হইল রোপিত।
বারিপ্রপূরিত সুবর্ণ কলশ
মঙ্গলের চিহ্ন স্থাপিত হইল
প্রবেশতোরণে। হস্তীঅশ্বগণ
সজ্জিত হইয়া পথের দুধারে
দাঁড়া'য়ে রহিল; দুর্গের প্রাচীরে
অসিচর্ম্মবর্ম্মধারী বীরগণ
বীরদর্প করি পতাকা তুলিয়া
লাগিল ভ্রমিতে; প্রবেশের পথে
মঞ্চের উপর পৃথ্বীর প্রতিমা
হইল স্থাপিত প্রহরীর বেশে।
সভাতলভূমি তোরণ হইতে
লোহিত বসনে হইল আবৃত।
সভাগৃহে অর্দ্ধমণ্ডলআকৃতি
সমতল হৈতে উচ্চতর স্থানে
সুবর্ণ নির্ম্মিত শত সিংহাসন
জড়িত রতনে হইল স্থাপিত।
স্তম্ভাবলি হৈল বিবিধবর্ণের
বসনে আবৃত; ঊর্দ্ধ হৈতে প্রতি
সিংহাসনোপরি গজমুক্তাবলি
লাগিল ঝুলিতে পুষ্পদাম সহ।
প্রতি আসনের পশ্চাতে মুকুর
হইল রক্ষিত। প্রতি সিংহাসনে
এক এক নৃপ হইল আসীন।

সম্মুখে অপর এক সিংহাসনে
কাণ্যকুব্জপতি উঠিয়া বসিল
অভিষিক্ত হয়ে মন্ত্রপূত নানা
তীর্থের সলিলে। তখন তাহারে
হেরি বুধগণ কহিল—আজি কি
দেব শচীপতি ত্রিদিবআলয়ে
বসিল গৌরবে দেবগণ সহ
সভা নির্ম্মাইয়া? অযোধ্যার পতি
শ্বেত ছত্র শিরে করিল ধারণ।
প্রয়াগের নাথ কংখলাধিপতি
দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর ব্যজন
করিতে লাগিল। কাশ্মীরঈশ্বর
করিল বরণ নৃপ জয়চন্দ্রে
শ্বেত চন্দনের ফোঁটা দিয়া ভালে;
সে চন্দনবিন্দু শোভিল যেমতি
শোভে পূর্ণচন্দ্র পূরবআকাশে
পূর্ণিমাতিথির প্রদোষসময়ে।
বেদধ্বনি উঠি পূরিল আকাশ,
ধূপদীপগন্ধে পূরিল চৌদিক।
পুরনারীগণ ঊর্দ্ধদেশ হৈতে
নীলযবনিকা করি উত্তোলন
কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিল,
বোধ হৈল যেন বিদ্যাধরগণ
লাগিল করিতে ঘন পুষ্পবৃষ্টি
সুনীলঅম্বরতোরণ খুলিয়া।
স্বস্তি শান্তি বাণী উঠিল সে ক্ষণে
চারিদিক্‌ হৈতে পুরি সভাস্থলী।
অভিষেকশেষে নৃপ জয়চন্দ্র

কুসুমচন্দনে নৃপতিবৃন্দেরে
পূজিতে কহিল মর্য্যাদানুসারে
প্রদানিয়া এলা তাম্বূল গুবাক।
অজয় বিজয় আদেশ পাইয়া
নৃপতিবৃন্দেরে লাগিল পূজিতে।
কাশ্মীরপতিরে পূজিল প্রথমে,
পরে গৌড়নাথে ; মগধঈশ্বরে
তাহার পশ্চাতে ; পরে কাশীনাথে।
ক্রমঅনুসারে শত নরপতি
হইল পূজিত কুসুমচন্দনে,
মাঙ্গলিক শঙ্খ লাগিল বাজিতে।
পূজায় তুষিয়া নৃপতিবৃন্দেরে
কাণ্যকুব্জনাথ করিল আদেশ
নিজ দুহিতারে সভায় আনিতে।

সপ্তম সর্গ।

কহিল অসিত—শুন পুরঞ্জয়
নৃপদুহিতার স্বয়ম্বর কথা।
নৃপের আদেশে অনঙ্গমঞ্জরী
স্বর্ণ চতুর্দ্দোল করি আরোহণ
শুভ দরশন দিল সভাগৃহে
বরিতে আপন মনোমত পতি।
সাগরমন্থনে জলধিতনয়া
যে রূপের রাশি ছড়া'য়ে চৌদিকে
চমকিয়াছিল দেবাসুরবৃন্দে,
সেই রূপরাশি করিয়া প্রকাশ

অনঙ্গমঞ্জরী দিল দরশন।
চপলা যদ্যপি চঞ্চলতা ত্যজি
স্থির হয়ে রহে গগনমণ্ডলে,
তবে অনঙ্গার অতুল রূপের
উপমানযোগ্য হইতে সে পারে।
শত শতদল সহস্র গোলাপ
একত্র হইয়া যে শোভা বিকাসে
অনঙ্গা একাকী সেই শোভারাশি
ছড়াইল আসি স্বয়ম্বরস্থলে।
বিকচ কমল শ্রীমুখমণ্ডল
শোভিল যেরূপ পূরব গগনে
নিশাঅবসানে শোভা পায় উষা,
অথবা যেরূপ ঘনবিরহিত
নৈশ নভস্তলে দীপ্তি ছড়াইয়া
বিরাজে পূর্ণেন্দু শরতসময়ে।
ভ্রমর জিনিয়া ঘোর কৃষ্ণকেশ
নানাবর্ণ ফুলে মণ্ডিত হইয়া
ভাতিল যেরূপ ভাতে মেঘাবলি
যবে শক্রধনুঃ ফলে তার গায়।
রতনমণ্ডিত কিরীটের আভা
প্রকাশিল যেন বিদ্যুতের রেখা।
অগ্রে অগ্রে চলে হস্তে স্বর্ণ যষ্টি
সুমতি নামেতে রমণী প্রহরী।
খর প্রভঞ্জনে তরুর পল্লব
চঞ্চল হইয়া উঠে যেই রূপ,
নৃপদুহিতারে হেরি নৃপগণ
ক্ষণেক সেরূপ চঞ্চল হইল।
কেহবা আপন মুকুট পরশি

সুকোমল করে সেবিবে তোমার
লাবকরঞ্জিত ও দুটী চরণ।
নিদাঘসময়ে নৌকাআরোহণে
নৃপতির বামে বসিয়া সোহাগে
সরোবরস্নাত শীতলসমীর
সেবিবে সুদতি উল্লাসে সতত।
যদি অভিরুচি হয় নৃপসুতে
বরণ করহ ইহারে এখনি।
সুমতি এরূপ বচন কহিয়া
নীরবিল চাহি নৃপসুতা পানে।
কাশ্মীরপতিরে প্রণাম করিয়া
অনঙ্গমঞ্জরী সঙ্কেত করিল
অন্য নৃপস্থানে গমন করিতে।
যথা উচ্চগিরি মিহিরকিরণে
সুবর্ণমণ্ডিত বলি বোধ হয়,
কিন্তু অভ্রখণ্ড গমন করিলে
উর্দ্ধদেশ দিয়া কৃষ্ণবর্ণ ছায়া
পড়ে তার গায়; সেইরূপ ছায়া
ত্যক্ত নৃপতির বদনমণ্ডলে
পড়িল যখন চতুর্দ্দোল ঘুরি
করিল গমন অন্য নৃপপার্শ্বে।
পর্ব্বতনিতম্বে পয়োধর যথা
সংলগ্ন হইয়া থাকে ক্ষণকাল,
পরে বায়ু বহি খরতর বেগে
অন্য পর্ব্বতের নিতম্বপ্রদেশে
লয়ে যায় শীঘ্র সেই পয়োধরে;
সুমতি সেরূপ নৃপতনয়ারে
অন্য ভূপতির সম্মুখে লইল।

কহিল সে তবে—কমলনয়নে,
এই যে সম্মুখে হের নৃপবর,
ইহার ভাগ্যের তুলনা কি দিব?
গৌড়েশ্বর ইনি, রাঢ় আর বঙ্গ
গৌড় ও বরেন্দ্র—এ সকল স্থান
ইহার শাসনে রামরাজ্যপ্রায়।
ইহার রাজ্যেতে পুণ্যা ভাগীরথী
সহস্র শাখায় বিভক্তা হইয়া
আলিঙ্গিছে যেন সহস্রকরেতে
নীলাম্বরধারী লবণাম্বুধিরে।
ইহার রাজ্যেতে হয়ে অভিষিক্ত
সলিলধারায় বসুধা প্রসবে
অপ্রমেয় শস্য, উৎসবেতে দেশ
পূর্ণ বার মাস যেন লক্ষ্মী বাঁধা।
শত বরাঙ্গনাবেষ্টিত হইয়া
বিলাসকাননে এই নৃপবর
করেন বিহার দিবসযামিনী।
মস্তকের কেশ ধবল ইহার
তুষারে যেরূপ হিমগিরিশিরঃ,
তথাপি ইহার জলধরকান্তি
দেহ বলবীর্য্যে যেন উদ্ভাসিত।
হরিণনয়নে এই নৃপবরে
বরণ করিলে শত রমণীর
উপর তোমার থাকিবে শাসন।
তোমায় পাইলে নিশ্চিত নৃপতি
অন্য রমণীরে না হেরিবে নেত্রে।
অভিরুচি যাহা হয় তব মনে
কর এইক্ষণে সুচারুহাসিনি।

এই নৃপতির অতুল বিভব ;
যদি ভাগ্য তব হয় সুপ্রসন্ন
তবে কাশীনাথে করিবে বরণ।
অনঙ্গমঞ্জরী কাশীশ্বর পানে
মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া রহিল।
নৃপতিমণ্ডল কাশীশ্বরে ধন্য
বলিয়া মানিল কিন্তু কেবা বুঝে
দেবের দুর্ব্বোধ্য নারীর চরিত্র,
কেন তারে ত্যজি অনঙ্গমঞ্জরী
অন্য নৃপপার্শ্বে যাইতে ইচ্ছিল।
সঙ্গিনী তখন চতুর্দ্দোল লয়ে
নৃপান্তর অগ্রে করিয়া গমন
কহিল—সুমুখি মথুরাপতিরে
করহ দর্শন। যমুনার তটে
মথুরানগরী বিখ্যাত ভুবনে।
অদূরে বিরাজে পরম পবিত্র
বৃন্দাবনধাম যার কুঞ্জবনে
বসি বাসুদেব বাঁশরীর গানে
ব্রজাঙ্গনাগণে যোগমায়াবলে
একত্র করিল শরতকালের
পূর্ণিমানিশাতে প্রচারিতে মর্ত্ত্যে
ঐশ্বরিক প্রেম রাসলীলাচ্ছলে।
কাশীপতি তুল্য এই নৃপতির
সৌভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তর।
ইহার প্রতাপে নরপতিগণ
সদা সশঙ্কিত ; সুপবিত্র কুলে
জনম ইহার ; পতিত্বে বরণ
করিলে ইহারে হইবে মঙ্গল।

সুমতির বাক্যশেষে নৃপবালা
মথুরানাথেরে করি নমস্কার
ইচ্ছিল যাইতে অন্য নৃপপার্শ্বে।
উজ্জয়িনীনাথসম্মুখে যাইয়া
কহিল সুমতি—হের বরাননে,
উজ্জয়িনীনাথে বালার্কসদৃশ।
কমনীয় রূপ এই নৃপতির
হেরিয়া মোহিত হয় রামাগণ।
এই নৃপতিরে বরণ করিলে
জীবন তোমার হইবে সার্থক।
ইহার সহিত প্রাসাদে বসিয়া
প্রতিসন্ধ্যাকালে সিপ্রারতরঙ্গ
হেরিবে নয়নে ; অদূরে বিরাজে
মহাকাললিঙ্গদেবের মন্দির।
সুমতি নীরব হৈল এত বলি ;
প্রণমি নৃপেরে অনঙ্গমঞ্জরী
সঙ্কেত করিল অন্যত্র যাইতে।
সুমতি তখন অপর অপর
নৃপতিসমীপে নৃপতনয়ারে
লইয়া চলিল। কিন্তু একে একে
উপেক্ষি সকলে জয়চন্দ্রসুতা
পৃথ্বীর প্রতিমা অঙ্গুলী হেলায়ে
দিল দেখাইয়া নিজ সঙ্গিনীরে।
সুমতি শঙ্কিতা হইয়া তখন
কণৌজপতিরে বারেক হেরিয়া
অতি ধীরে ধীরে প্রতিমাসম্মুখে
অনঙ্গারে লয়ে হৈল উপনীত।
কহিল সে তবে—নৃপতিদুহিতঃ,

দিল্লীর ঈশ্বর তোমার জনকে
অবজ্ঞা করিয়া না আইল যজ্ঞে ;
সেই হেতু তারে প্রতিফল দিতে
প্রতিমা তাহার হয়েছে রক্ষিত
প্রহরীর বেশে প্রবেশতোরণে।
অনঙ্গমঞ্জরী এ কথা শুনিয়া
প্রতিমার পদে নোঙাইয়া শিরঃ
কপালে রচিয়া চন্দনের ফোঁটা
গলে পুষ্পমালা দিল পরাইয়া।
অমনি চৌদিকে করতালিধ্বনি
উঠিল তখনি বিদ্রুপের ছলে।
হাস্যের তরঙ্গ উঠিল উচ্চেতে
কর্ণ বধিরিয়া ; কেহ বা কহিল
নৃপ জয়চন্দ্র বড় ভাগ্যবান
বহু পুণ্যফলে অনেক আয়াসে
প্রহরী যামাতা করিলেন লাভ।
নৃপতির দল ঘোর কলরবে
সভাগৃহ ত্যজি যে যার শিবিরে
করিল গমন। কণৌজাধিপতি
হয়ে জ্ঞানহারা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট
বাম করতলে রাখি গণ্ডস্থল
চিত্রের পুতলী হইয়া রহিল।
অমাত্য সকল রাঠোরপতিরে
ঘেরিয়া নীরবে রহিল বসিয়া।
অনঙ্গারে লয়ে নৃপতি চলিল
অন্তঃপুর মধ্যে বিষণ্ণ বদনে।

অষ্টম সর্গ।

কহে পুরঞ্জয়—গুরুদেব তব
প্রসাদে শুনিনু স্বয়ম্বরকথা।
কি করিল তবে নরপতিবৃন্দ ?
রাঠোরাধিপতি কি কার্য্য করিল ?
কহিল মহর্ষি অসিত তখন—
মহীপালগণ শিবিরে যাইয়া
দর্প প্রকাশিয়া লাগিল কহিতে।
এই জয়চন্দ্র ধূর্ত্ত ও পামর,
রাজসূয়যজ্ঞ করিবার ছলে
নিমন্ত্রিল সবে দিতে অপমান।
কর্ণালপতির বন্ধনে কি বল
নৃপতিবৃন্দের হৈল মুখোজ্জ্বল ?
পৃথ্বীর প্রতিমা স্থাপিয়া তোরণে
রাঠোর নৃপতি ভূপতিবৃন্দের
বদনে লেপিল অপমান পঙ্ক।
চল সবে মিলি সংহারি দুষ্টেরে
কর্ণালপতিরে কারামুক্ত করি।
কণৌজনগর অগ্নি লাগাইয়া
দেহ পোড়াইয়া জয়চন্দ্র সহ।
এত অপমান স্বয়ম্বরস্থলে
নৃপতিগণের হয়নি কখন।
এখন ইহারে শাস্তি নাহি দিলে
ভূপালগণের গৌরব না রবে।
এত বলি রুষ্ট মহীপালগণ
অসি চর্ম্মবর্ম্ম ধারণ করিয়া
রণসজ্জা করি হইল বাহির

শিবির হইতে সাগরগর্জ্জনে।
বিষম ব্যাপার বুঝিয়া তখন
কাশ্মীরাধিপতি গৌড়অধীশ্বরে
সবার সাক্ষাতে লাগিল কহিতে।
দেখ নৃপেশ্বর ভূমিপালগণ
রণসজ্জা করি আস্ফালন করে
কিন্তু এ বিরোধপরিণাম কেহ
ভাবে নাহি মনে। রাজসূয়সত্রে
হয়ে নিমন্ত্রিত কি কার্য্য বিবাদে।
আমরা সকলে পাইয়াছি মান
জয়চন্দ্রস্থানে তবে কেন বল
শোণিতসলিলে স্নান করাইব
ভারতভূমিরে অকারণে নৃপ।
কাশ্মীরপতির বচনশ্রবণে
গৌড়অধিপতি কহিল উচ্চেতে।
শুন নৃপগণ কি কার্য্য বিবাদে?
অধর্ম্ম করিতে নাহি চাহে মনঃ।
নৃপ জয়চন্দ্র দিল্লীবল্লভেরে
অপমানিয়াছে, দিল্লীশ্বর নিজে
প্রতিফল দিতে পারিবে নিশ্চিত।
অনঙ্গমঞ্জরী সে দিল্লীপতিরে
সবার সমক্ষে করেছে বরণ
কণোজপতির মর্ম্মে দিয়া ব্যথা।
এক্ষণে কে জানে ভবিতব্য কথা।
ভারতের ভাবী চিত্রপটে কিবা
হইবে অঙ্কিত। বিবাদের বীজ
হয়েছে রোপিত না জানি সময়ে
কি ফল ফলিবে এ ভারতভূমে।

এই স্বয়ম্বর অনর্থের মূল
বলিয়া প্রতীত হয় মম মনে।
দিল্লীপতি নিজে সাজিয়া আসিবে
অনঙ্গা লভিতে—জয়চন্দ্র আজি
অপমানি তারে কালি কি তাহার
সম্মান রাখিবে? নৃপতিপ্রকৃতি
নহে এই রূপ। কর্ণালের পতি
পৃথ্বীর রক্ষিত তাহার মোচনে
দিল্লীপতি নিজে উপায় করিবে।
আমরা সকলে বিবাদঅনল
কি হেতু জ্বালিব নিমন্ত্রিত হয়ে
রাজসূয়সত্রে? অতএব সবে
নিবর্ত্তিয়া চল নিজ নিজ রাজ্যে।
ভূমিপালগণ একে একে ক্রমে
নিবর্ত্তিয়া গেল শিবির ভিতর।
বাত্যাবিলোড়িতবারিধিতরঙ্গ
যেন মন্ত্রবলে হৈল প্রশমিত।
এ দিকে রাঠোরকুলের প্রধান
সভাগৃহ ত্যজি আপন মন্দিরে
করিল প্রবেশ। অনঙ্গারে ডাকি
কহিল নৃপতি সরোষবচনে।
অরে পাপিয়সি অনঙ্গমঞ্জরি,
কি কুক্ষণে তুই জন্ম লয়েছিলি
এ পবিত্রকুলে কলঙ্ক ঢালিতে।
এ রাজকুলের শত্রু যেই জন
বরিলি তাহারে আমার সাক্ষাতে।
নরখাদকের পুত্র পৃথ্বীরাজ
গলে তার মাল্য দিলি উপেক্ষিয়া

শুদ্ধকুলোদ্ভব শত নৃপতিরে।
সেই নৃপাধমে বরিবি যদ্যপি
মনে ছিল তোর তবে কেন বৃথা
অন্য নৃপগণে আহ্বান করিতে
বলিলি আমারে? কুলকলঙ্কিনি,
তোর মুখ আর না চাহি দেখিতে।
এই দণ্ডে তুই এ পুরী ত্যজিয়া
যথা ইচ্ছা তথা কর্‌রে গমন।
অনঙ্গমঞ্জরী পিতৃমুখে শুনি
কঠোর ভারতী লাগিল কহিতে।
শুন পিতঃ আমি করি নিবেদন
চিরদিন কন্যা পিতার আলয়ে
থাকে না কখন; পরিণয়শেষে
পতির ভবনে করে সে গমন।
দিল্লীর ঈশ্বরে সভামধ্যে আমি
করেছি বরণ, এক্ষণে আমার
পতি পৃথ্বীরাজ সংবাদ পাইয়া
গৌরবে আমারে লইয়া যাইবে।
দিল্লীপতি তুল্য কোন্ নরপতি
প্রতাপে প্রবল আছে এ ভারতে?
ক্ষত্রকন্যা আমি ক্ষত্রতেজতেজী
সেই নরপতি বরেছি তাহারে।
ইচ্ছাবরী আমি ইচ্ছামতপতি
বরণ করিয়া তব ক্রোধপাত্রী
হৈনু ভাগ্যদোষে; ত্যজি তব গৃহ
অন্যত্র গমন করিব এখনি।
অনঙ্গা তখন সজলনয়নে
পিতার আলয় ত্যজিয়া চলিল

কোন এক দুঃখী জাতির ভবনে।
নিজ দুহিতারে নির্ব্বাসন করি
কণৌজের নাথ চলিল তখন
নরপতিগণে সান্তনা করিতে।
তা সবারে তুষি বহু শিষ্টাচারে
বিদায় করিল নিজ নিজ রাজ্যে
গমন করিতে দলবল সহ।
ভূমিপালবৃন্দ নানা দিক্ ধরি
পৃষ্ঠ ফিরাইল কণৌজের প্রতি।
এদিকে দিল্লীশ সুসজ্জিত হয়ে
কণৌজ সমীপে হৈল উপনীত।
সৈন্যপদভরে মুহুর্মুহুঃ ধরা
লাগিল কাঁপিতে; মেঘাবলিরূপে
রজোরাশি উঠি ঢাকিল আকাশ।
অতর্কিতরূপে অরুণউদয়ে
দিল্লীর ঈশ্বর পশিয়া কণৌজে
সুবর্ণ প্রতিমা সভাগৃহ হৈতে
উঠাইয়া লয়ে ফিরিল শিবিরে।
পরে দিল্লীপতি চন্দ্রভাটহস্তে
পাঠাইল পত্র নৃপজয়চন্দ্রে,
সেই পত্রে লেখা ছিল এই মর্ম্মে—
কণৌজাধিপতি নৃপ জয়চন্দ্র,
তোমার অতুল যশের সৌরভে
পূরিল চৌদিক; কিন্তু কি কারণে
পিশাচের মত হইয়া নির্দ্দয়
নিজ দুহিতারে নির্ব্বাসনআজ্ঞা
দিয়াছ নৃমণি? সভামধ্যে সেই
বরেছে আমারে এক্ষণে তাহারে

পত্র পাঠমাত্র সম্মান করিয়া
পাঠাইয়া দিবে আমার সমীপে।
কর্ণালপতির বন্ধনমোচন
করিবে স্বহস্তে শান্তাইয়া তারে।
পত্রের প্রমাণ কার্য্য না করিলে
পরিণামে দুঃখ পাইবে প্রচুর।
পত্র লয়ে তবে গেল চন্দ্রভাট
যেখানে সভায় বসি জয়চন্দ্র
পাত্রমিত্রসহ করিছে বিচার।
পত্র পাঠ করি জয়চন্দ্র ভূপ
হুতাশন তুল্য হয়ে প্রজ্জ্বলিত
পৃথ্বীর উদ্দেশে লাগিল কহিতে।
যাও চন্দ্রভাট ফিরিয়া তোমার
প্রভুর নিকটে, কহিও পামরে
কান্যকুব্জপতি নাহি ডরে কারে।
শৃগালের বাক্যে সিংহ কি কখন
ভীত হয়ে ত্যজে আপন শীকার?
জীবনের আশা যদি তার মনে
থাকে তবে দুষ্ট এখনি পলাবে।
নতুবা সমরে ধরিয়া তাহারে
কর্ণালপতির পার্শ্বেতে রাখিব
গলদেশে দিয়া লোহার শৃঙ্খল।
জয়চন্দ্রবাণী শুনি চন্দ্রভাট
করিল উত্তর—শুন মহারাজ,
পৃথ্বীর সহিত বিরোধ করিয়া
সবংশে কি হেতু মরিবে আপনি?
দয়ার আধার পৃথ্বী নৃপমণি
ক্ষমিয়াছে তোমা, নহিলে কি তব

যজ্ঞপূর্ণ কভু হইত নরেশ,
যখন তাহার প্রতিমা লইয়া
স্থাপিলে তোরণে হইয়া মোহান্ধ?
এবে সম্বন্ধের উপরোধে পৃথ্বী
পত্র লিখিয়াছে মঙ্গলের তরে।
হিতবাক্য শুন কাণ্যকুব্জনাথ,
সম্মান করিয়া আনি পৃথ্বীরাজে
গৌরবে কন্যারে কর সমর্পণ।
পৃথ্বীর সহিত মিলিত হইলে
তোমার প্রতাপ দ্বিগুণ বাড়িবে।
দূতের বচনে ক্রুদ্ধ জয়চন্দ্র
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায়িল তারে।
পেয়ে অপমান গেল চন্দ্রভাট
পৃথ্বীর নিকট অশ্রুপূর্ণনেত্রে।
শান্তনা করিয়া দ্বিজ চন্দ্রভাটে
দিল্লী অধিপতি নিজ সৈন্যগণে
আদেশ করিল আক্রমিতে পুর।
মন্ত্রণায় দিবা হইল বিগত;
আইল শর্ব্বরী তিমিরবসনা
পরি গলদেশে তারকার হার।

নবম সর্গ।

নিশার তিমির হইল বিগত,
উষার আলোক প্রকাশ পাইল
পূরবগগনে, বোধ হৈল যেন
দিগঙ্গনা আস্তআবরণ খুলি

মৃদু হাস্যে ধরা লাগিল দেখিতে।
বিহঙ্গমগণ করি কলরব
সুপ্ত জগতেরে দিল জাগাইয়া।
উদয়অচলে দেবদিবাকর
অনলকিরীট ধরিয়া মস্তকে
দিল দরশন বোধ হৈল যেন
ঘোর দাবানলে পূরব আকাশ
লোহিতবরণে হইল মণ্ডিত।
অরুণউদয়ে দিল্লীঅধিপতি
আপনার সৈন্য তিন ভাগ করি
কণৌজ ঘেরিয়া বসিয়া রহিল
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ নির্ম্মাইয়া।
হেথা জয়চন্দ্র উঠিয়া প্রভাতে
আজ্ঞা দিল নিজ সৈন্য সাজাইতে।
অজয় বিজয় মিলিত হইয়া
যুদ্ধবেশে আসি দিল দরশন
দুর্গের প্রাচীরে ; উচ্চ মঞ্চ হৈতে
দেখিল চাহিয়া বিস্মিত নয়নে
পুরী ঘেরি সৈন্য আছে দাঁড়াইয়া।
প্রথমে অজয় হস্তীবল লয়ে
চলিল সমরে ঘোর রব করি।
পর্ব্বতআকার ধূমকলেবর
করভনিচয় অঙ্কুশতাড়নে
উন্মত্ত হইয়া ছুটিল দলিয়া
দিল্লীপতিসৈন্য। ইহা দেখি পৃথ্বী
নিজ হস্তীবল দিল পাঠাইয়া
জয়চন্দ্রসুতে রোধিবার তরে।
দুই দলে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর,

কিন্তু কেহ কারে নারিল জিনিতে।
প্রাচীর হইতে কুমার বিজয়
বাণ বরষিল জলধারারূপে।
দিল্লীঅধিপতি আপনি চলিল
পঞ্চশত অশ্ব দ্বিসহস্র সৈন্য
সহায় করিয়া অন্য এক দ্বারে।
প্রাচীরের গায় লোহার শলাকা
বিন্ধিয়া যতনে উপরে উঠিল
দিল্লীপতিসৈন্য প্রকাশিয়া বল।
অগ্নিঅস্ত্রযোগে ভাঙ্গিল তোরণ
গোলন্দাজগণ, অশ্বারোহীবৃন্দ
প্রবেশিল পুরে মুক্তদ্বার দিয়া।
প্রাচীর উপরে নিজে পৃথ্বীরাজ
ক্ষণকাল যুদ্ধ করি সাবধানে
বন্ধন করিল কুমার বিজয়ে।
জয়চন্দ্রসৈন্য কুমারে না দেখি
প্রাচীর ছাড়িয়া গেল পলাইয়া।
পৃথ্বীর পশ্চাতে সহস্র ঘোটক
লয়ে খাঁড়েরায় প্রবেশিল পুরে।
এইরূপে দুর্গ করি হস্তগত
দুর্গের প্রাচীরে দিল্লীঅধিপতি
আপনার থানা দিল বসাইয়া।
পরে অজয়ের পশ্চাৎ হইতে
সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ন সায়ক
করি বরষণ দিল্লীর ঈশ্বর
সংহার করিল সহস্র হস্তীরে।
পৃথ্বীর প্রেরিত শমনসমান
বাণ এক আসি অজয়ের গ্রীবা

ভেদিয়া চলিল বাহির হইয়া
গলদেশ দিয়া। হস্তীর উপরে
কুমার অজয় ছিন্নতরুতুল্য
করিল শয়ন ; হস্তীবল ছিন্ন
হইল অমনি। কণৌজের দুর্গে
পৃথ্বীর পতাকা বায়ুর হিল্লোলে
লাগিল উড়িতে। কণৌজের গর্ব্ব
দেখিতে দেখিতে হৈল খর্ব্বীকৃত।
দিল্লীপতিসৈন্য বীরদর্প করি
দুর্গের উপরে লাগিল ভ্রমিতে
মুহুর্মুহুঃ জয়ভেরী বাজাইয়া।
পুত্রের নিধন করিয়া শ্রবণ
জয়চন্দ্র শোকে হইল আকুল।
পৃথ্বীর অতুল বিক্রম দেখিয়া
স্মরিল নৃপতি সচিবের বাক্য।
অন্তঃপুর হৈতে ক্রন্দনের রোল
উঠিল ভেদিয়া কণৌজআকাশ।
কণৌজনিবাসী প্রজাগণ ত্রাসে
দ্বাররুদ্ধ করি নিজ নিজ গৃহে
রহিল বসিয়া ; কেহ বা চলিল
ত্যজিয়া আবাস জাহ্নবীর কূলে ;
কেহ ধনরত্ন প্রোথিত করিয়া
বসুধার গর্ভে ভিক্ষুকের বেশে
লাগিল ভ্রমিতে নগর বাহিরে।
পৃথ্বীরাজ আজ্ঞা করিল প্রচার
প্রজারা সকলে থাকিবে নির্ভয়ে।
তাহাদের গাত্র কেহ না স্পর্শিবে
কেহ না পশিবে তাহাদের গৃহে।

কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব,
সংগ্রামের কালে নৃপজয়চন্দ্র
কি কার্য্য করিল ? অজয় বিজয়ে
পাঠাইয়া রণে নিশ্চিন্ত হইয়া
রহিল কি নিজে কণৌজাধিপতি ?
কহিল অসিত—খাঁড়েরায় যবে
পৃথ্বীর পশ্চাতে প্রবেশিল বলে
মুক্তদ্বার দিয়া কণৌজনগরে,
জয়চন্দ্র ভূপ সেইকালে আসি
তুমুল সংগ্রাম করিল তাহার
পথ রোধিবারে ; কিন্তু সেই ক্ষণে
দ্বিসহস্র অশ্ব প্রবেশ করিয়া
খাঁড়েরায়সহ হইল মিলিত।
কণৌজের পতি শেষে ভঙ্গ দিয়া
রণস্থল ত্যজি গেল পলাইয়া
অনিবার্য্য জ্ঞান করিয়া পৃথ্বীরে।
তখন নৃপতি কহিতে লাগিল—
হায়! কি কুক্ষণে রাজসূয়যজ্ঞ
করেছিনু আমি। কেন বা ভুলিয়া
অনঙ্গার বাক্যে স্বয়ম্বরসভা
করিনু নির্ম্মাণ ; স্বহস্তে আপনি
কাটি পয়োনাল এ পুরে আনিনু
বরষাকালের সলিলপ্রবাহ
ডুবাইতে ঘর চত্বর তোরণ
হাট বাট আর দেউল উদ্যান।
এইরূপে বহু বিলাপ করিল
নির্জ্জনে বসিয়া রাঠোরনৃপতি।
কণৌজের দুর্গ করি অধিকার

দিল্লীপতি দিল পাঠাইয়া পুনঃ
চন্দ্রভাটে জয়চন্দ্রের সমীপে।
দূত গিয়া নৃপে কহিল এ বাণী—
কাণ্যকুব্জনাথ পৃথ্বীর আদেশে
আসিয়াছি আমি সন্দেশ লইয়া।
কর্ণাটপতির বন্ধনমোচন
পঞ্চ নৃপসহ করিয়াছে পৃথ্বী।
অজয় সংগ্রামে হইয়াছে হত,
বন্ধনে রয়েছে কুমার বিজয়;
কণৌজের দুর্গ করিয়াছে পৃথ্বী
বলে অধিকার; অনঙ্গমঞ্জরী
দিল্লীপতিপার্শ্বে করেছে গমন।
এক্ষণে তোমার কিবা অভিপ্রায়?
তব আজ্ঞাধীন দিল্লীঅধিপতি,
তব আজ্ঞামত করিবে সে কার্য্য।
দূতের বচনে রাঠোরাধিপতি
মাথা করি হেট নীরবে রহিল
ক্ষণকাল; পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলি
কহিল কাতরে সন্দেশবাহকে।
আজি এ নগরে পৃথ্বী অধিপতি
তাঁর আজ্ঞামত হইবেক কার্য্য।
যাও ভাট ফিরি বল পৃথ্বীরাজে
জয়চন্দ্রভূপ প্রদান করিবে
অনঙ্গমঞ্জরী শাস্ত্র অনুসারে।
চন্দ্রভাট তবে পৃথ্বীর সকাশে
জয়চন্দ্রবার্ত্তা নিবেদিল গিয়া।
দিল্লীশ তখন কুমার বিজয়ে
সুম্মান করিয়া দিল পাঠাইয়া

জয়চন্দ্রগৃহে অনঙ্গা সহিত।
সংগ্রামে যাহারা হয়েছিল হত
উভয় পক্ষেতে নৃপজয়চন্দ্র
সকলের অগ্নিকার্য্য করাইল।
পরে রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিল
নিজ দুহিতার শুভ পরিণয়
দিল্লীঅধিপতি পৃথ্বীরাজ সহ।
মঙ্গল বাজনা বাজিল চৌদিকে;
সহস্র পতাকা উড়িল গগনে;
পথের দুধারে নারিকেলশাখা
গুবাক কদলী হইল রোপিত।
ক্রীড়াকাননের সলিলপ্রণালী
সহস্রধারায় উত্থিত হইয়া
রবির কিরণে হইয়া ফলিত
শক্রধনুঃলক্ষ্মী করিল ধারণ।
স্থানে স্থানে ক্রীড়া কৌতুক তামাসা
হস্তীব্যাঘ্রআদি পশ্বাদির যুদ্ধ
আরম্ভ হইল নগর ভিতর।
মল্লযুদ্ধ আর কৃত্রিম সমর
নগরের প্রান্তে হৈল প্রদর্শিত।
রাজনাট্যশালে প্রতি রজনীতে
নাটক নাটিকা হৈল অভিনীত;
নৃপের আজ্ঞায় সহস্র সহস্র
নর্ত্তকী কৌতুকে লাগিল নাচিতে।
বাদ্যকরগণ উচ্চ মঞ্চোপরি
বসি স্থানে স্থানে বাদ্য বাজাইল।
মাগধের দল দিল্লীশ্বরস্তুতি
লাগিল গাহিতে সুমধুর স্বরে।

নৃপজয়চন্দ্র ভাণ্ডার খুলিয়া
বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকগণে
সন্তুষ্ট করিল দিয়া বহু ধন।
অন্ধ ও আতুর ছিল যত লোক
নগর ভিতর দানে তুষ্ট হয়ে
জয় শব্দ করি লাগিল চলিতে।
প্রতি দ্বারে দ্বারে পুষ্প আম্রশাখা
লম্বিত হইয়া লাগিল দুলিতে
পবনহিল্লোলে ছড়া'য়ে সুগন্ধ।
রাজভৃত্যগণ অসি নিষ্কোষিয়া
দুর্গের প্রাচীরে লাগিল ভ্রমিতে।
সুবর্ণমণ্ডিত কাষ্ঠের তোরণ
স্থাপিত হইল মধ্যে মধ্যে পথে।
তোরণ হইতে অপর তোরণে
রত্নচন্দ্রাতপ হইল রচিত।
স্থানে স্থানে পথে খাদ্যদ্রব্য লয়ে
পাচক ব্রাহ্মণ হৈল নিয়োজিত
বুভুক্ষুজনেরে সন্তুষ্ট করিতে।
জাহ্নবীর বক্ষে শত রণতরী
পুষ্পদাম আর পতাকাশোভিত
পথিকের নেত্র কৈল আকর্ষণ।
প্রতি রজনীতে প্রবেশের দ্বার
দুর্গের প্রাচীর প্রাসাদের চূড়া
লাল নীল পীত হরিত আলোকে
হইয়া মণ্ডিত প্রভা ছড়াইল।
হেনমতে নিত্য আনন্দের স্রোতঃ
লাগিল বহিতে কণৌজনগরে।
পরে শুভদিনে দিল্লীঅধিপতি

বীরবেশে শ্বেত অশ্বে আরোহিয়া
কনৌজপতির সভাগৃহে আসি
দিল দরশন নিজ দলবলে।
কুমার বিজয় হয়ে অগ্রসর
অৰ্দ্ধপথে আসি মর্য্যাদা করিয়া
পৃথ্বীরে লইল রাজসভাগৃহে।
অস্ত্রধারীগণ অস্ত্র নোঙাইয়া
সম্মান করিল দিল্লীর ঈশ্বরে।
নৃপজয়চন্দ্র যামাতারে লয়ে
বসাইল রত্নময় সিংহাসনে।
সিংহাসনে বসি দিল্লীর ঈশ্বর
বাসবের তুল্য প্রকাশ পাইল।
সভাজন যত বিস্ফারিত নেত্রে
নিরখি পৃথ্বীরে প্রশংসা করিল।
বন্দীগণ স্তুতি লাগিল পঠিতে;
হোমের অনল হৈল প্রজ্বলিত।
অনঙ্গমঞ্জরী রতনে ভূষিতা
পরিণয়স্থলে দিল দরশন।
অন্তঃপুরস্থিত রমণীমণ্ডলী
স্ত্রীআচার করি বরণ করিল।
বেদের বিহিত মন্ত্র উচ্চারণে
রাঠোরভূপতি অনঙ্গারে দান
করিল পৃথ্বীরে যৌতুক সহিত।
বর ও কন্যারে দর্শন করিতে
অঙ্গনা সকল চিক্কণ বসনে
আবরিয়া তনু অঙ্গেতে ধরিয়া
প্রবালমুকুতামাণিক্যকাঞ্চন
সস্পৃহলোচনে চাহিয়া রহিল।

যাবকরঞ্জিত তাদের চরণ
ফুল্লকোকনদসুষমা ধরিল।
কেহবা উপর প্রকোষ্ঠ হইতে
মুখ বাড়াইয়া দেখিতে দম্পতী
অঙ্গযষ্টি কিছু আভুগ্ন করিল।
সেই রমণীর কর্ণের কুণ্ডল
পড়িল ঝুলিয়া দুলিল বক্ষের
তুষারধবল গজমুক্তাহার।
বলয়কঙ্কণমঞ্জীরকিঙ্কিণী-
ধ্বনিতে পূরিল জয়চন্দ্রগেহ।
রমণীগণের মস্তকমণির
প্রভারাশি উঠি মিলিল যাইয়া
রাজদম্পতীর কিরীটপ্রভায়।
রাজদম্পতীর মস্তক উপরে
কুসুমচন্দন পড়িল অজস্র
চারিদিক্ হৈতে ; কুটুম্বিনীগণ
সম্বন্ধে যাহারা অনঙ্গার ভগ্নী
আছিল রমণীমণ্ডলীমধ্যেতে
কৌতুক তামাসা লাগিল করিতে
পৃথ্বীর সহিত দেশাচারক্রমে।
দিল্লীর ঈশ্বর হইয়া সুপ্রীত
সে কৌতুকরসে মুখ টিপিটিপি
লাগিল হাসিতে নিশ্চল হইয়া।
রমণীগণের মাঙ্গলিকগানে
রাজপুরী মুহুঃ হইল ধ্বনিত।
বালকবালিকা দিয়া করতালি
প্রাঙ্গন ঘেরিয়া লাগিল নাচিতে।
কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া

বরকন্যা সুখে যাপিল যামিনী।
সপ্তদিন পরে দিল্লীর ঈশ্বর
বিদায় লইয়া অনঙ্গা সহিত
রথ আরোহণে কণৌজ ত্যজিয়া
দিল্লীঅভিমুখে করিল প্রস্থান।

দশম সর্গ।

কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব
করুণা করিয়া কি প্রকারে পৃথ্বী
করিল গমন? কি করিল তবে
মহাঅভিমানী নৃপজয়চন্দ্র?
কহিল অসিত শুন পুরঞ্জয়,
সপ্তদিন পৃথ্বী রহিল কণৌজে।
অষ্টম দিবসে প্রভাতে উঠিয়া
শ্বশুরের কাছে লইয়া বিদায়
পৌরজনগণে স্নেহে সম্ভাষিয়া
বাহির মহলে দিল দরশন।
দিব্য এক রথ সুবর্ণমণ্ডিত
তুষারধবল চারি অশ্বযুক্ত
অমনি সম্মুখে হৈল উপনীত।
অস্ত্রধারী যত প্রহরীর দল
দুই সার বাঁধি পথের দুধারে
অশ্বআরোহণে অস্ত্র উত্তোলিয়া
দাঁড়াইল দম্ভ করিয়া প্রকাশ।
দিব্যাঙ্গনা তুল্য শত সখী সহ
হয়ে উপনীত অনঙ্গমঞ্জরী

উঠিল সে রথে ; সহচরীগণ
অন্য অন্য রথে যাইয়া চড়িল।
পৃথ্বীরাজ তবে স্যন্দনে উঠিয়া
বসিল দক্ষিণে ; শোভিল দম্পতী
যেন নব ঘন উঠিল গগনে
স্থিরসৌদামিনীজড়িত হইয়া।
চলিল স্যন্দন রাজমার্গ দিয়া
মন্থর গমনে তুলিয়া পতাকা।
প্রকৃতিমণ্ডলী দ্রুতপদে আসি
রাজমার্গপার্শ্বে দাঁড়া'য়ে রহিল।
কণৌজবাসিনী কুলনারীগণ
গৃহকর্ম্ম ছাড়ি গবাক্ষে আসিয়া
মুখ বাড়াইয়া লাগিল দেখিতে।
কেহবা আইল হয়ে মুক্তকেশী,
কেহবা আইল অর্দ্ধমুক্তকেশে,
কেহবা ভরমে বদনে সিন্দূর
লেপিয়া আইল পাগলিনীবেশে।
কেহবা অঞ্জন না দিয়া নয়নে
নাসারন্ধ্রে লেপি হৈল উপনীত।
কেহবা যাবকে একটী চরণ
করিয়া রঞ্জিত ধাইল গবাক্ষে।
কটীর ভূষণ কণ্ঠদেশে পরি
কণ্ঠের ভূষণ কেশে জড়াইয়া
কোন এক নারী অর্দ্ধবিবসনা
দম্পতী দেখিতে চলিল ধাইয়া।
স্তন্য দিতে দিতে কোন বরাঙ্গনা
শিশুরে ফেলিয়া ছুটিল গবাক্ষে।
কোন এক রামা প্রখরগমনা

ছুটিতে কপাটে কপাল কাটিয়া
রুধিরের ধারা মুছিতে মুছিতে
ধাইল দম্পতী দেখিবার তরে।
রমণীগণের বদনমণ্ডল
কজ্জলভূষিত নয়ন সহিত
হেরিয়া তখন হেন বোধ হৈল
যেন শত শত প্রফুল্লপঙ্কজ
অলিকুল সহ ত্যজি সরোবর
গবাক্ষে আসিয়া হৈল উপনীত।
হেরি দম্পতীরে কহে রামাগণ
বহু পুণ্যফলে অনঙ্গমঞ্জরী
পাইয়াছে পতি দিল্লীর ঈশ্বরে।
কেহবা কহিল—দেখ দেখ আলি
কালিমবরণ পৃথ্বীরাজবামে
সুন্দরী অনঙ্গা শোভা পায় যেন
তমালে জড়িত কনকলতিকা।
রাজমার্গধারে প্রাসাদ উপরে
শাখীর শাখায় সমবেত লোক
রাজদম্পতীরে লাগিল দেখিতে;
বোধ হৈল যেন কণৌজনগর
সহস্র সহস্র নয়ন মেলিল।
গগন ভরিয়া জয় জয় শব্দ
উঠিল চৌদিকে; ঘন পুষ্পবৃষ্টি
চন্দন সহিত রাজদম্পতীর
মস্তক উপরি অজস্র পড়িল।
দেখিতে দেখিতে নগর ছাড়িয়া
চলিল স্যন্দন প্রখর গমনে
শ্যামবর্ণক্ষেত্রমধ্যপথ দিয়া।

রথচক্রঘোরঘর্ঘরনির্ঘোষ
শ্রবণ করিয়া কলাপীকলাপ
মেঘের গভীর গর্জ্জন ভ্রমেতে
পুচ্ছ ছড়াইয়া নাচিতে লাগিল।
চাতকের দল রথপতাকায়
চারিদিক্ হৈতে লাগিল পড়িতে।
কৃষাণমণ্ডল ক্ষেত্রমধ্য হৈতে
মস্তক তুলিয়া দেখিল স্যন্দন।
কিছু দূর গিয়া জায়া সম্ভাষিয়া
কহে পৃথ্বীরাজ প্রফুল্লবদনে।
অনঙ্গমঞ্জরি দেখ দেখ চাহি
সুদূরে বিরাজে জাহ্নবীর ধারা
বসুধার গলে মুক্তাহার যেন।
অই দেখ চেয়ে কৃষ্ণসারগণ
সুকোমল তৃণ খাইতে খাইতে
রথ পানে চাহি একদৃষ্টে পুনঃ
চমকিত হয়ে ছুটিয়া পলায়।
অই দেখ চেয়ে তেজঃপুঞ্জদেহ
মার্ত্তণ্ড সমান শত শত ঋষি
করি গঙ্গাস্নান মন্ত্রপাঠে রত
করিছে প্রবেশ আশ্রমকুটীরে।
শুকপক্ষীগণ রসালের ডালে
বসি সারি সারি করিতেছে গান।
দেখ শত শত উচ্চ মহীরুহ
পূর্ণিত হইয়া ফল আর ফুলে
গগন স্পর্শিতে করিছে উদ্যম;
বায়ুভরে শাখা হেলিছে দুলিছে
বোধ হয় যেন হস্তসঞ্চালনে

দুরন্ত পথিকে ডাকিছে আদরে
অই বৃক্ষগণ লভিতে বিশ্রাম,
পূরিতে উদর সুফলভক্ষণে।
গ্রাম্যনারীগণ সলিলগাগরী
মস্তকে ধরিয়া সারি সারি চলে
পথের দুধারে গাইতে গাইতে।
স্থানে স্থানে দেখ কূপের চৌদিকে
বসিয়া পথিক জলপানে তৃষা
করে নিবারণ চূতবনমাঝে।
বৎসের সহিত ধেনুগণ চলে
ধূলি উড়াইয়া কূপের নিকটে।
অয়ি চারুনেত্রে অই যে দেখিছ
জাহ্নবীর তীরে হয়ে স্তূপাকার
রয়েছে প্রাচীন ভগ্ন হর্ম্ম্য সব
পূর্ব্বে অই স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থপুরী
করিত বিরাজ যার সিংহাসনে
বসি ধর্ম্মপুত্র নৃপযুধিষ্ঠির
রাজসূয়যজ্ঞ সমাধা করিয়া
ভারতে তুলিল একমাত্র ধ্বজা।
এখন ওখানে নির্ভয়ে শ্বাপদ
করে বিচরণ অরণ্যে যেমতি।
অয়ি চারুশীলে অই দেখ দূরে
সওয়ালাখ শৈলশ্রেণী বিরাজিত
যেন নীলকান্তি নবজলধর
যার মধ্য দিয়া অলকানন্দার
প্রবাহ পড়িছে এই মর্ত্ত্যভূমে
অই দেখ চেয়ে বিরাধনগর
বিরাজিছে যেন [illegible]

সৌধাবলিচূড়া উঠিয়া উচ্চেতে
গগন স্পর্শিতে করিছে উদ্যম।
চারিদিকে দেখ কুসুমউদ্যানে
ফুটিয়া রয়েছে নানা জাতি ফুল।
জনশ্রুতি আছে দেবতা সকল
পুষ্পের সৌরভ করিতে গ্রহণ
বৈশাখ মাসের পূর্ণিমানিশাতে
ক্ষণেকের জন্য আইলে ধরায়।
দেখিতে দেখিতে দেখহ সম্মুখে
বহিছে কালিন্দী ইন্দীবরশ্যামা
অনন্ত কালের স্রোতঃরূপে যেন।
অই যে সুদূরে আকাশের গায়
কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখিছ লক্ষিত
দিল্লীনগরীর উচ্চ স্তম্ভ অই
নির্ম্মায়েছি আমি যতন করিয়া।
অই দেখ চাহি দিল্লীর প্রাচীর
শোভা পায় গণ্ডশৈলরাজিরূপে;
সহস্র সহস্র হর্ম্ম্যাবলিচূড়া
গগন পরশি করিছে বিরাজ।
এইরূপে পৃথ্বী কণৌজ ছাড়িয়া
দশম দিবসে উত্তরিল আসি
নিজ রাজধানীপ্রবেশের দ্বারে।
অমাত্য সকল হয়ে অগ্রসর
সম্মান করিয়া রাজদম্পতীরে
পুরীর ভিতরে লইয়া চলিল।
জয়চন্দ্রসুতা শিরঃ নোঙাইয়া
শাশুড়ীর পদে করিল প্রণাম।
পৃথ্বীর জননী আদরে বধূরে

ক্রোড়ে বসাইয়া চুম্বিল বদন।
দশ দিন ব্যাপি উৎসব হইল
দিল্লীনগরীতে; আনন্দের স্রোতঃ
বহিল সে পুরে; আনন্দমঙ্গলে
গাহিল গায়ক, নাচিল নর্ত্তকী;
বন্দীগণ স্তুতি লাগিল পড়িতে;
জয় জয় শব্দে পুরিল আকাশ।

অনঙ্গারে লভি দিল্লীর ঈশ্বর
রাজকার্য্যে কিছু শৈথিল্য করিল।
কভু দিল্লীপতি অনঙ্গারে লয়ে
রথআরোহণে যমুনার তীরে
ভ্রমিয়া বেড়ায়; কভু বা পশিয়া
নিকুঞ্জকাননে কুসুমের শয্যা
রচিয়া যতনে রঙ্গে সাজাইল।
কভু ক্রীড়াশৈলশিখরে উঠিয়া
শিলাতলে বসি কলাপীর নৃত্য
করে দরশন অনঙ্গা সহিত।
কভু বা দিল্লীর উচ্চ স্তম্ভ হৈতে
অঙ্গুলী নির্দ্দেশি দেখায় পত্নীরে
কালিন্দীর নীললহরীভঙ্গিমা।
কভু যমুনায় তরী ভাসাইয়া
অনঙ্গারে লয়ে করয়ে বিহার।
অনঙ্গার শত সহচরী মিলি
নৃত্যগীতে তোষে রাজদম্পতীরে।
কভু পৃথ্বীরাজ পুষ্পঅলঙ্কারে
সাজায় আদরে কমনীয় বধূরে।
পশ্চাতে অথবা সায়াহ্নে কখন
দিল্লীপতি আসি বৈসে সিংহাসনে।

রাজকার্য্যভার মন্ত্রিগণকরে
করি সমর্পণ আদেশিল পৃথ্বী
মন্ত্রিবর্গ প্রতি যেন কেহ কভু
কোন কার্য্য ল'য়ে তাঁহার সমীপে
গমন না করে—এমনি আসক্ত
হইল নৃপতি অনঙ্গার প্রতি।
প্রজাগণ নিত্য শূন্য সিংহাসন
হেরিয়া বিষাদে ফিরে যায় ঘরে।
একদা সচিব সকল মিলিয়া
আয় ও ব্যয়ের নির্ঘণ্ট করিয়া
পাঠাইল ভৃত্য ভূপের গোচর।
সে সময়ে পৃথ্বী ছিল আলাপনে
জায়ার সহিত প্রকোষ্ঠ ভিতরে।
ভৃত্যের সংবাদ পেয়ে দিল্লীপতি
পাবকের তুল্য হয়ে প্রজ্বলিত
ফিরাইল তারে করি তিরস্কার
এ আদেশ দিয়া—চন্দ্রভাট বিনা
অন্য কেহ যেন কোন কার্য্য ল'য়ে
অন্দরে প্রবেশ না করে কখন।
সচিব সকল ভূপতির কার্য্যে
অসন্তুষ্ট হয়ে নীরবে রহিল।

অনঙ্গমঞ্জরী এক দিন ভূপে
কাতরে কহিল—জীবনবল্লভ
যে ভূপতি নিজ রাজ্য নাহি দেখে
তার রাজ্যলক্ষ্মী হইয়া চঞ্চলা
নৃপান্তরে শীঘ্র করে আলিঙ্গন।
ভূপতিগণের শত্রু পরে পরে
জানিয়া কি হেতু ত্যজি রাজকার্য্য

বিবশ যামিনী করহ ক্ষেপণ,
রমণীমণ্ডলে হইয়া বেষ্টিত।
ছিদ্র পেয়ে যথা শনি পশে দেহে
বিপক্ষ নৃপতি তেমতি সন্ধান
পাইয়া পশিবে তোমার এ রাজ্যে।
অগ্নিকণা যথা তুলারাশি স্পর্শি
ক্ষণকালমাত্র থাকে লুকাইয়া
শেষে দগ্ধ করে সেই তুলারাশি
সেইরূপ কামদোষে নৃপগণ
হয়ে রাজ্যহারা শেষে হয় নষ্ট।
জায়ার বচনে হাসিয়া দিল্লীশ
কহে—কমলাক্ষি কি কারণে এত
ভাবনায় ক্লেশ সহিতেছ মনে;
পৃথ্বীরাজ কভু নহে শত্রুভীত;
তবু তব বাক্য রক্ষা করিবারে
কল্য সিংহাসনে বসিব নিশ্চিত।
অনঙ্গার বাক্যে এক দিন পৃথ্বী
বসি সিংহাসনে কৈল রাজকার্য্য;
কিন্তু তার পর অন্তঃপুরে থাকি
রাজকার্য্য সব হইল বিস্মৃত।

একাদশ সর্গ।

হেথা জয়চন্দ্র কণৌজঈশ্বর
পৃথ্বীরে বিদায় করিয়া উৎসবে
দুর্গের সংস্কারে সমর্পিল মনঃ;
দুর্গের সম্মুখে বহির্দুর্গ এক

নির্ম্মাইয়া অস্ত্র রাখিল তাহাতে ;
সৈন্যবলবৃদ্ধি দ্বিগুণ করিল ;
সংগ্রামকুশল বীরগণে যত্নে
দূর দেশ হৈতে আনাইয়া ভূপ
স্থাপিল স্বরাজ্যে ; সহস্র যবন
সিন্ধুপারবাসী আনাইয়া রাজ্যে
লাগিল পালিতে তুষিয়া বেতনে।
চীন হৈতে দশ সহস্র যোদ্ধারে
আনাইয়া নৃপ স্থাপিল স্বরাজ্যে।
আলস্য ত্যজিয়া নৃপজয়চন্দ্র
কোষবলবৃদ্ধি লাগিল করিতে।
জাতিতে তুরুষ্ক জনৈক যবনে
বিশ্বস্ত সচিব করি জয়চন্দ্র
রাখিল আপন গুপ্তমন্ত্রগৃহে।
সেই সচিবের মন্ত্রণাকৌশলে
বহু নৃপতিরে করদ করিল।
বিন্ধ্যাচলপারে অসভ্যজাতিরে
উচ্ছেদ করিয়া আপন অধীনে
আনিল সে দেশ কণৌজের পতি।
কণৌজ হইতে বিংশ ক্রোশ দীর্ঘে
ভূগর্ভ কাটিয়া গুপ্ত এক পথ
নির্ম্মাইল কাণ্যকুব্জঅধিপতি।
কণৌজপতির উদ্যম দেখিয়া
ক্ষুদ্র নৃপগণ ত্রাসিত হইল।
প্রজাগণ মিলি লাগিল কহিতে
অচিরে সমর ঘটিবে নিশ্চিত।
একদা নৃপতি যখন সচিবে
নিভৃতে লইয়া লাগিল মন্ত্রিতে।

শুন মন্ত্রিবর তোমার উপর
নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি আমি ;
তোমার মন্ত্রণাকৌশলে আমার
প্রতাপ প্রত্যহ ব্যাপিছে অবনি।
তোমারে কহিব অন্তরের কথা ;
এই যে বিশাল আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি,
ইহার উপর কত শত নৃপ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য করিছে শাসন ;
সম্প্রতি দেখহ আমার যামাতা
দিল্লীঅধিপতি হয়েছে প্রবল।
পূর্ব্বে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপ
ভয়েতে থাকিত আমার অধীনে
এখন তাহারা আমার আশ্রয়
ত্যজিয়া ভজিছে দিল্লীর ঈশ্বরে।
কর্ণালপতির দোষ দেখি আমি
রাখিনু বন্ধনে মম কারাগারে,
পৃথ্বীরাজ আসি বল প্রকাশিয়া
উদ্ধারিল সেই ক্ষুদ্র নৃপতিরে।
যুদ্ধে মম পুত্র কুমার অজয়ে
করিল সংহার বান্ধিল বিজয়ে।
কর্ণোজের দুর্গ করি হস্তগত
মম অনিচ্ছায় মম দুহিতারে
করিল গ্রহণ মোরে অপমানি।
কিসে দিল্লীশের দর্পচূর্ণ হয়,
অনঙ্গমঞ্জরী সহিত তাহারে
কিরূপে বন্ধনে রাখিয়া উচিত
শাস্তি দিতে পারি বল তা আমারে।
অন্তরের কথা করিয়া প্রকাশ

রাঠোরাধিপতি নীরব হইল।
যবন সচিব কহিল তখন—
শুন মহারাজ অচিরে তোমার
মনোব্যথা দূর হইবে নিশ্চিত।
গোরঅধিপতি সাহাবউদ্দিন
সহিত মিলিলে কোন্ ছার পৃথ্বী
সমগ্র ভারত তব পদতলে
হইবে লুণ্ঠিত শুন নৃপেশ্বর।
যদি মম বাক্যে হয় তব প্রীতি
তব দূত হয়ে যাইব আপনি
সাহাবউদ্দিন সাহের সকাশে।
কাণ্যকুব্জপতি সচিবের বাক্যে
হয়ে আনন্দিত কহিল তাহারে।
শুন মন্ত্রিবর তব বাক্য আমি
দৃঢ় করি মানি, আমার আদেশে
গিজনি নগরে করহ গমন।
যবন সচিব বিদায় লইয়া
ধরি ছদ্মবেশ অশ্ব আরোহণে
গিজনি নগরে করিয়া প্রবেশ
সাহাবউদ্দিনে গোপনে ভেটিল।
জয়চন্দ্রবাক্য বিস্তার করিয়া
বলিল সে চর সাহের সম্মুখে।
যবনাধিপতি সকল বৃত্তান্ত
শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল।
যাও হে করিম মম গুপ্ত চর
জয়চন্দ্রে দিয়া মম সম্ভাষণ
কহিবে অচিরে নিজ সৈন্য লয়ে
প্রবেশিব আমি ভারত ভিতরে।

পৃথ্বীরে অবরুদ্ধ করিয়া বন্ধন
অনঙ্গ সহিত অর্পণ করিব
জয়চন্দ্রকরে; একা জয়চন্দ্রে
দিব রাজছত্র ভারত মাঝারে।
সাবধানে এই সংবাদ কহিবে
যেন জয়চন্দ্র কিছুতে না পারে
বুঝিতে আমার এ দুর্ভেদ্য নীতি
এইরূপ বলি গোরঅধিপতি
সাহাবউদ্দিন বহুমূল্য রত্ন
অর্পণ করিল করিমের করে
জয়চন্দ্র ভূপে দিতে উপহার।
মাসান্তে সচিব হয়ে প্রত্যাগত
উপহারদ্রব্য জয়চন্দ্রে দিল।
কহিল যবন—শুন নরনাথ,
তব মনোরথ পূরিবে অচিরে।
গোরঅধিপতি কোরাণ স্পর্শিয়া
বলিতে এ বাক্য কহিয়াছে মোরে।
ভারত মাঝারে নৃপ জয়চন্দ্র
একমাত্র আছে সম্রাটের যোগ্য।
তার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে
জীবন পর্য্যন্ত পারি ত্যজিবারে।
জয়চন্দ্র সহ মিলিত হইলে
যুদ্ধে পৃথ্বীরাজে করিব বন্ধন।
দিল্লীর আসনে নৃপ জয়চন্দ্র
বসিয়া শাসিবে ভারতসাম্রাজ্য।
সৈন্যদল লয়ে প্রবেশিব আমি
ভারত ভিতর; নৃপ জয়চন্দ্র
নিজ দলবলে শুধুমাত্র যেন

হইবে সহায় ভারতের যুদ্ধে।
সচিবের বাক্য করিয়া শ্রবণ
রাঠোরপ্রধান হয়ে আহ্লাদিত
মাণিক্যজড়িত অসি একখান
ক্ষত্রিয়ের করে করিল অর্পণ
যবনপতিরে দিতে উপহার।
জয়চন্দ্রদত্ত অসি লয়ে করে
চুম্বন করিয়া মস্তকে রাখিয়া
যবন সচিব গুপ্তচর হস্তে
পাঠাইয়া দিল সাহাবউদ্দিনে।
কাণ্যকুব্জনাথ সেনাপতিগণে
আহ্বান করিয়া সজ্জিত থাকিতে
আদেশ করিল যেন আজ্ঞামাত্র
প্রয়াণে কাহারো না হয় বিলম্ব।
কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব
কিরূপে সচিবে লভিল ভূপতি?
কি গুণে যবন তুষি জয়চন্দ্রে
মুখ্য পাত্রপদে হৈল প্রতিষ্ঠিত?
মহর্ষি অসিত হাসিয়া কহিল—
শুন পুরঞ্জয় সে রহস্য কথা।
পৃথ্বীরাজহস্তে পেয়ে অপমান
কাণ্যকুব্জনাথ মনের ক্লেশেতে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যেন্দ্র গঙ্গাতীরে।
কিছুক্ষণ তথা করিয়া ভ্রমণ
প্রবেশিল নৃপ বনের ভিতর।
চারিদিকে শোভে উচ্চ তরুগণ
ফল আর ফুলে হইয়া ভূষিত।
বায়ুর হিল্লোলে করি পুষ্পদল

রয়েছে পড়িয়া বন আলো করি।
পুষ্পের পরাগে কাননের পথ
হয়ে অরুণিত শোভে মনঃ হরি।
ভ্রমরনিকর করিয়া ঝঙ্কার
কুসুমে কুসুমে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
স্থানে স্থানে শাখা শাখায় মিলিয়া
জড়িত হইয়া পুষ্পিত লতায়
ধরেছে নিবিড় নিকুঞ্জআকার।
স্থানে স্থানে ঘন পত্রের ছায়ায়
কানন হয়েছে অন্ধকারময়।
বিহঙ্গমকুল করি ঝট্‌পট্‌
বৃক্ষ হৈতে বৃক্ষে উড়িয়া বেড়ায়
পুরিয়া নিনাদে সেই বনস্থলী।
ডাকিছে ময়ূর উচ্চ কেকারবে
ডাকিছে কোকিল নীপতরু'পর।
নির্ভয়ে কুরঙ্গ ছুটিয়া বেড়ায়
কানন মাঝারে। কোথাও শোভিছে
নির্ম্মল চিক্কণ দর্পণের মত
স্বচ্ছ সরোবর বৃক্ষরাজিছবি
ধরিয়া বক্ষেতে; জলচর পক্ষী
জলের চৌদিকে করে বিচরণ;
ভাসিছে মরাল জলের উপর।
শোভিছে সলিলে অর্দ্ধনিমীলিত
অথবা মুদিত অথবা প্রফুল্ল
কহ্লারকুমুদকমলনিকর।
মার্জ্জার বানর সারস বায়স
করে জলপান মনের কৌতুকে।
মৎস্যগণ জলে খেলিয়া বেড়ায়

রৌপ্যময়কান্তি করিয়া প্রকাশ।
নাহি হিংস্র জন্তু সে বনের মাঝে?
মনুষ্যের রব শুনা নাহি যায়।
শান্তির আস্পদ সে বনের মাঝে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কাণ্যকুব্জনাথ
দেখিল অদূরে বটবৃক্ষমূলে
দীর্ঘশ্মশ্রুধারী জ্বলন্তপাবক
যবন বসিয়া যপিছে তসবি।
নৃপজয়চন্দ্র আশ্চর্য্য মানিয়া
চমকিত হয়ে দাঁড়া'য়ে রহিল
এক দৃষ্টে চাহি যবনের পানে।
ইঙ্গিতে যবন কহিল নৃপেরে
শিলাখণ্ডোপরি করিতে বিশ্রাম।
মন্ত্রমুগ্ধ ফণী স্থির রহে যথা
কাণ্যকুব্জপতি যবনসম্মুখে
শুভ্র শিলাখণ্ডে হয়ে উপবিষ্ট
নীরবে রহিল বসিয়া তখন।
কিছুক্ষণ পরে যপ শেষ করি
কহিল যবন গম্ভীর বচনে।
শুন নরনাথ কি কারণে তুমি
পাইতেছ ক্লেশ হয়ে রাজ্যেশ্বর।
অদৃষ্টে তোমার ছিল এই লেখা
পৃথ্বীহস্তে তব হবে পরাজয়;
ভবিতব্য ফল কে পারে রোধিতে?
রাজচক্রবর্ত্তী বিধাতার লিপি
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা তব ভালে।
অবশ্য সে দিন আসিবে যে দিন
ভারতের যত নরপতিগণ

উপহার লয়ে হয়ে কৃতাঞ্জলি
নমিবে তোমার যুগলচরণে।
তব জ্যেষ্ঠ পুত্র কালপূর্ণে গেল
শমনসদনে কি শোক তাহাতে ?
মরণ অবশ্য হবে এক দিন,
যে মরিল কেন শোচিব তাহারে ?
নরপতিগণ রথচক্রমত
কভু উচ্চে কভু নিম্নে পায় স্থান।
দিনমণি যথা উদয়ের কালে
থাকি ধরণীর সমসূত্রপাতে
মধ্যাহ্নে উঠিয়া মস্তক উপরে
পুনঃ নিম্নদেশে করয়ে গমন,
পুনঃ পুনঃ উঠে নামে এইরূপে ;
নরপতিগণ ঠিক সেইরূপ
পুনঃ পুনঃ উচ্চে নীচে পায় স্থান।
নৃপজয়চন্দ্র যবনের বাক্য
করিয়া শ্রবণ কহিতে লাগিল।
শুন মহাভাগ মহাপুরুষের
লক্ষণ তোমাতে দেখিতেছি আমি।
কে তুমি আমারে দেহ পরিচয়,
মম ইচ্ছা থাক মম সন্নিধানে।
কহিল যবন—শুন রাজ্যেশ্বর,
যবনের কুলে জনম আমার,
বহু দিন হৈতে এ বিজন স্থানে
ঈশ্বরের নাম যপি দিবানিশি।
সংসারের সুখে নাহি মম স্পৃহা,
ফলমূলাহারে করি দিনপাত।
তব রাজ্যমধ্যে করি আমি বাস

এই হেতু তব রাজ্যের মঙ্গল
সদা চিন্তা করি। তব ইচ্ছামত
তোমার নিকটে থাকিব দিবসে,
কিন্তু নিশাকালে এ কাননমাঝে
বৃক্ষমূলে আমি করিব শয়ন।
আর এক কথা শুন মহারাজ,
কোন দ্রব্য আমি কখন গ্রহণ
করিব না তব রাজকোষ হৈতে।
যবন ফকির এ কথা বলিয়া
নীরব হইল। কাণ্যকুব্জনাথ
যবনে লইয়া ফিরিল আবাসে।
সেই দিন হৈতে কণৌজের পতি
যবনের প্রতি হইল আসক্ত;
ক্রমে তার গুণে হয়ে বশীভূত
মন্ত্রিত্বপদেতে বরিল তাহারে।

দ্বাদশ সর্গ।

বিনয়ে কহিল শিষ্য পুরঞ্জয়—
কহ গুরুদেব যবে জয়চন্দ্র
যুদ্ধযাত্রা রাজ্যে ঘোষণা করিল,
কি করিল তবে রাণী জয়াবতী?
কি বলিল তবে কুমার বিজয়?
অমাত্য সকল কেবা কি বলিল?
কহিল অসিত—রাণী জয়াবতী
দিল্লীর বিপক্ষে প্রয়াণঘোষণা
করিয়া শ্রবণ কহিল নৃপেরে।

অহে মহারাজ কি শুনিতে পাই
যবনের সহ মিলিত হইয়া
দিল্লী আক্রমিবে? এ কি মতি তব?
দিল্লীঅধিপতি যামাতা তোমার
তাহার বিপক্ষে ধরিবে আয়ুধ?
ক্ষত্রধর্ম্ম পৃথ্বী করি আচরণ
হইয়াছে জয়ী, যদি তার প্রতি
থাকে তব ক্রোধ ক্ষত্রোচিত কার্য্য
করিয়া তাহারে করহ শাসন।
অথবা সে ক্রোধ নহে ক্ষত্রোচিত;
নিজেই আপনি বিবাদের মূল।
যজ্ঞে পৃথ্বীরাজ যদি না আইল
তুমি কেন তার প্রতিমা লইয়া
প্রহরীর বেশে স্থাপিলে তোরণে?
ভারতে যদ্যপি এ পাপ কলিতে
থাকে কেহ বীর তবে সেই পৃথ্বী।
অনঙ্গমঞ্জরী হেন পৃথ্বীরাজে
করিল বরণ। তুমি কেন তারে
হয়ে ক্রোধবশ করিলে বর্জ্জন?
নিজ বাহুবলে কণৌজে প্রবেশি
স্বকার্য্য সাধিল দিল্লীঅধিপতি।
তখন তাহারে নারিলে রোধিতে।
সে সময়ে পৃথ্বী গৌরবে তোমার
সম্মান রাখিল পাঠাইয়া দূত।
যদি সে তোমারে করিয়া বন্ধন
তোমার এ রাজ্য লইত স্বহস্তে,
কি করিতে তবে? পৃথ্বীর আক্রোশ
নাহি তব প্রতি, যদ্যপি থাকিত

বিলক্ষণ শাস্তি দিত সে তোমারে।
যদি বল রণে মরিল অজয়,
তাহে পৃথ্বীরাজ কভু নহে দোষী;
সংগ্রামের স্থলে কে মরে কে বাঁচে
কিছু স্থির নাই। সম্মুখ সংগ্রামে
পড়িয়া তনয় পাইল সদ্গতি।
পৃথ্বী সহ যদি চাহ বিবাদিতে
নিজ সৈন্য লয়ে করিয়া সংগ্রাম
শাসহ তাহারে যদি থাকে শক্তি;
কিন্তু যবনেরে দিও না প্রশ্রয়।
ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া পশিয়া যবন
এ ভারতভূমে হইবে প্রবল;
তখন তাহারে রোধিতে কাহারো
হইবে না শক্তি কহিনু নিশ্চিত।
আর্য্যকুলে জন্ম করিয়া গ্রহণ
কি হেতু করহ অনার্য্যের কার্য্য?
আর্য্য ও যবনে মিলিবে না কভু,
দেবতা দানবে কখন কি মিলে?
তবে যে এখন তব পক্ষ হয়ে
আসিছে যবন সে কেবল নিজ
উদ্দেশ্য সাধিতে; পৃথ্বীরে মারিয়া
অবশেষে তব বিনাশ সাধিবে।
কণ্টকে কণ্টক মুক্ত করা নীতি
গ্রহণ করিয়া আসিছে যবন।
গোর অধিপতি সাহাবউদ্দিন
সাতবার পশি ভারত ভিতর
বহু উপদ্রব করিয়াছে দুষ্ট;
লুঠেছে নগর লুটেছে ভাণ্ডার

ভাঙ্গি দেবদেবী দলিয়াছে পদে ;
আর্য্যবংশোদ্ভব কত শত জনে
ক্রীতদাসরূপে গিয়াছে লইয়া ;
শেষে পৃথ্বীরাজ সম্মুখ সমরে
শাস্তি দিয়া তারে করিল বিদায়।
পৃথ্বীর উপর আক্রোশ তাহার ;
পৃথ্বীরে মারিয়া তোমার মিলনে
ল'বে দিল্লীরাজ্য কহিনু নিশ্চিত।
এই কথা বলি জয়চন্দ্রজায়া
হইল নীরব ঘন শ্বাস ফেলি।
বিজয় তখন নৃপে সম্বোধিয়া
কহিতে লাগিল—শুন জনেশ্বর,
যবনের সহ মিলিত হইলে
পরিণামে শোক পাইবে প্রচুর।
ভারতের শত্রু গোরঅধিপতি,
তাহারে বিশ্বাস না হয় উচিত।
পৃথ্বীর প্রতাপে তাপিত হইয়া
তব সহ মিলি নাশিয়া পৃথ্বীরে
দিল্লীর আসনে বসিবে যবন।
যে যবন সদা থাকে তব পার্শ্বে
ফকিরের বেশে গোরাধিপতির
গুপ্ত চর বলি জ্ঞান হয় মনে ;
মায়াবী যবন সকল সন্ধান
লয় চুপে চুপে সাধিতে স্বকার্য্য।
যবনের দ্রব্য দেহ ফিরাইয়া
বন্ধনে রাখিয়া যবন সচিবে
কঠোর যন্ত্রণা করিলে বিধান
সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে।

কণৌজঈশ্বর এ কথা শুনিয়া
কহিল সক্রোধে—কি হেতু তোমরা
কহিতেছ এত ? যবন সচিবে
ভালমতে আমি পরীক্ষা করিয়া
করেছি গ্রহণ; সংসারের সুখে
নাহি তার রাগ; ফলমূলাহারী
থাকিত সে বনে আমি তার গুণ
বিদিত হইয়া আনিয়াছি তারে।
তাহার মন্ত্রণাকৌশলে আমার
রাজ্য দিন দিন হতেছে বৰ্দ্ধিত।
কোন দ্রব্য সেই করে না গ্রহণ,
তবে কেন তারে সন্দেহ করিব ?
ক্ষত্রকুলে জন্মি যুদ্ধে অপমান
পাইয়া যে থাকে নিশ্চিন্ত বসিয়া
কাপুরুষ বলি গণ্য করি তারে।
বলে কিম্বা ছলে যে প্রকারে পারি
বিনাশিব অরি না করি বিচার।
ক্ষত্রধর্ম্মে নাহি সম্বন্ধের গ্রন্থি
কিম্বা উপরোধ; পিতা পুত্রে যুদ্ধ
নহে অসম্ভব, যামাতা কোথায় ?
পৃথ্বীর সহিত সংগ্রাম হইবে,
সাহাবউদ্দিন আসিছে সাজিয়া;
সসৈন্যে মিলিয়া তাহার সহিত
আপনার শত্রু করিব দমন।
এ প্রতিজ্ঞা মম অ[illegible] অটল,
কেহ পারিবে না নিবারিতে মোরে
ভূপতির এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া
কণৌজঈশ্বরী শিরে করাঘাত

হানিয়া লাগিল করিতে রোদন।
বিজয় নীরবে বিরস বদনে
উঠিয়া অন্যত্র করিল গমন।
নৃপ জয়চন্দ্র বাহিরে আসিয়া
দেখিল আপন অমাত্য সকল
মলিন বদনে রহিয়াছে বসি।
জনৈক অমাত্য যুড়ি দুই কর
কহিতে লাগিল নৃপে সম্বোধিয়া
শুন মহারাজ কাণ্যকুব্জনাথ,
যবনে বিশ্বাস না করিও কভু;
যবন সচিব সাহাবুদ্দিনের
গুপ্ত চর আমি কহিনু নিশ্চিত।
গত নিশাকালে অলক্ষিতে আমি
পশ্চাতে তাহার করিয়া গমন
প্রবেশিনু ঘোর অরণ্যের মাঝে।
কিছু দূর গিয়া দেখিনু জনেশ,
আর চারি জন ফকির আসিয়া
উহার সহিত হইয়া মিলিত
কহিতে লাগিল যাবনী ভাষায়।
বুঝিতে নারিনু যবনের ভাষা
কিন্তু তব নাম মধ্যে মধ্যে কর্ণে
লাগিল পশিতে; দুই তিনবার
দিল্লীপতিনাম করিনু শ্রবণ।
সাহাবউদ্দিন এই শব্দ আমি
শুনিনু শ্রবণে পাঁচ সাতবার।
ঘোর নিশাকালে অরণ্যের মাঝে
যা দেখিনু আর শুনিনু শ্রবণে
তব অগ্রে আমি নিবেদিনু ভূপ।

ইহাতে আমার মনে এই লয়
যবন সচিব যবনপতির
গুপ্ত চর ভিন্ন আর কিছু নয়।
অন্যান্য অমাত্য বিনীত বচনে
কহিল নৃপেরে যবন সচিবে
বান্ধিয়া রাখিতে ঘোর কারাগারে
এ সব শুনিয়া নৃপ জয়চন্দ্র
ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া কহিল—
শুন মন্ত্রিগণ যবন সচিব
সাহাবুদ্দিনের নহে গুপ্ত চর ;
যদি তা হইত তবে মম অগ্রে
সাহাবুদ্দিনের নাম প্রকাশিয়া
কহিত না কভু ; এক্ষণে আমরা
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ ; সে সূত্র ছেদিতে
নাহি মম শক্তি ; যবনের সহ
মিলিত হইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা
করিয়া দেখিব যেই ফল ফলে।
এমন সময়ে যবন সচিব
সম্মুখে আসিয়া হৈল উপনীত।
কহিল সে নৃপে—কাণ্যকুব্জনাথ
সাহাবউদ্দিন নিজ দলবলে
অচিরে আসিবে সিন্ধুনদতটে ;
আপনি ও নিজে লয়ে দলবল
চলহ সাজিয়া দিল্লী আক্রমিতে।
কুমার বিজয় থাকুক এখানে
পুরীর রক্ষণে কিছু সৈন্য লয়ে।
সৈন্য তিন ভাগে হউক বিভক্ত ;
উত্তরের পথে যাক্ এক দল ;

উত্তরপশ্চিমে চলুক অপর ;
আপনি ধরিয়া পশ্চিমের পথ
বক্রীদল লয়ে করহ গমন।
কল্য উষাকালে প্রশস্ত সময়ে
দিল্লী অভিমুখে চলহ সাজিয়া।
সচিবের বাক্য শ্রবণ করিয়া
রাঠোরাধিপতি করিল আদেশ
প্রভাতে যাইতে যুদ্ধযাত্রা করি।
যবন সচিব নিজ গুপ্ত চরে
নিশানা সহিত দিল পাঠাইয়া
সাহাবউদ্দিন সাহের নিকটে ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

কহিল অসিত—গোরঅধিপতি
সাহাবউদ্দিন বিদায় করিয়া
নিজ গুপ্ত চর করিমউদ্দিনে
আদেশ করিল প্রয়াগগমনে।
দ্বাদশ সহস্র দশ গুণ কৈলে
যত সংখ্যা হয় তত অশ্বারোহী
বাছাবাছা বীর রজতকনক-
জড়িত দুর্ভেদ্য লৌহময় বর্ম্মে
আবরিয়া তনু হইল বাহির।
তাহাদের মধ্যে কেহবা তুরুষ্ক
কেহবা তাজিক কেহবা পাঠান ;
শিরে শোভে মণিখচিত কিরীট ;
কালিমবরণ দীর্ঘশ্মশ্রু শোভে

সকলের মুখে চুম্বি নাজিকেশ।
তা ছাড়া অনেক পর্ব্বতনিবাসী
তীরন্দাজগণ বর্ব্বর বলিয়া
প্রসিদ্ধ যাহারা যবনপতির
সহিত চলিল ভারতের যুদ্ধে।
ভানুর কিরণে নিষ্কোষিত অসি
লাগিল জ্বলিতে ঝলসি নয়ন;
বোধ হৈল যেন লক্ষ লক্ষ ভানু
আসিয়া হইল ধরায় উদিত।
নিযুত পদাতি ভীমদরশন
স্মরি বীরদর্প অস্ত্র লয়ে ক্রীড়া
লাগিল করিতে ছাড়িয়া হুঙ্কার।
লক্ষ লক্ষ উষ্ট্র হইল বাহির
খাদ্য সামগ্রীর বোঝা লয়ে পৃষ্ঠে।
শকট শকট অস্ত্রের ভাণ্ডার
চলিল পশ্চাতে ধূলি উড়াইয়া।
গোরঅধিপতি প্রভাতে উঠিয়া
হয়ে শুদ্ধাচার উচ্চ রবে নিজ
ইষ্ট দেবতারে লাগিল ডাকিতে।
তখন তাহার বদনমণ্ডল
হিমমুক্ত পদ্ম সমান ভাতিল।
নয়নযুগল হৈল বিস্ফারিত
আপন অভীষ্টসিদ্ধির আশায়।
যবন রমণী প্রফুল্ল নলিনী
দলে দলে আসি কুসুমবর্ষণ
লাগিল করিতে সাহের মস্তকে।
কহিল তাহারা পিককলনাদে
আমার কৃপায় হোক্ জয়লাভ।

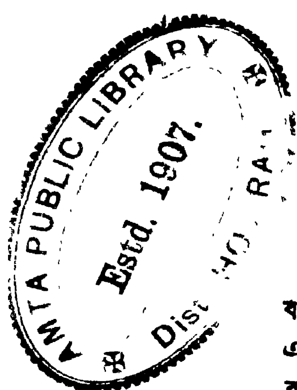
আল্লার সাম্রাজ্য হউক বিস্তৃত
অন্ধকারময় ভারতপ্রদেশে।
গিজনি নগরে মসিদে মসিদে
মোল্লাগণ মিলি নভঃস্পর্শী শব্দে
করিল ভজনা সাহের কল্যাণে।
ভূপতি তখন প্রফুল্লিতচিত
লক্ষ মুদ্রা দান দিল অকাতরে।
সুলক্ষণযুক্ত পার্ব্বতীয় অশ্বে
করি আরোহণ সাহাবউদ্দিন
সস্মিতবদনে বন্ধুগণ কাছে
বিদায় লইয়া গেল পূর্ব্বমুখে।
সহস্র সহস্র শিল্পী গেল চলি
উচ্চ নীচ পথ সমান করিতে।
রণবাদ্য ঘোর উঠিল গগনে;
পর্ব্বতকন্দরে সে তুমুল শব্দ
করিয়া প্রবেশ উঠিল আবার
প্রতিধ্বনিরূপে কাঁপায়ে প্রদেশ।
পশুপক্ষীগণ ভীম শব্দ শুনি
প্রমাদ গণিয়া প্রবেশ করিল
পর্ব্বতগুহায় অথবা কাননে।
সৈন্যপদভরে মুহুর্মুহুঃ ধরা
লাগিল কাঁপিতে ভূকম্পে যেমতি;
অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটলেতে
আচ্ছাদিল রবি; দিবসে হইল
ঘোর অন্ধকার যেন মেঘমালা
উঠিয়া সহসা ঢাকিল আকাশ।
পূর্ব্বমুখে সেনা করিল গমন
নানা নদ নদী পর্ব্বত এড়িয়া।

বীরদর্প করি চলিল যবন
বোধ হৈল যেন দৈত্যগণ মিলি
চলিল সাজিয়া সাগরগর্জ্জনে
লুণ্ঠন করিতে অমরআলয়।
যবনের ঠাট সিন্ধুনদতীরে
অচিরে আইল ছাড়ি সিংহনাদ।
সিন্ধুবাসীগণ ভয় পেয়ে অতি
গেল পলাইয়া ছাড়িয়া আবাস।
বর্ষাকালে যথা ভূধর হইতে
বারিরাশি নামি চলি যায় বেগে
ডোগাইয়া ক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া আবাস
নগর চত্বর নাশি জীবগণে,
যবনের সৈন্য চলিল সে বেগে
সংহার করিয়া বিপক্ষগণেরে।
নৌকাসেতু তবে করিয়া নির্ম্মাণ
পশিল যবন ভারত ভিতরে।
সাহাবউদ্দিন লাহোরে আসিয়া
তিন দিন তথা করিল বিশ্রাম।
যবনপতির প্রিয় ক্রীতদাস
কুতবউদ্দিন অযুত ঘোটক
সহায় করিয়া চলিল প্রথমে
বীরদর্প করি কাগ্‌গাবের তটে।
হেথা জয়চন্দ্র পুরীর রক্ষণে
কুমার বিজয়ে রাখিয়া কণৌজে
চলিল আপনি সাজি দলবলে
যবনের সহ মিলিত হইতে।
কণৌজঈশ্বর ভানুর উদয়ে
ছাড়িয়া নগর হইল বাহির।

পৃথ্বীর বিপক্ষে প্রয়াণ শুনিয়া,
প্রজাগণ উচ্চে লাগিল কহিতে।
কাণ্যকুব্জপতি অজ্ঞানের মত
করিতেছে কার্য্য ; যামাতা বলিয়া
কিছু উপরোধ না রাখিল মনে।
সকল হিন্দুর শত্রু যেই জন
তার সহায়তা করিবে নৃপতি
জাতিগত মান দিয়া বিসর্জ্জন,
জাতির গৌরব দলিয়া চরণে ;
ক্ষত্রকুলে জন্মি কোন নরপতি
হেন কদাচার করেনি কখন।
বহু দিন হৈতে ভারতবাসীর
স্বাধীনতারত্ন হরিতে যবন
পাইছে প্রয়াস ; সাহাবউদ্দিন
সাতবার পশি আর্য্যাবর্ত্তভূমে
পেয়ে অপমান গেছে পলাইয়া ;
এইবার তার পূরিবে কামনা।
ভারতের শিরে চরণআঘাত
করিবে যবন এত দিন পরে।
আর্য্যজাতিধর্ম্ম হইবে বিলুপ্ত ;
হিন্দুস্বাধীনতা আর না থাকিবে।
উঠ ভ্রাতৃগণ দুষ্ট নৃপতিরে
করহ সংহার ; রাজপুরী ভাঙ্গি
দেহ ফেলাইয়া জাহ্নবীসলিলে।
এ সকল কথা দূর হৈতে আসি
নৃপতির কর্ণে করিল প্রবেশ।
খণ্ড খণ্ড শিলা দূর হৈতে আসি
পড়িতে লাগিল নৃপের চৌদিকে।

কনৌজপতির কর্ণদেশ দিয়া
বাণ এক বেগে করিল গমন।
বিজয় তখন লয়ে সৈন্যদল
রাজপুরী রক্ষা লাগিল করিতে।
অকস্মাৎ ধরা লাগিল কাঁপিতে
মুহুর্মুহুঃ যেন পৃথিবীর ভার
সহিতে না পারি ক্লান্ত হয়ে শেষ
মুহুর্মুহুঃ শ্রম লাগিল দূরিতে।
হিমগিরিচূড়া পড়িল খসিয়া
ঘোর শব্দে যেন ভারতমাতার
মস্তক হইতে কিরীট খসিল।
জাহ্নবীসলিল উঠি উথলিয়া
তটের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
মন্দিরের চূড়া পড়িল খসিয়া;
বিনা মেঘে হৈল ঘোর বজ্রাঘাত;
দলে দলে প্রাণী ত্যজিল জীবন;
উঠিল তপন হয়ে আভাহীন,
দেখিতে দেখিতে হৈল শ্বেতবর্ণ
ক্ষণে পীতবর্ণ ক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ।
অকস্মাৎ বায়ু লাগিল বহিতে
অগ্নিকণা সহ দগ্ধ করি দিক্‌।
উঠিল আকাশে ঘোর কাল মেঘ,
রুধিরের ধারা লাগিল পড়িতে
সে মেঘ হইতে জলধারা মত।
দিবসে হইল নক্ষত্র উদয়,
কোথা হৈতে বেগে ধূমকেতু আসি
মধ্য গগনেতে পাইল প্রকাশ
ছড়াইয়া দীপ্তি বিতরিয়া ভয়।

ঊর্দ্ধমুখে শিবা লাগিল কান্দিতে
রাঠোরপতিরে বেষ্টন করিয়া।
অকস্মাৎ ধ্বনি হইল উত্থিত
যেন শত শত রমণী মিলিয়া
লাগিল কান্দিতে সকরুণস্বরে।
মস্তকবিহীন ছায়াময়ী মূর্ত্তি
জয়চন্দ্র অগ্রে লাগিল ভ্রমিতে
ঊর্দ্ধদেশ দিয়া দলে দলে যেন
ভূতগণ ঘেরি দেব ভূতনাথে
তাণ্ডবক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল।
মহীরুহগণ মড় মড় রবে.
বিনা বাতে ভাঙ্গি পড়িল ভূতলে।
এত অমঙ্গল দেখিয়া নৃপতি
স্মরিতে লাগিল ইষ্ট দেবতারে।
জয়চন্দ্রসৈন্য হয়ে নিরুৎসাহ
দাঁড়ায়ে রহিল স্পন্দহীন যেন
কাষ্ঠের পুতলী বিষণ্ণবদনে।
অমাত্য সকল কহিল ভূপেরে
যাত্রা নিবারিতে। তাহাদের বাক্য
না শুনি শ্রবণে কণৌজের নাথ
হৈল অগ্রসর। সেনাপতিগণ
নীরবে চলিল পশ্চাতে পশ্চাতে।
করিমউদ্দিন করি বীরদর্প
চলিল সর্ব্বাগ্রে বাদ্য বাজাইয়া।
কণৌজের সৈন্য যমুনার তীরে
তিন দিক্ দিয়া হৈল উপনীত।
দিল্লী হৈতে দশ যোজন অন্তরে
জয়চন্দ্র নিজ শিবির স্থাপিল।



চতুর্দ্দশ সর্গ।

কহিল অসিত—দিল্লীর সভায়
বসি মন্ত্রিগণ করিছে বিচার,
এমন সময়ে দূত এক আসি
কহিল সংবাদ—শুন মন্ত্রিগণ,
গোরঅধিপতি সাহাবউদ্দিন
অচিরে পশিবে ভারতভিতর।
দূতের বচন শেষ না হইতে
অন্য এক দূত আসি দ্রুতবেগে
কহিল সন্দেশ নৃপ জয়চন্দ্র
অচিরে আসিবে দিল্লী আক্রমিতে।
কিছুক্ষণ পরে অন্য এক দূত
আসিয়া কহিল সাহাবউদ্দিন
জয়চন্দ্র সহ মিলিত হইয়া
অচিরে আসিবে কাগ্গারের তটে।
সচিব সকল অশুভ সংবাদে
ব্যাকুল হইয়া দ্বিজ চন্দ্রভাটে
দিল পাঠাইয়া দিল্লীশসকাশে।
অন্তঃপুরে দ্বিজ করিয়া প্রবেশ
নিবেদিল ভূপে শুন রাজ্যেশ্বর
রাজ্যের সংবাদ; গোরীর যবন
সাহাবউদ্দিন তব হস্তে পূর্ব্বে
পেয়ে অপমান আসিছে আবার
সজ্জিত হইয়া দিল্লী আক্রমিতে
রাঠোরপতিরে সহায় করিয়া।

সংবাদ শুনিয়া দিল্লীঅধিপতি
সাহাবউদ্দিনে পূর্ব্বপরাজিত
জানিয়া অবজ্ঞা করিয়া কহিল—
যাও দ্বিজ কহ মম মন্ত্রিগণে
নারায়ণগ্রামে যত সৈন্য আছে
সকলে মিলিয়া করুক সংগ্রাম।
আমার অধীনে আছে যত ভূপ
সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া সকলে
যাউক সত্বর কাগ্গারের তটে।
ভারতের অন্য অন্য নৃপগণে
মম নামে পত্র পাঠাইতে কহ
মম মন্ত্রিগণে বিলম্ব না করি।
দ্রুতগামী দূত হউক প্রেরিত
সর্ব্বত্র যুদ্ধের সংবাদ লইয়া।
এত কহি ভাটে বিদায় করিয়া
রহিল দিল্লীশ অন্তঃপুর মাঝে।
সচিব সকল মিলিত হইয়া
নৃপের আদেশ নারায়ণগ্রামে
দিল পাঠাইয়া ; সেই সঙ্গে সঙ্গে
চারিদিকে দূত করিল প্রেরণ
নৃপতিবৃন্দেরে আহ্বান করিতে
নারায়ণগ্রামে যবনবিপক্ষে।
দিল্লীসেনাপতি নারায়ণগ্রামে
সৈন্য সাজাইল কৌশল করিয়া।
কাগ্গারপ্রবাহ রাখিয়া সম্মুখে
ব্যূহ নির্ম্মাইয়া দিল্লীরাজসৈন্য
পঞ্চ ক্রোশ যুড়ি রহিল অপেক্ষায়।
নৃপতিমণ্ডল একে একে আসি

মিলিল পৃথ্বীর সৈন্যবল সহ।
স্মরি পূর্ব্বকথা কর্ণালের পতি
অযুত পদাতি তত অশ্বারোহী
এক শত হস্তী পাঠাইল রণে।
থানেশ্বরনাথ মথুরাধিপতি
উজ্জয়িনীনাথ চিতোরের রাণা
ইত্যাদি অনেক ভূমিপালগণ
পাঠাইল সৈন্য পৃথ্বীর সাহায্যে।
পঞ্চ লক্ষ সৈন্য দিল সিন্ধুরাজ
তিন লক্ষ দিল মিবারের রাণা
চারি লক্ষ দিল অম্বরের পতি।
নিযুত পদাতি তত অর্দ্ধ অশ্ব
পাঠাইল রণে কাশ্মীরের নাথ।
গুজরাটপতি দশ লক্ষ অশ্ব
এক লক্ষ হস্তী তিন লক্ষ সেনা
দিল পাঠাইয়া ভারতের রণে।
তা ছাড়া অনেক ক্ষুদ্র নৃপগণ
সহস্র সহস্র অশ্ব ও পদাতি
আর হস্তীবল দিল পাঠাইয়া।
চারিদিক্ হৈতে দিল্লীর সাহায্যে
অস্ত্রধারীগণ লাগিল চলিতে।
ত্রিংশ ক্রোশ পথ যুড়িয়া রহিল
ভারতের সৈন্য যবন শাসিতে।
গণনায় হৈল এক কোটী মল্ল
দশ লক্ষ হস্তী দুই কোটী অশ্ব
পঞ্চ কোটী ভীমদর্শন পদাতি।
দিল্লীসেনাপতি দুই পার্শ্ব যুড়ি
রাখিল কামান অর্দ্ধচন্দ্রাকারে।

তাহার পশ্চাতে ধনুর্দ্ধারীগণ
উচ্চ ভূমি'পর দাঁড়া'য়ে রহিল।
নদীপরপারে দূরস্থিত বনে
লুকা'য়ে রহিল সহস্র সহস্র
অশ্বারোহী বীর করবাল করে।
কাশীর ঈশ্বর নিজ দলবলে
জয়চন্দ্রসহ সাক্ষাৎ করিয়া
কহিল সগর্ব্বে—কাণ্যকুব্জনাথ
আজি কি বিস্মৃত হইয়াছ তুমি
কোন্ কুলে জন্ম করেছ গ্রহণ?
যবনের সহ মিলিত হইয়া
পৃথ্বীর বিপক্ষে গমন করিতে
মনে কিছু তব না হইল ব্রীড়া?
মাসাতো তোমার দিল্লীঅধিপতি
তাহারে নাশিয়া দিল্লীর আসনে
দুরন্ত যবনে বসাইবে তুমি?
তোমার দুহিতা অনঙ্গমঞ্জরী
তব কার্য্য শুনি কি বলিবে তোমা?
এ কার্য্য করিয়া কি বলিয়া পুনঃ
নৃপতিগণেরে মুখ দেখাইবে?
ভারতআকাশে যাবৎ উদিবে
শশাঙ্ক তপন তব এ কলঙ্ক
ঘুষিবে সকলে ভারত ভিতর।
করেছ কি মনে যবনসাহায্যে
বসিবে আপনি দিল্লীর আসনে?
এখনো সময় আছে নরপতি,
যবনের পক্ষ ত্যজিয়া আইস
মিলিয়া সকলে এ ভারতভূমি

করি নির্ভবনা ভীষণ আহবে।
কাশীশ্বরবাক্যে জয়চন্দ্র ভূপ
কহিল গর্জ্জিয়া অরুণনয়নে।
কে তোরে এখানে ডাকিল বর্ব্বর?
অনাহূত তুই কুক্কুরের তুল্য
শাস্তি দিয়া তোরে করিব বিদায়।
এত বলি ক্রোধে কণৌজের পতি
নিজ করবাল করি নিষ্কোষিত
তুলিল হানিতে কাশীরাজশিরে।
অসির আঘাত চর্ম্মে নিবারিয়া
নিজ অসি তুলি কাশীর ঈশ্বর
কহিল—রে নৃপকুলের পাংশুল
পাপিষ্ঠ পামর হিত বুঝাইতে
বুঝিলি অহিত, প্রতিফল আজি
পাইবি নিশ্চিত নৃপকুলাঙ্গার।
এত বলি আজ্ঞা দিল সৈন্যগণে
জয়চন্দ্রসহ করিতে সংগ্রাম।
কণৌজঈশ্বর নিজ সৈন্যগণে
আদেশ করিল যুঝিতে তখনি।
দুই দলে হৈল রণ ভয়ঙ্কর
সহস্র সহস্র ইষুরাজি উঠি
মিহিরকিরণ ঢাকিয়া ফেলিল।
ক্রমে দুই দলে হৈল মিশামিশি,
অসির আঘাত লাগিয়া অসিতে
ঠন্ ঠন্ শব্দ হইল উত্থিত,
মুহুঃ অগ্নিকণা লাগিল ঝরিতে।
উভয় দলের কত অশ্ব কত
অশ্বারোহী সহ পড়িল ধরায়,

গজে গজে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কিছুক্ষণ যুঝি কাশীরাজসেনা
ভঙ্গ দিল রণে ; কাশীপতি মনে
বিচার করিয়া এড়ি জয়চন্দ্রে
চলিল সত্বর নারায়ণগ্রামে।
জয়চন্দ্র ভূপ অন্য পথ ধরি
নিশাযোগে গেল যমুনার পারে
কুতবের সহ মিলিত হইতে।

পঞ্চদশ সর্গ।

কহিল অসিত—শতদ্রু ছাড়িয়া
গোরঅধিপতি দশম দিবসে
হৈল উপনীত নারায়ণগ্রামে।
জয়চন্দ্র ভূপ দেখিল যবনে
দূর হৈতে যেন সাগরতরঙ্গ
হইয়া উত্থিত গর্জ্জিয়া আসিছে।
কণৌজঈশ্বর করীপৃষ্ঠারূঢ়
হয়ে অগ্রসর ধবল পতাকা
তুলিল অম্বরে। দেখিতে দেখিতে
সাহাবউদ্দিন আইল নিকটে।
গোরীয় যবন তুরঙ্গ ত্যজিয়া
করীপৃষ্ঠোপরি আরোহিল দর্পে।
উঠিয়া যবন বসিল দক্ষিণে ;
নৃপ জয়চন্দ্র অপসব্য দিকে।
যবনের পার্শ্বে কণৌজভূপতি
শোভিল যেমতি শনৈশ্চরপার্শ্বে

মঙ্গল দেবতা ; দোঁহার কিরীট
হীরকখচিত লাগিল জ্বলিতে
ভানুর কিরণে ; উভয়ে হেরিয়া
উভয়ে হইল প্রফুল্লবদন।
রাঠোরঈশ্বর বহুমূল্যমণি
দিল পরাইয়া যবনের শিরে।
যবনকিরীটে সে উজ্জ্বল মণি
ভাতিল যেরূপ উদয়অচলে
ভাতে প্রভাকর প্রভা ছড়াইয়া।
ঘোরীয় ভূপতি গলদেশ হৈতে
মণিময় হার করি উন্মোচন
জয়চন্দ্রগলে দিল পরাইয়া।
শোভিল সে হার ছড়াইয়া প্রভা
মন্দাকিনী যথা হিমগিরিবক্ষে।
কহিল যবন সন্তুষ্ট হইয়া
শুন রাজ্যেশ্বর তব গুণে আমি
হৈনু বশীভূত। তব তুল্য নৃপ
প্রতাপে তপন নাহি এ ভারতে।
আল্লার কৃপায় যুদ্ধে জয়ী হৈলে
দিল্লীর আসন অর্পিব তোমারে।
কান্যকুব্জপতি হয়ে পরিতুষ্ট
কহিতে লাগিল—ঘোরঅধিপতি
তব বাক্যে আমি হৈনু প্রফুল্লিত।
যত অপমান পাইয়াছি আমি
পৃথ্বীরাজহস্তে ক্ষালিব আহবে।
মহাপরাক্রান্ত শত শত ভূপ
মিলিত হইয়া আসিয়াছে রণে।
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ সকলে তাহারা

যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মরণ। •
সাবধানে যুদ্ধ করিতে হইবে
এই অনিবার্য্য সৈন্যবল সহ।
যবন তখন সস্মিতবদনে
কহিল—নরেশ ভয় নাহি কিছু;
তব শত্রু যেবা সে আমার শত্রু,
দলিব তাহারে পতঙ্গের মত।*
সম্মুখ সংগ্রামে ধরিয়া পৃথ্বীরে
বান্ধিয়া ফেলিব তব পদতলে।
ভারতের যত নরপতিগণ
সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে রণে
পাঠানের হস্তে তাহাদের কেহ
পাইবে না রক্ষা কহিনু নিশ্চিত।
আমার প্রতিজ্ঞা শুন নরপতি,
ভারতসাম্রাজ্য দিব তব করে।
হিমগিরি যদি যায় রসাতল
মম এ প্রতিজ্ঞা অটল রহিবে।
হেনকালে দূত আসিয়া কহিল
ভারতের সেনা পঞ্চ ক্রোশ দূরে
নদী পরপারে রহিয়াছে স্থির।
সাহাবউদ্দিন আজ্ঞা দিল তবে
সেই স্থানে বস্ত্রগৃহ বিরচিতে। •
যুদ্ধের সজ্জায় আর মন্ত্রণায়
গেল দিনমান রজনী আইল।
ঘোর অন্ধকারে ঢাকিল মেদিনী,
পথপরিশ্রমে যবনের সৈন্য
শিবির মধ্যেতে হইল নিদ্রিত।
তিন প্রাণীমাত্র জাগ্রত সে কালে,

সাহাবউদ্দিন কুতবউদ্দিন
আর জয়চন্দ্র মন্ত্রণায় রত।
মন্ত্রণায় এই হইল সিদ্ধান্ত
ভারতের সৈন্য অগ্রসর হয়ে
যখন আসিবে তখন সংগ্রাম
আরম্ভ করিবে যবনের সেনা।
ক্রমে হৈল নিশা দ্বিপ্রহর গত;
এমন সময়ে পূর্ব্ব দিক্ হৈতে
পঞ্চশত অশ্ব করি ঘোর রব
পড়িল আসিয়া যবনউপরি।
যবনশিবিরে অগ্নি লাগাইয়া
অশ্বারোহীগণ যবনের মুণ্ড
লাগিল কাটিতে বীরদর্প করি।
ভীম কোলাহল উঠিল তখন
যবনশিবিরে। যবনের সৈন্য
নিদ্রাভঙ্গে উঠি অস্ত্রসজ্জা করি
বাহির হইল করিতে সংগ্রাম।
সহস্র যবন পড়িল তখনি
ঘোর নিশাকালে করি আর্ত্তনাদ।
কুতবউদ্দিন লয়ে অশ্ববল
হয়ে অগ্রসর লাগিল যুঝিতে।
প্রবল বেগেতে বহিল পবন,
শিবির হইতে শিবিরে অনল
লাগিল যাইয়া দেখিতে দেখিতে।
নভস্তল হৈল ঘোর রক্তবর্ণ
অনলশিখায়। জয়চন্দ্রসেনা
বহুকষ্টে অগ্নি করিল নির্ব্বাণ।
অনেক যবন পুড়িল অনলে;

অনেক যবন পলাইল ছুটি
ব্যাকুল হইয়া, কিন্তু দিক্‌ভ্রমে
হইল পতিত বিপক্ষের করে।
কুতবউদ্দিন অনেক আয়াসে
বিপক্ষগণেরে দিল খেদাইয়া।
যবনের সৈন্য ভয় পেয়ে অতি
বিষণ্নবদনে চলিল শিবিরে।
ক্রমে বিভাবরী হইল বিগত;
উষার আলোকে গগনমণ্ডল
ধূসর বরণে হইল রঞ্জিত।
সাহাবউদ্দিন সে স্থান ত্যজিয়া
চলিল সত্বর কাগ্‌গারের তটে।
বিপক্ষ হইতে এক ক্রোশ দূরে
শিবির স্থাপিল; সৈন্য সাজাইল
পদ্মাকারব্যূহে; আপনি রহিল
মধ্যেতে তাহার প্রচ্ছন্ন হইয়া।
কুতবউদ্দিন সে ব্যূহ হইতে
দুই ক্রোশ দূরে রহিল পশ্চিমে;
কণৌজবল্লভ গেল পূর্ব্বদিকে।
দ্বিপ্রহর গতে উত্তর হইতে
দ্বিসহস্র অশ্ব আক্রমিল আসি
জয়চন্দ্র ভূপে; চক্ষুর নিমেষে
অশ্বারোহীগণ জয়চন্দ্রসৈন্য
লাগিল নাশিতে। রাঠোরঈশ্বর
অযুত ঘোটক লইয়া পশিল
সংগ্রামভিতর; পতাকা দেখিয়া
কর্ণালপতিরে চিনিল তখনি।
দুই দলে হৈল মহা ঘোর রণ;

কর্ণালের সেনা ভঙ্গ দিল রণে ;
কিন্তু সেইক্ষণে কাশীরাজ আসি
আরম্ভিল যুদ্ধ জয়চন্দ্র সহ।
কাশীরাজে দেখি কর্ণালের পতি
ফিরিয়া আইল সংগ্রাম করিতে।
উভয়ে মিলিয়া যুঝিতে লাগিল
জয়চন্দ্রসনে করি প্রাণপণ।
দুই দলে সৈন্য পড়িল বিস্তর ;
সংগ্রামসময়ে জয়চন্দ্র ছিল
হস্তীর উপর ; বিপক্ষপ্রেরিত
বাণ এক আসি করীশুণ্ড ভেদ
করিয়া চলিল ; বাণের আঘাতে
মত্ত হয়ে করী ভয়ঙ্কর নাদে
হইল পতিত নদীর সলিলে।
নৃপ জয়চন্দ্র এ ঘোর সঙ্কটে
লম্ফ দিয়া জলে হইল পতিত।
অশ্বারোহী এক দ্রুতবেগে আসি
সলিল হইতে উঠাইয়া নৃপে
শিবির ভিতর লইয়া চলিল।
ও দিকে সমরে মিবারের পতি
লয়ে অশ্ববল আক্রমিল দর্পে
কুতবউদ্দিনে ; দুই দলে হৈল
যুদ্ধ ভয়ঙ্কর ; কিন্তু কেহ কারে
নারিল জিনিতে ; মিবারঈশ্বর
প্রাণপণ করি করিল সংগ্রাম।
সহস্র সহস্র যবনের দল
পড়িল সে রণে ; কুতবউদ্দিন
সংগ্রামের স্থলে প্রমাদ গণিল।

উজ্জয়িনীনাথ অন্য পথ ধরি
আক্রমিল দর্পে কুতবউদ্দিনে।
মিবারের পতি সিংহনাদ ছাড়ি
প্রচণ্ড বেগেতে আসিয়া সম্মুখে
যবনের অশ্ব কাটিয়া ফেলিল।
কুতবউদ্দিন পড়িল ধরায়
অশ্বপৃষ্ঠ হৈতে উল্কাপাত সম;
ভৃত্য এক তার চক্ষুর নিমেষে
উঠাইয়া তারে করিল প্রস্থান।
ভঙ্গ দিল রণে যবনের দল;
মিবারঈশ্বর সংগ্রাম জিনিয়া
সন্ধ্যাআগমনে ফিরিল শিবিরে।
যুদ্ধের সময়ে সাহাবউদ্দিন
পঞ্চশত বীরে করিল প্রেরণ।
অসিচর্ম্মকরে চলিল তাহারা
নদীপরপারে। নরপতিগণ
যবনগণের সাহসে হাসিল।
নদীপারে উঠি পঞ্চশত বীর
লাগিল যুঝিতে; তাহাদের অগ্রে
যে পড়িল সেই গেল যমালয়ে।
হিন্দুগণ মিলি ঘেরিল চৌদিকে
পঞ্চশত বীরে; হস্তীপদতলে
পঞ্চশত বীর ত্যজিল জীবন।
এমন সময়ে অস্তাচলে রবি
করিল গমন কাঁপিতে কাঁপিতে
যেন দিবাকর সৃষ্টিনাশ দেখি
কাতর হইয়া ঢাকিল বদন।
সান্ধ্য সমীরণ লাগিল বহিতে

ধীরে ধীরে পুষ্পগন্ধ ছড়াইয়া।
দেখিতে দেখিতে তিমির আসিয়া
গ্রাসিল ধরণী ; প্রকৃতির ছবি
মিলাইয়া গেল ঘোর অন্ধকারে।
কৃষ্ণপক্ষরাত্রি ; নীল নভস্তলে
লক্ষ লক্ষ তারা লাগিল জ্বলিতে
বোধ হৈল যেন মস্তকে পরিয়া
লক্ষ লক্ষ মণিখচিত কিরীট
নিশা দিল দেখা আপন বিভূতি
দেখাইতে গোরী সাহাবউদ্দিনে।
রাত্রি যবে হৈল একযামগত,
গোরঅধিপতি কুতবউদ্দিন
আর জয়চন্দ্র একত্র মিলিল
মন্ত্রণা করিতে নিভৃতে বসিয়া।
পঞ্চমীর চন্দ্র পঞ্চকলাহীন
মৃদু মৃদু হাস্তে তিমির ভেদিয়া
উদিল উজলি কাগ্‌গারপ্রবাহ।
কহিল কুতব হিন্দুগণ বড়
দুর্জ্জয় সংগ্রামে, কিন্তু পরিণামে
আমাদের জয় অবশ্য হইবে।
এক্ষণে তাহারা আছে নিরাপদে
নদীপরপারে, কৌশলে হিন্দুরে
নদীর এ পারে আনিতে পারিলে
হবে কার্য্যসিদ্ধি, তখন তাহারা
পাঠানসম্মুখে না রহিবে স্থির।
রাঠোরপ্রধান কুতবের যুক্তি
সারগর্ভ বলি করিল স্বীকার।
যবনের পতি কহিল তখন

আর এক দিন অপেক্ষা করিয়া
দেখিব কি করে হিন্দু নৃপগণ।
মন্ত্রণা ভাঙ্গিয়া যে যার শিবিরে
ফিরিয়া চলিল। অর্দ্ধনিশাগতে
স্রোতস্বতীপারে গভীর গর্জ্জনে
নাদিল কামান কাঁপা'য়ে অম্বর;
বড় বড় গোলা বেগেতে ছুটিল
যবন নাশিতে। শত শত উল্কা
উত্থিত হইয়া অম্বরপ্রদেশে
পড়িতে লাগিল যবনশিবিরে।
সাহাবউদ্দিন নিজ সৈন্য লয়ে
অতুল সাহসে অগ্নির সম্মুখে
হৈল অগ্রসর; কত শত বীর
গোলার আঘাতে ত্যজিল জীবন,
তথাপি যবন ভঙ্গ নাহি দিল।
নদীপরপারে উত্তীর্ণ হইয়া
ধরি কালবেশ লাগিল যুঝিতে
যবনের সেনা, কিন্তু পরিণামে
একে একে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন;
সাহাবউদ্দিন উপায় না দেখি
জীবন লইয়া করিল প্রস্থান।
ও দিকে সদর্পে অযোধ্যার পতি
আক্রমিল তূর্ণ কাণ্যকুব্জনাথে।
যবে এই শব্দ হইল উত্থিত
ভারতের শত্রু কণৌজপতির
রক্তে বসুধারে স্নান করাইব।
জয়চন্দ্র ভূপ সঙ্কট বুঝিয়া
প্রাণপণে যুদ্ধ লাগিল করিতে।

রাঠোরাধিপতি একাকী করিল
অতি ঘোর রণ ; বিপক্ষের সেনা
হয়ে ছত্রভঙ্গ পলাইল দূরে ।
সংগ্রাম জিনিয়া কান্যকুব্জপতি
যবনসাহায্যে করিল গমন ।
দেখিল নৃপতি সাহাবউদ্দিন
পৃষ্ঠ দিয়া রণে আসিছে ফিরিয়া ।
সাহাবউদ্দিনে সঙ্গেতে লইয়া
জয়চন্দ্র গিয়া নদীপরপারে
আরম্ভিল রণ, কিন্তু পরাজিত
হইয়া ফিরিল বিষণ্ণবদনে ।
ও দিকে তুমুল সংগ্রাম করিল
মগধঈশ্বর কুতবের সনে ।
দ্বাদশ সহস্র সন্তাল লইয়া
নদীপার হয়ে মগধের পতি
যবনের সহ করিল সংগ্রাম ।
বাণনিক্ষেপণে বড় লঘুহস্ত
সন্তালিয়াগণ, দূর হৈতে তারা
নিমেষে সহস্র যবনে নাশিল ।
কুতবউদ্দিন হইল ব্যাকুল
আপনার সৈন্য রক্ষা করিবারে ।
করিমউদ্দিন বীরদর্পে তবে
অগ্রসরি যুদ্ধ লাগিল করিতে ।
শত শত ইষু বিপক্ষপ্রেরিত
হইল পতিত অঙ্গেতে তাহার ।
অশ্বপৃষ্ঠ হৈতে পড়িল করিম
হয়ে বাণবিদ্ধ ধরণীউপর ।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ লাগিল পড়িতে

যবনউপরি শিলাবৃষ্টিসম।
যবনের সেনা গাঢ় অন্ধকারে
হইয়া বিহ্বল পৃষ্ঠ দিল রণে।
কুতবউদ্দিন হয়ে ভগ্নোদ্যম
পশিল শিবিরে বিষণ্ণবদনে।
ক্রমে বিভাবরী হইল বিগত,
উদিল অরুণ উদয়অচলে।
সাহাবউদ্দিন স্তম্ভিত হইয়া
দেখিল আপন সেনার বিনাশ।

ষোড়শ সর্গ।

হিন্দু নৃপগণ প্রভাতে উঠিয়া
দেখিল চাহিয়া যবনের মুণ্ড
বিকটদর্শন সহস্র সহস্র
রয়েছে পড়িয়া স্রোতস্বতীতীরে।
বুঝিল তাহারা ভারতের যুদ্ধে
যবনপতির হবে পরাজয়।
বার বার দুষ্ট যবন ভারতে
আসিয়া পলায় তস্করের মত,
এবার পাইবে সমুচিত শাস্তি,
এই কথা সবে লাগিল বলিতে।
বিচার করিয়া নরপতিগণ
শান্তশীল এক ব্রাহ্মণে প্রেরিল
দূতরূপে বরি যবনশিবিরে।
সাহাবউদ্দিন সম্মান করিয়া
বসাইল দূতে দিব্য সিংহাসনে।

জিজ্ঞাসিল দূতে যবনাধিপতি
মধুর বচনে—কহ দূত শীঘ্র
নরপতিগণ কি বিচার করি
পাঠা'য়েছে তোমা আমার সমীপে।
করিল উত্তর সন্দেশবাহক –
শুনহ বারতা গোরঅধিপতি,
হিন্দু নৃপগণ পাঠাইল মোরে
মিত্রভাবে তোমা করি সম্ভাষণ।
ভারতনিবাসী নরপতিবৃন্দ
কাগগারের তটে সবে উপস্থিত
ভারতের যুদ্ধে; জাহ্নবীসলিল
স্পর্শিয়া সকলে করেছে প্রতিজ্ঞা
ব্রহ্মবধে আর গোবধে যে পাপ
হয় উপার্জ্জিত সেই পাপ হবে
আমা সবাকার যবনের চিহ্ন
যদি আর রাখি এ ভারতভূমে।
যবনশোণিতে বসুধারে স্নান
করাইব যথা ক্ষত্রিয়শোণিতে
ভৃগুসুত রাম করাইল পূর্ব্বে।
হস্তীপদতলে যবনের সৈন্য
হইবে মথিত; ভীম করবালে
যবনের মুণ্ড করিয়া ছেদন
দিব উপহার ভারতমাতারে।
তব সৈন্যমধ্যে কেহ না থাকিবে
সংবাদ লইয়া ফিরিতে স্বদেশে।
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া কর সেই কার্য্য
উচিত বলিয়া স্থির কর যাহা।
নরপতিগণ মিত্রভাবে আরো

কহে এইরূপ—জীবন তোমার
ক্লেশকর বলি হয়ে থাকে জ্ঞান
যদ্যপি ভূপতি, তবে সে জীবন
দেহ বিসর্জ্জন সমরঅনলে ;
কিন্তু যে সকল যবনে লইয়া
আসিয়াছ তুমি ভারতভিতর,
তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া
দেহ পাঠাইয়া নিজ নিজ দেশে।
কেন অকারণে লক্ষ লক্ষ প্রাণী
ত্যজিবে জীবন তব বুদ্ধিদোষে।
যদ্যপি তোমার সুবুদ্ধিউদয়
হয় এত দিনে নরপতিগণ
সন্তুষ্ট হইয়া ছাড়ি দিবে তোমা
দলবলসহ ফিরিয়া যাইতে।
দূতের বচনে সাহাবউদ্দিন
নিজ মনোভাব করিয়া গোপন
ভীত হয়ে যেন লাগিল কহিতে।
শুন দ্বিজ মম অন্তরের কথা
কি কার্য্য সমরে, বৃথা রক্তপাত
কি হেতু করিব ? নরপতিগণ
প্রতাপে প্রবল, তাহাদের সনে
যুঝিতে আমার নাহিক শকতি।
কিন্তু নহি আমি আপনার প্রভু ;
মম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গয়াসউদ্দিন
গিজনির পতি ; তাঁহার আদেশে
আসিয়াছি আমি এ ভারতভূমে।
তাঁহার আদেশ কিছুতেই আমি
লংঘিতে না পারি ; লংঘিলে আমার

আপন জীবনসংশয় হইবে।
তবে এইরূপ মনে মনে আমি
করিয়াছি স্থির, দুই দিক্ রক্ষা
হইবে যাহাতে করিব সে কার্য্য।
ভ্রাতার সমীপে জবগামী দূত
দিব পাঠাইয়া লইতে আদেশ
ভারত হইতে ফিরিয়া যাইতে।
যত দিন দূত না আইসে ফিরে
আদেশ লইয়া তত দিন আমি
থাকিব এখানে নিজ দলবলে।
কিন্তু আজি হৈতে নৃপগণসনে
যুদ্ধ না করিব করিনু প্রতিজ্ঞা।
এ প্রস্তাব যদি নৃপতিগণের
হয় মনোনীত আজি হৈতে যুদ্ধ
হউক স্থগিত সন্ধির নিয়মে।
সন্দেশবাহক হয়ে প্রত্যাগত
হিন্দুনৃপগণে যবনপ্রস্তাব
বিবরি কহিল। ভূমিপালগণ
বুঝিল যবন পাইয়াছে ভয়।
ব্রাহ্মণেরে তারা পুনঃ পাঠাইল
এই কথা বলি —যাও দ্বিজবর,
সাহাবউদ্দিনে কহিবে সন্দেশ,
দূত পাঠাইয়া দেহ নিজ দেশে
ভ্রাতার সমীপে ; যত দিন দূত
ফিরি না আইসে, ততদিন থাক
নির্ভয়ে এখানে। আজি হৈতে যুদ্ধ
হইল স্থগিত ; আদেশ আইলে
নিরাপদে ফিরি যাইবে স্বদেশে।

ব্রাহ্মণ যাইয়া সাহাবউদ্দিনে
ভূপালগণের বার্ত্তা নিবেদিল।
যবনের পতি প্রকাশিয়া মায়া
ধনে তুষ্ট কৈল ব্রাহ্মণদূতেরে।
মায়াবী যবন হিন্দু নৃপগণে
ছলে ভুলাইয়া লাগিল ভাবিতে
কি কৌশলে কার্য্য হইবে সফল।
হিন্দু নৃপগণ যবনের মায়া
বুঝিতে না পারি নিশ্চিন্ত হইল।
বহু দিন সবে ত্যজি নিজ দেশ
আসিয়াছে রণে জীবনের সুখ
দিয়া বিসর্জ্জন; সময় পাইয়া
আনন্দে উন্মত্ত হইল সকলে।
আনন্দের উৎস ছুটিল তখন;
নর্ত্তকীসকল দলে দলে আসি
নৃত্যগীতে মনঃ তুষিল সবার।
গীতবাদ্যধ্বনি উঠিল আকাশে
শিবির ভেদিয়া; নিশীথসময়ে
সাহাবউদ্দিন শুনিতে পাইল
দূর হৈতে বাদ্যগীতকরতালি।
শীকারের প্রতি লক্ষ্য করি হরি
বসি থাকে যথা পর্ব্বতগুহায়
কিম্বা জলতটে অথবা কাননে,
সাহাবউদ্দিন নিশীথসময়ে
নৃপগণে লক্ষ্য লাগিল করিতে।
তৃতীয় প্রহর গত যবে নিশা,
সংগ্রামকুশল অযুত পাঠান
সহায় করিয়া সাহাবউদ্দিন

অতি ধীরে ধীরে পদ সঞ্চালিয়া
নদীপরপারে উত্তীর্ণ হইল।
হিন্দু নৃপগণ নিশাজাগরণে
ঘুমে অচেতন ছিল সে সময়ে।
প্রহরীসকল যবন হইতে
ভয় নাহি আর এত ভাবি মনে
নিজ নিজ স্থানে হইল নিদ্রিত।
সাহাবউদ্দিন নদীপারে গিয়া
কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল।
কোন শব্দ তার কর্ণে না পশিল;
বুঝিল যবন সকলে নিদ্রিত।
ধীরে ধীরে উঠি উচ্চ ভূমি'পর
ভীম আল্লারবে পাঠানিয়াগণ
আক্রমিল বেগে ভারতের সেনা।
শমনসমান পাঠানিয়াদল
অসিহস্তে সৈন্য লাগিল নাশিতে।
ঘোর আর্ত্তনাদ উঠিল তখন,
হিন্দুর শোণিত বহিয়া পড়িল
নদীর সলিলে; কালনিদ্রাবশে
ছিল হিন্দুগণ কালের প্রভাবে।
এমন সময়ে প্রভাত হইল;
হিন্দু নৃপগণ নিদ্রাভঙ্গে উঠি
অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।
দেখিল তাহারা বিস্মিত হইয়া
সহস্র সহস্র যবনের দল
ভারতের সৈন্য করিছে নিঃশেষ।
প্রথমে তাহারা নারিল বুঝিতে
জাগ্রত দেখিছে অথবা স্বপনে।

কিন্তু পরক্ষণে ভ্রম গেল দূরে
বিশ্বাসঘাতক যবনের কার্য্যে।
উঠি দ্রুতবেগে ধাইল তাহারা
সৈন্য সাজাইতে; নিমেষের মধ্যে
লয়ে হস্তীবল ঘেরিল চৌদিকে
পাঠানিয়াগণে ঘোর সিংহনাদে।
দিল্লীসেনাপতি অসম সাহসে
আক্রমণ কৈল সাহাবউদ্দিনে।
হস্তীপদতলে যবনের দল
হইল দলিত পদ্মবনতুল্য।
পড়িল যবন সহস্র সহস্র;
হিন্দু নৃপগণ চারিদিক্ হৈতে
করি বীরদর্প আইল সংগ্রামে।
বিষম সাহসে যুঝিল যবন
কিন্তু পরিশেষে হৈল ছিন্নভিন্ন।
যবনের সৈন্য দেখিতে দেখিতে
আলিঙ্গিল ধরা যথা তরুরাজি
পড়ে ভূমিতলে প্রবল বাত্যায়।
সাহাবউদ্দিন সঙ্কট বুঝিয়া
আদেশ করিল যবনসৈন্যেরে
ফিরিয়া যাইতে নদীপরপারে।
রণে পৃষ্ঠ দিল যবনের সেনা;
সাহাবউদ্দিন জীবন লইয়া
করিল প্রস্থান নদীপরপারে।
নদীপারকালে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ
পড়িল আসিয়া যবনউপরি।
অযুত যবন এসেছিল রণে
পঞ্চ শত মাত্র ফিরিয়া চলিল।

সপ্তদশ সর্গ।

যবন বুঝিল হিন্দুভূপগণ
নদীপরপারে একত্র রহিবে
যতদিন মিলি ততদিন কেহ
নারিবে জিনিতে সম্মুখ সংগ্রামে
সে দুর্জ্জয় সেনা। এত ভাবি মনে
নদীপারে গিয়া সাহাবউদ্দিন
আদেশ করিল দ্বাদশ সহস্র
অশ্বারোহী বীরে পঞ্চক্রোশ দূরে
সজ্জিত থাকিতে ব্যূহিত হইয়া।
আজ্ঞামাত্র গেল দ্বাদশ সহস্র
অশ্বারোহী চলি বিদ্যুতের বেগে।
সাহাবউদ্দিন কিছু সৈন্য লয়ে
পলায়নভাণ লাগিল করিতে।
হিন্দুসেনাগণ অতি ভীমনাদে
নদীপার হয়ে ছুটিল পশ্চাতে।
সাহাবউদ্দিন ভীত হয়ে যেন
পলাইল দ্রুত তাহাদের অগ্রে
মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি ফেলিয়া পশ্চাতে।
হিন্দুসেনাগণ হয়ে দলভঙ্গ
ঘোর শব্দ করি ছুটিল পশ্চাতে।
গোরঅধিপতি পশ্চাতে ফিরিয়া
লাগিল দেখিতে আর পলাইতে।
হিন্দু নৃপগণ রণমদমত্ত
বুঝিতে নারিল যবনচাতুরী।
যবন ছুটিল তাহার পশ্চাতে

হিন্দু নৃপগণ লাগিল ছুটিতে।
পঞ্চক্রোশ গিয়া সাহাবউদ্দিন
দেখিল দ্বাদশ সহস্র তুরঙ্গ
আছে দাঁড়াইয়া সংগ্রামের বেশে।
সাহাবউদ্দিন পলায়নভাণ
ত্যজিয়া তখন দেখিল চাহিয়া
ভারতের সেনা সাগরের প্রায়
গর্জ্জিয়া আসিছে হয়ে দলভঙ্গ।
শুভক্ষণ বুঝি গোরঅধিপতি
আদেশিল নিজ অশ্বারোহীদিগে
আক্রমিতে দলভঙ্গ হিন্দুগণে।
পাঠানিয়াগণ আদেশ পাইয়া
বিদ্যুতের বেগে আক্রমিল হিন্দু।
নিমেষের মধ্যে অযুত অযুত
ভারতের সেনা পড়িল ভূতলে।
হিন্দুর শোণিতে ভারতের ভূমি
হইল রঞ্জিত; রক্তস্রোতঃ বেগে
লাগিল বহিতে; মুহুর্মুহুঃ ধরা
হইল কম্পিত; সহসা আঁধার
আইল ঘেরিয়া গগনমণ্ডল।
বিষম বুঝিয়া নরপতিগণ
ভঙ্গ দিয়া রণে লাগিল ছুটিতে
জীবন লইয়া; পশ্চাতে যবন
ভীমঅসিকরে ছুটাইল অশ্ব।
যবনসম্মুখে কোন হিন্দু আর
নারিল তিষ্ঠিতে। অল্পমাত্র হিন্দু
পলায়ন হৈতে মরণ মঙ্গল
বুঝিয়া অন্তরে লাগিল যুঝিতে।

কিন্তু একে একে দেখিতে দেখিতে
অসির আঘাতে পড়িল ভূতলে।
অনেক নৃপতি পড়িল সংগ্রামে;
খাঁড়েরায় শত পাঠান নাশিয়া
দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল ধরায়।
কাশীরাজ আর অম্বরের পতি
বহুক্ষণ যুদ্ধ করি অবশেষে
পাঠানের হস্তে ত্যজিল জীবন।
উজ্জয়িনীনাথ সহস্র যবন
নাশিয়া সংগ্রামে শেষে ধরাতলে
করিল শয়ন ছিন্নতরুতুল্য।
মিবারঈশ্বর সহস্র সহস্র
পাঠান নাশিয়া মুদ্গরআঘাতে
পড়িল ভূতলে কাগ্গারের তটে।
যবন তখন শূলের আঘাতে
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল তাহার।
হায় পৃথ্বীরাজ! এমন সময়ে
রহিলে কোথায় এই কথা বলি
সমরে জীবন ত্যজিল সমর।
যুদ্ধে যবনের হৈল জয়লাভ;
যবনের মুখ হৈল প্রফুল্লিত
সরোবরে যথা বিকচারবিন্দ।
কুতবউদ্দিন জয়চন্দ্রসহ
নদীপারে গিয়া সহস্র সহস্র
হিন্দুরে প্রেরিল কৃতান্তের পুরে।
জয়চন্দ্ররণে কর্ণালের পতি
ত্যজিল জীবন যুঝিয়া বিস্তর।
সাহাবউদ্দিন হয়ে প্রত্যাগত

কুতবের সহ মিলিত হইল।
প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হৈল তথা,
লক্ষ লক্ষ হিন্দু পড়িল সংগ্রামে।
পলাইতে পথ না পাইয়া হিন্দু
করবালকরে ত্যজিল জীবন।
অল্পমাত্র সৈন্য গেল পলাইয়া
নদীতট দিয়া কাননের পথে।
হিন্দুর শিবিরে সাহাবউদ্দিন
অগ্নি লাগাইতে আদেশ করিল।
মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হইল শিবির ;
পাঠান তুরুষ্ক তাজিক মিলিয়া
উচ্চ আল্লারবে গগন ভেদিল।
মাংসাহারী পক্ষী গগন ছাইয়া
লাগিল উড়িতে রণক্ষেত্রোপরি।
দলে দলে পক্ষী কুলায় ত্যজিয়া
পলাইয়া গেল হইয়া ত্রাসিত।
গ্রাম্য পশুগণ লাগিল ছুটিতে
লাঙ্গুল তুলিয়া যবনের ভয়ে।
ত্যজি রণস্থল ছুটিল বারণ
কর উত্তোলিয়া মৃতদেহ দলি ;
ছুটিল তুরঙ্গ কুরঙ্গগমনে।
ভীম কোলাহল নিস্তব্ধ হইল ;
রণক্ষেত্র হৈল শ্মশান হইতে
অতি শোচনীয় ভয়ঙ্কর স্থান।
যবনের সেনা ছুটিল চৌদিকে
পলায়িত হিন্দুগণেরে নাশিতে।
যবনের ভয়ে হিন্দুগণ গেল
পলাইয়া ছাড়ি ক্ষেত্র আর গ্রাম।

যবনসম্মুখে যে জন পড়িল—
কৃষক রাখাল স্থবির যুবক
অথবা স্ত্রীজাতি—অসির আঘাতে
গেল যমালয়ে। মোহন্ত সন্ন্যাসী
ভিক্ষুক বধির কিম্বা অন্ধ খঞ্জ—
কাহারো জীবন হইল না রক্ষা।
সাহাবউদ্দিন ভারতের যুদ্ধে
জয়ী হয়ে গেল প্রাঠ্ রাজ্য নিতে।
প্রাঠ্ রাজধানী নগর আজ্মীরে
যবনের সৈন্য করিল প্রবেশ।
ক্ষণকাল যুদ্ধ হইল তথায়
হিন্দু ও যবনে; বিজয়ী যবন
বলে প্রবেশিল নগরভিতর।
সাহাবউদ্দিন প্রবেশিয়া পুরে
আদেশ করিল নিজ সৈন্যগণে
কাফের নাশিতে না করি বিচার।
প্রতি গৃহে গৃহে পশিয়া যবন
বিনাশিল হিন্দু সন্ধান করিয়া।
হিন্দু নারীগণ হেরিয়া যবন
নিজ নিজ স্বামী পুত্রে সম্বোধিয়া
কহিল যুঝিতে যবনের সনে।
প্রতি গৃহে গৃহে হিন্দু ও যবনে
হইল সংগ্রাম; অনেক রমণী
জীবনের আশা দিয়া বিসর্জ্জন
অস্ত্র ধরি যুদ্ধে হইল প্রবৃত্ত।
অনেক রমণী অনল জ্বালিয়া
জনমের মত লইল বিদায়
পতির নিকটে পড়িয়া অনলে।

সে সব নারীর পতিপুত্রগণ
ক্রোধে ও বিষাদে যবন নাশিতে
বাহির হইল শমনসমান।
যবন তখন প্রবল হইয়া
খণ্ড খণ্ড করি কাটিল হিন্দুরে।
দ্বাদশবৎসরবয়ঃক্রম যত
হিন্দুর বালক আছিল নগরে
মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে যুদ্ধ
লাগিল করিতে যবনের সনে।
ক্ষুদ্র শিশুগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া
লাগিল কাঁদিতে সকরুণস্বরে।
যত দেবালয় ভাঙ্গিল যবন;
হিন্দু দেবদেবী পাষাণমূরতি
দেখিয়া যবন কৈল খণ্ড খণ্ড।
দ্বিজগণ ছিল দেউলরক্ষণে
যবন দেখিয়া গেল পলাইয়া।
কিন্তু কোন দিকে না পাইয়া পথ
অসির আঘাতে ত্যজিল জীবন।
নগরে উঠিল ঘোর আর্ত্তনাদ;
প্রতি ঘরে ঘরে শোণিতের নদী
লাগিল বহিতে অতি ভয়ঙ্কর।
স্থানে স্থানে অগ্নি লাগাইয়া দিল
যবনের সেনা, দেখিতে দেখিতে
প্রাচীন রাজধানী হৈল ভস্মময়।
তিন লক্ষ প্রাণী যবনের কোপে
ত্যজিল জীবন। অনেক রমণী
যবনপরশে হৈল কলুষিতা।
হিন্দু শিশুগণে ধরিয়া যবন

ক্রীতদাসরূপে লইয়া চলিল।
নগরে হিন্দুর ছিল যত ধন
রজতকাঞ্চনহীরকমাণিক্য
লুঠিয়া যবন সহস্র সহস্র
উষ্ট্রপৃষ্ঠে তুলি লইয়া চলিল।
প্রাচীন রাজধানী হইল শ্মশান;
না রহিল তথা অট্টালিকাচিহ্ন;
না রহিল তথা একটী দেউল।
সাহাবউদ্দিন যখন দেখিল
নগরের কোন চিহ্ন আর নাই
সন্তুষ্ট হইয়া নিজ সৈন্যগণে
দিল পুরস্কার মর্য্যাদার ক্রমে।
যবনের সেনা হয়ে পুরস্কৃত
গোরভূপতির যশের কীর্ত্তন
লাগিল করিতে হইয়া প্রফুল্ল।
সাহাবউদ্দিন ভারতের রণে
করি জয়লাভ দিল্লী আক্রমিতে
হইল অগ্রসর মনের উল্লাসে।

অষ্টাদশ সর্গ।

যে দিন যবন নারায়ণগ্রামে
রণজয় করি চলিল আজমীরে,
সেই দিন পৃথ্বী সন্ধ্যার সময়ে
ভাবিতে ভাবিতে যমুনার তীরে
বিলাসকাননে প্রবেশ করিয়া
লাগিল ভ্রমিতে। রণের সংবাদ

না পাইয়া ভূপ হইল ব্যাকুল।
কখন ভাবিল দিল্লীঅধিপতি
দুরন্ত যবন না জানি কি মায়া
করিয়া প্রকাশ ঘটা'বে অনর্থ ;
কখন ভাবিল সমর জিনিয়া
ভূমিপালগণ দিয়াছে যবনে
বাহির করিয়া ভারত হইতে।
কখন ভাবিল যবনের সহ
মিলিত হইয়া জয়চন্দ্র ভূপ
ভারতে যবন ডাকিয়া আনিল
ভারতবাসীর উচ্ছেদ সাধিতে।
কখন ভাবিল হায় কেন আমি
জানিয়া শুনিয়া নিশ্চিন্ত রহিনু
অন্তঃপুরমধ্যে কাপুরুষসম।
যদ্যপি যবন যুদ্ধে হয় জয়ী
তবে তো হিন্দুর জাতিকুলমান
রহিবে না আর যবনের করে।
মহীপালগণ সমরপ্রাঙ্গনে
না হেরিয়া মোরে কি বাক্য বলিবে ?
মম সৈন্যগণ কি ভাবিবে মনে ?
কাণ্যকুব্জপতি অতি নরাধম
যবনের সহ মিত্রতা করিতে
কিছুমাত্র লজ্জা না হইল মনে।
মহাযুদ্ধে পূর্ব্বে যবনে যখন
করি পরাজয় বিদায় করিনু
ভারত হইতে ভূমিপালবৃন্দ
মিলিয়া আমার প্রশংসা করিল।
এখন তাহারা না দেখিয়া মোরে

নিশ্চয় বলিবে পৃথ্বীরাজ এবে
কাপুরুষতুল্য রহিল বসিয়া।
ইচ্ছা হইতেছে এখনি উঠিয়া
যাই রণস্থলে যবন নাশিতে।
সাহাবউদ্দিন সংগ্রাম জিনিলে
পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া
নিশ্চয় আমারে প্রতিফল দিবে।
হয় তো সে রণ জিনিয়া আসিছে
দিল্লীঅভিমুখে বীরদর্প করি।
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে
তমালের তলে শিলাখণ্ডোপরি
বসিল একাকী দিল্লীঅধিপতি।
ক্রমে অন্ধকারে ঢাকিল মেদিনী,
সান্ধ্য সমীরণে যমুনালহরী
উঠিল অনন্ত লীলা প্রকাশিয়া।
আকাশে উঠিল নক্ষত্রনিচয়;
গগনের ছায়া যমুনার বক্ষে
হইয়া পতিত হেলিয়া দুলিয়া
লাগিল নাচিতে হিল্লোলের সহ।
মল্লিকাপ্রসূন ফুটি ধীরে ধীরে
স্নিগ্ধ পরিমল দিল ছড়াইয়া।
ডাকিল কোকিল তমালের ডালে,
ডাকে চক্রবাক কদম্বকাননে।
কতক্ষণ পৃথ্বী হয়ে চিন্তামগ্ন
রহিল বসিয়া জাগ্রত অথবা
নিদ্রিত কিছুই বুঝা নাহি গেল৭
দেখিল সম্মুখে দিল্লীঅধিপতি
যক্ষের আকৃতি ভীম দূতদ্বয়

স্বর্ণচূড় এক রথে আরোহিয়া।
অম্বর হইতে নামিল ভূতলে
সে রথ সহিত ; পৃথ্বীর সম্মুখে
আসি দূতদ্বয় লাগিল কহিতে।
দিল্লীশ্বর কেন চিন্তায় মগন ?
উঠি এই রথে চল দিব্যলোকে।
পূর্ব্বে দশানন লঙ্কার ঈশ্বর
কুবেরে জিনিয়া এই রথে চড়ি
ইচ্ছায় যাইত ত্রিদিবআলয়ে।
রাবণে বধিয়া মহাঘোর রণে
রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম দাশরথী।
এই রথে চড়ি বৈদেহীসহিত
সাগরবেষ্টিত লঙ্কাপুরী ত্যজি
অযোধ্যায় ফিরি করিল গমন।
কুবেরআদেশে এসেছি আমরা
লইতে তোমায় ; কুবেরআলয়ে
গমন করিলে ভাঙ্গিবে সন্দেহ।
এত শুনি পৃথ্বী উঠিল সে রথে ;
বিদ্যুতের বেগে দেখিতে দেখিতে
অম্বরপ্রদেশে উঠিল পুষ্পক ;
নানানদনদীবনউপবন
ছাড়িয়া চলিল হৈম রথ বেগে।
হিমাচলশিরে ; নিমেষের মধ্যে
উত্তরিল রথ কুবের আলয়ে।
দেখিল দিল্লীশ চমকি চাহিয়া
সম্মুখে বিরাজে অলকাভবন
চৌদিকে কনক প্রাচীরবেষ্টিত।
তরুগণ শোভে কনক পাতায়

কনক লতায় হইয়া জড়িত ;
কনকের ফুল ঝরিছে পবনে।
স্বচ্ছ সরোবরে কনক কমল
হয়ে প্রস্ফুটিত করিছে বিকীর্ণ
স্নিগ্ধ পরিমল ; গুঞ্জরিছে অলি,
ডাকিছে কোকিল রসালের ডালে
জলচর পক্ষী করিছে বিহার
সরোবরতীরে ; দিব্যাঙ্গনাগণ
রূপে দুগ্ধসিন্ধু করি পরাজয়
মনের আনন্দে করে জলক্রীড়া।
নানাবিধ তরু দেখিল দিল্লীশ
ফলফুলপূর্ণ রয়েছে তথায়।
অপ্সরাসকল পারিজাতফুলে
ভূষিত হইয়া করিতেছে গান
সুমধুর স্বরে কর্ণ জুড়াইয়া।
বহিছে সমীর সুমন্দ গমনে
পুষ্পের আসব বিকীর্ণ করিয়া।
শিখরউপরে জলদকদম্ব
রবিকরজালে রঞ্জিত হইয়া
চন্দ্রাতপরূপে পাইছে প্রকাশ।
কত নির্ঝরিণী ঝর ঝর নাদে
ঝরিয়া চলিছে নাচিয়া নাচিয়া
কনকবালুকা করিয়া বহন।
কুরঙ্গনিকর চকিতনয়নে
চাহি রথ পানে ছুটিয়া পলায়।
দেখিল দিল্লীশ কনকবেদীতে
বিল্ববৃক্ষমূলে শিবলিঙ্গ এক
দুগ্ধফেণনিভ রয়েছে স্থাপিত।

রত্নচন্দ্রাতপ শোভে উর্দ্ধদেশে
স্নিগ্ধ সুবিমল প্রভা ছড়াইয়া।
শিবমৌলি হৈতে রজতের কান্তি
মন্দাকিনীধারা বহে অবিরাম।
বায়ুবেগে আসি শিবের মস্তকে
পড়িছে অজস্র সুবর্ণ চম্পক
কেশর যাহার মাণিকে রচিত।
যে চম্পক ফুল বীর ধনঞ্জয়
মনোভেদী অস্ত্রে কুবেরের পুরী
কাটিয়া দিলেন বেগে উড়াইয়া
বায়ব্য অস্ত্রেতে নিজ জননীরে
যোগেশ্বরলিঙ্গ পূজিবার তরে
যবে দ্বন্দ্ব কৈল সুবলদুহিতা
গান্ধারী সুন্দরী কুন্তীর সহিত।
উত্তরিল রথ পৃথ্বীরাজে লয়ে
কনকসুমেরুশিখরচূড়ায়।
রথ হৈতে নামি দেখিল দিল্লীশ
ভীমগদাহস্তে অলকার নাথ
রত্নসিংহাসনে রয়েছে আসীন।
অঙ্গুলীসঙ্কেত করি ধনপতি
দিল্লীর ঈশ্বরে কহিল বসিতে
অন্য সিংহাসনে; করি নমস্কার
কুবেরচরণে বসিল দিল্লীশ
কনক আসনে সন্তুষ্ট হইয়া।
জলদগম্ভীর বচনে বিত্তেশ
কহিল তখন—শুন দিল্লীপতি,
বীর বলি তুমি প্রসিদ্ধ ভারতে;
কিন্তু এবে যুদ্ধে উপেক্ষা করিয়া

রয়েছ বসিয়া অন্তঃপুরমধ্যে।
বীরের এ কার্য্য নহে নৃপমণি,
বীর কি কখন রণক্ষেত্র ছাড়ি
কামিনীমণ্ডলে হইয়া বেষ্টিত
থাকে মহাবাহো অন্তঃপুরমধ্যে ?
ভারতের ধনমানস্বাধীনতা
দিয়াছেন বিধি তোমার হস্তেতে ;
এই গুরুভার এত দিন তুমি
বহন করিয়া এখন সংগ্রাম
ত্যজিয়া রয়েছ কাপুরুষতুল্য।
কিন্তু নিয়তির লিপি ঘুচাইতে
সাধ্য আছে কার ? ভারতের ভার
ছিল এত দিন আর্য্যজাতিহস্তে
আজি হৈতে গেল যবনের করে।
আমার কৃপায় দিব্যচক্ষে তুমি
পাইবে দেখিতে ভারতমাতার
পূর্ব্বের গৌরব পূর্ব্বের সম্পদ।
এইরূপ বলি অলকার নাথ
মন্দাকিনীবারি অঞ্জলে করিয়া
নিক্ষেপ করিল পৃথ্বীরাজশিরে।
দেখিল দিল্লীশ চমকি চাহিয়া
হিমগিরিক্রোড়ে শ্যামাঙ্গী রমণী
কনকবরণ বসন পরিয়া
রয়েছে আসীনা রত্নসিংহাসনে ;
দক্ষিণ চরণ লম্বিত হইয়া
পরশে লীলায় হৈমপাদপীঠ ;
বামপদ বক্রভাবে আরোপিত
রয়েছে দক্ষিণ জানুর উপরি।

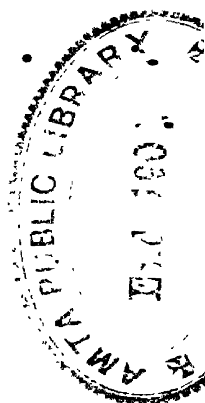
নীলোৎপল জিনি অঙ্গের বরণ
পীতাম্বরে সদা খেলিছে বিজলী।
কনক মুকুট শোভা পায় শিরে
যেন দিনমণি উদয়[illegible]ণ।
অঙ্গের সৌরভে মত্ত অলিকুল
ঝাঁকে ঝাঁকে আসি উড়িছে চৌদিকে;
করপদে রক্তকমলের আভা।
পৃষ্ঠদেশে দোলে কবরীর ভার
বিস্তৃত করিয়া নবঘনআভা;
বদনমণ্ডলে মৃদু মৃদু হাসি
অরুণ অধরে মিশিছে নিমেষে।
সস্নেহ নয়নে চাহিয়া রয়েছে
কমলবদনা দক্ষিণ করেতে
কনক কমল করিয়া ধারণ।
কহিল ধনেশ এই বরাননা
ভারতজননী; অক্ষয় ইহার
রতনভাণ্ডার; ইহার গৌরবে
পূর্ণ বসুমতী; দেবতানিচয়
ইহার মহিমা গায় অবিরত।
অই যে মাতার ক্রোড়েতে বসিয়া
বিদ্যুৎবরণী ষোড়শী ললনা
রূপে উজলিছে পর্ব্বতপ্রদেশ
উনি আর্য্যলক্ষ্মী জানিহ নৃমণি।
ক্ষীরোদসাগরে উহার উৎপত্তি
হইল সাগরমন্থনসময়ে।
উঁহার কৃপায় দেবতাসকল
সুখে করে বাস বৈজয়ন্তধামে।
উঁহার কৃপায় ভারতসন্তান

জগতে পূজিত চিরদিন ব্যাপি।
অই দেখ ভূপ ভারতমাতার
সিংহাসন হৈতে সাগর পর্য্যন্ত
কোটী কোটী প্রাণী ভারতসন্তান
জননীর মুখ নিরখিছে সুখে।
মায়ের চরণে কুসুমঅঞ্জলি
প্রদানিছে সবে হইয়া মিলিত।
উঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ যারা
তাহাদের নাম করিব কীর্ত্তন।
অই যে মাতার সম্মুখে দক্ষিণে
প্রতাপে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসমান
মৃগচর্ম্মধারী পুরুষমণ্ডল
গাইতেছে উচ্চে স্বাধ্যায়ের গীত
আর্য্যমুনিঋষি উহারা সকলে।
জ্ঞানের প্রভাবে অমর উহারা;
ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান
ত্রিকাল উহারা দেখে দিব্যচক্ষে।
দেবতামণ্ডল উহাদের তপে
সদাই সশঙ্ক; সংসারের সুখ
দিয়া জলাঞ্জলি নিবসে উহারা
অরণ্যে অথবা পর্ব্বতকন্দরে।
সকলের উচ্চে আসীন যে জন
মনু বলি নাম জানিহ উহার।
উহার চৌদিকে মরীচ্যাদি ঋষি
দশজন দেখ রয়েছে ঘেরিয়া,
উহাদের তুল্য তপোবন্ত আর
নাহি এ জগতে। অই যে দেখিছ
তেজঃপুঞ্জধারী অনলসমান

ধ্যানমগ্ন মুনি বিশ্বামিত্র উনি।
অই দেখ চেয়ে প্রশান্তবদন
মুনি এক জন রামায়ণগান
করিছে সুস্বরে বাল্মীকি বলিয়া
জানিহ উহারে—কবিকুলগুরু।
উহার পশ্চাতে মুনি পরাশর
জ্যোতিষ্কমণ্ডল করিছে ঈক্ষণ।
পরাশরসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ
বেদের বিভাগ করিলেন যিনি
দেখ গাইতেছে ভারতের গীত
বীররস ঢালি মোহিয়া জগৎ।
পরে দেখ চেয়ে নৃপতিমণ্ডল,
সকলের উচ্চে যাহার আসন
ইক্ষ্বাকু বলিয়া বিখ্যাত ভারতে।
অই নৃপতির স্কন্ধদেশ হৈতে
রাজবংশদ্বয় হয়েছে উদ্ভূত।
জ্যেষ্ঠ সূর্য্যবংশ যাহাদের যশে
ভারতমাতার বদন উজ্জ্বল।
মহাপরাক্রান্ত সূর্য্যবংশীগণ;
দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে
উহাদের তুল্য নাহি এ জগতে।
বহু নৃপতির হইল উদ্ভব
অই মহাবংশে; সকলেই দেখ
বিরাজিছে যেন দ্বিতীয় ভাস্কর।
উহাদের মধ্যে নীলোৎপলশ্যাম
অঙ্গের বরণ পূর্ণজ্যোতিঃরূপে
বিরাজেন যিনি, দাশরথী রাম
নামে খ্যাত উনি, রাক্ষস নাশিতে

জনম উহার ; উহার চরিত্রে
ভারতজননী হইল পবিত্র।
সূর্য্যবংশনিম্নে চন্দ্রবংশীগণ
বসিয়াছে দেখ বিকীর্ণ করিয়া
শরতশশীর বিমল কিরণ।
কিন্তু পরাক্রমে সূর্য্যবংশীদের
সমান উহারা ; উহাদের মধ্যে
অই যে দেখিছ সুবিমলকান্তি
প্রশান্তমূরতি নৃপতিকেশরী
যুধিষ্ঠির বলি জানিহ উহারে।
অই নৃপতির দক্ষিণে বসিয়া
জলধরশ্যাম পুরুষশার্দ্দূল
দেখিছ যাহারে যদুকুলোদ্ভব
বাসুদেব কৃষ্ণ উনি দিল্লীপতি।
অবনির ভার হরণ করিতে
জনম উহার ; অই মহাত্মার
মন্ত্রণাকৌশলে নৃপ যুধিষ্ঠির
স্থাপিলেন ধর্ম্মরাজ্য এ ভারতে।
কত শত বীর অই মহাত্মারে
রয়েছে ঘেরিয়া বীরত্ব প্রকাশি।
এ সকল ছাড়ি অই দেখ চেয়ে
বটবৃক্ষমূলে প্রশান্তবদন
ধ্যানমগ্ন যিনি গৌতমবংশেতে
জনম উহার বুদ্ধদেব নাম।
রাজবংশে জন্ম করিয়া গ্রহণ
রাজ্যের সম্পদ ত্যজিলেন উনি
জীবমুক্তিমার্গ প্রকাশ করিতে।
অই দেখ চেয়ে প্রচণ্ড তপন

সদৃশ নৃপতি অশোক আসীন,
যাহার প্রতাপে অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে
বুদ্ধদেবধর্ম্ম হইল বিস্তৃত।
কিছু দূরে দেখ বিক্রমে আদিত্য
অই যে নৃপতি রত্নসিংহাসনে
রয়েছে আসীন উজ্জয়িনীনাথ
শ্রীবিক্রমাদিত্য বলিয়া উহারে
জানিহ নৃমণি। উহারে ঘেরিয়া
রয়েছে বসিয়া নয়জন সুধী ;
অই নয় জন নবরত্ন বলি
বিখ্যাত ভারতে ; উহাদের মধ্যে
স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ পুরুষরতন
দেখিছ যাহারে জানিহ উহারে
ভারতীর বরপুত্র কালিদাস
যাহার কবিত্বে সমগ্র ভারত
হইয়াছে মুগ্ধ। আর দেখ চেয়ে
কত শত বুধ যে যার আসনে
রয়েছে আসীন মর্য্যাদার ক্রমে।
মাতার বামেতে অই যে বসিয়া
কোটী কোটী নর ঈষৎগর্ব্বিত
সম্পদের মদে বৈশ্যজাতি বলি
প্রসিদ্ধ উহারা ; উহাদের যত্নে
ভারতমাতার ভাণ্ডার অক্ষয়।
জগতে প্রথমে উহারা জলধি
উত্তরি পূরিল মাতার ভাণ্ডার
বিবিধ রতনে ; উহারা সকলে
ধার্ম্মিক তেজস্বী বেদশাস্ত্রজ্ঞানী !
দেখিলে যে সব মুনিঋষিগণ



নৃপতিমণ্ডল আর বৈশ্যজাতি
ভারতমাতার সন্তান সকলে।
সকলেই দেখ মাতার চরণে
দিতেছে যতনে কুসুমচন্দন।
মাতৃআশীর্ব্বাদে অমর অজেয়
সকলে উহারা এ মহীমণ্ডলে।
দেখ মহেঁদ্রাষ দেখ দেখ চেয়ে
বিদেশীসকল দিয়া উপহার
নমিছে মায়ের ও রাঙ্গা চরণে।
দেখ জননীর বদনকমলে
মৃদু মৃদু হাসি সন্তানের সুখে
আপনারে সুখী মানিছে প্রসূতি।
দেখিলে দিল্লীশ ভারতমাতার
পূর্ব্বের সম্পদ—আর একবার
দেখিয়া সার্থক কর দুনয়ন।
দিল্লীঅধিপতি দেখি আরবার
নোঙাইল শিরঃ মাতার চরণে।
অমনি সে দৃশ্য হৈল তিরোহিত
ছায়াবাজীপ্রায় দেখিতে দেখিতে।
ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসিল পৃথ্বী
ধনেশের প্রতি কহ দেব কোথা
ভারতজননী ? কেন নাহি দেখি
মায়ের চরণ ? সে সব সম্পদ ?
কহিল ধনেশ—শুন দিল্লীশ্বর,
আমার কৃপায় দেখিলে মাতারে,
আবার পাইবে মায়ের দর্শন,
কিন্তু সে সম্পদ না পাবে দেখিতে।
দেখিল চাহিয়া দিল্লীঅধিপতি

ভারতজননী রয়েছে আসীনা
সিংহাসনোপরি নমিত বদনে ;
অগণ্য সন্তান অশ্রুপূর্ণ নেত্রে
জননীর আস্য হেরিছে কাতরে।
জিজ্ঞাসিল পৃথ্বী কহ দেব, কহ
মাতার ক্রোড়েতে আছিল বসিয়া
ষোড়শী ললনা আর্য্যলক্ষ্মী বলি
কীর্ত্তিলে যাহারে কোথায় সে দেবী ?
কহিল ধনেশ আজি যবনের
হৈল অধিকার এ ভারতভূমে ;
লক্ষ্মীদেবী খেদে ত্যজিয়া মাতারে
অতল জলধিসলিলে পশিল।
যদি পুনঃ কভু সাগরমন্থন
হয় নৃপমণি তবে তো উঠিবে
জলধিতনয়া জলধি হইতে।
এইবার দেখ মাতার দুর্দ্দশা ;
বলিতে বলিতে দেখিল দিল্লীশ
দৈত্যের মূরতি শত শত বীর
ভৈরব নিনাদে ধরিয়া মাতারে
সিংহাসন হৈতে ভূমিতে ফেলিল।
তাহাদের মধ্যে একজন দর্পে
চরণআঘাতে মস্তককিরীট
ভাঙ্গিয়া ফেলিল ; অন্যজন আসি
অলঙ্কার সব লইল হরিয়া।
শেষে একজন বিজলীবসন
হরণ করিয়া দিল পরাইয়া
কৃষ্ণবর্ণ এক ক্ষৌম্য পরিধেয়।
দৈত্যগণ সব মিলিত হইয়া

ধরিয়া সকল ভারতসন্তানে
চরণে নিগড় দিল পরাইয়া।
দেখিয়া সে দৃশ্য দিল্লীশ কান্দিয়া
পড়িল ভূতলে হইয়া মূর্চ্ছিত।
ধনেশ তখন উঠাইয়া তারে
লাগিল কহিতে শুন পৃথ্বীরাজ,
কি ফল রোদনে? ভারতের ভাগ্যে
লেখা ছিল যাহা ঘটিল তা আজি।
আজি হৈতে আর্য্যজাতির গৌরব
ধনমান সব হরিল যবন।
যাও ফিরে যাও নিজ রাজধানী;
দিল্লীর আসনে বসিবে যবন;
যবনসমরে তোমার জীবন
যাইবে নৃমণি কহিনু নিশ্চিত।
এইরূপ বলি দূতদ্বয়ে আজ্ঞা
দিল ধনপতি পৃথ্বীরে লইয়া
যাইতে মর্ত্ত্যেতে। কুবেরচরণে
প্রণাম করিয়া উঠিল দিল্লীশ
পুষ্পকস্যন্দনে; নিমেষের মধ্যে
উত্তরিল রথ যমুনার তীরে।
রথ হৈতে ভূমে নামিবার কালে
চমকিয়া পৃথ্বী দেখিল চাহিয়া
সম্মুখে কালিন্দী কলকল স্বনে
প্রকাশিছে লীলা; কোথায় বা রথ
কোথায় বা দূত; ভাবিল দিল্লীশ
দেবতার মায়া কে পারে বুঝিতে?
স্বপনের ছলে দেবগণ শিক্ষা
দেয় মানবেরে। এইরূপ চিন্তা

করিতে করিতে যমুনার তটে
রহিল বসিয়া দিল্লীরঈশ্বর
বিস্মৃত হইয়া নিজ মহিষীরে।
গভীর রজনী ঘোর অন্ধকার,
ঢেকেছে জলদে অম্বরপ্রদেশ,
চমকে চপলা থাকিয়া থাকিয়া
যেন কুহকিনী মনঃ ভুলাইতে
হাসিয়া হাসিয়া বদন লুকায়।
সন্ সন্ স্বনে বহিছে পবন
বনরাজি করে মড়্ মড়্ রব,
কালিন্দীর নীর উথলি উঠিয়া
আক্রমিছে তীর গভীর গর্জ্জনে।
কঠোরকুলিশনিক্বণে কাঁপিছে
অম্বরমেদিনী, মুহুর্মুহুঃ স্ফুরে
ভীষণ বজ্রাগ্নি নয়ন ধাঁধিয়া।
পড়ে বারিধারা মুষলের ধারে
শ্রবণযুগল করিয়া বধির।
ঘোর দৃশ্য! যেন প্রলয়ের কালে
ঘোর কাদম্বিনী ঢালিছে সলিল।
সপ্ত সিন্ধু যেন গভীর গর্জ্জনে
ডুবাইতে চাহে মেদিনীমণ্ডল।
এ হেন কঠোর নিশীথসময়ে
কালিন্দীর কুলে তমালের মূলে
চিন্তামগ্ন পৃথ্বী নিশ্চেষ্ট নিশ্চল
নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত।
নৈসর্গিক কাণ্ড ক্রমে হৈল শেষ,
প্রকৃতি আবার হইল সুস্থির।
সুমন্দ মারুত লাগিল বহিতে;

পত্রস্থিত বারি লাগিল ঝরিতে ;
আকাশ আবার হইল নির্ম্মল,
বারিহীন লঘু শ্বেত মেঘখণ্ড
ঘেরিয়া চাঁদেরে লাগিল চলিতে।
চকোর আবার সে মেঘের মাঝে
লাগিল উড়িতে চাঁদিনী হেরিয়া।
ফুটিল তারকা অম্বরের গায়,
বৃক্ষের পাতায় খদ্যোতের পাঁতি
ফুটিল দ্বিতীয় তারাবলিরূপে।
এমন সময়ে অনঙ্গমঞ্জরী
সহচরীগণে হইয়া বেষ্টিতা
ভূপের সম্মুখে আসি দাঁড়াইল।
এক দৃষ্টে সতী পতির বদন
নিরখি কহিল—জীবনবল্লভ
কি কারণে আজি ভুলি অধিনীরে
রহিয়াছ বসি এ নিভৃত স্থানে ?
কি কারণে দেখি বদনমণ্ডল
মলিন যেরূপ অরুণউদয়ে
শশাঙ্কমণ্ডল ? কোন্ কীট আজি
কুসুমকোমল অন্তরে তোমার
পশিয়াছে ? আহা সলিলধারায়
হইয়াছে সিক্ত সর্ব্ব কলেবর।
এত বলি নিজ বসনঅঞ্চলে
ভূপতির মুখ দিল মুছাইয়া
দিল্লীর ঈশ্বরী করিয়া যতন।
শিরীষকুসুম সুকোমল কর
পরশে দিল্লীশ চমকিয়া উঠি
কহিল—মৃগাক্ষি রণের সংবাদ

না পাইয়া আমি হয়েছি ব্যাকুল।
জানিনা সুন্দরি দুরন্ত যবন
কি অনর্থ ঘোর ঘটা'য়েছে আজি
নারায়ণগ্রামে ? হৃদয় আমার
হয়েছে চঞ্চল প্রবল বাত্যায়
যথা মহোদধি। ইচ্ছা হইতেছে
এখনি যাইয়া কাগ্‌গারের তটে
নির্ঘবনা করি এ ভারতভূমি।
এই হেতু প্রিয়ে বিলাসভবন
ত্যজিয়া নিভৃতে রহিয়াছি বসি।
বাক্যঅবসানে দিল্লীর ঈশ্বরী
অমিয় বচনে নৃপতির কর্ণ
জুড়া'য়ে কহিল—হে জীবিতেশ্বর
এ নিশীথকালে রণের ভাবনা
ভাবিয়া কি ফল ? সমগ্র জগৎ
দেখহ চাহিয়া বিরামদায়িনী
নিদ্রাদেবীক্রোড়ে রয়েছে শয়ান।
রণের অশুভ সংবাদ কিছুই
না জানিয়া কেন হ'তেছ ব্যাকুল ?
মহীপালবৃন্দ হয় তো যবনে
ভারত হইতে বিদায় করিয়া
আসিতেছে ফিরি জয়কেতু তুলি।
বিশেষ যখন সমরেশ্বরী
সমর আপনি যবনবিপক্ষে
ধরিয়াছে অস্ত্র তখন অবশ্য
যবনের দর্প হইবে বিচূর্ণ।
দেবদত্ত অসি করেতে ধরিয়া
যখন সে বীর ছাড়িয়া হুকার

পশিবে সমরে যবন তখন
সম্মুখে তাহার রহিবে কি স্থির ?
রণের ভাবনা দিয়া বিসর্জ্জন
চল জীবিতেশ প্রসূনশয্যায়
শয়ন করিয়া পোহাও শর্ব্বরী।
জায়ার বচনে দিল্লীর ঈশ্বর
উত্তরিল দেবি তব বাক্যামৃত
পান করি মম হৃদয় এখন
হইল প্রসন্ন—রণের ভাবনা
দূর হৈল ; চল এ স্থান ত্যজিয়া
প্রাসাদে পশিয়া বঞ্চি এ যামিনী।
এত বলি পৃথ্বী রমণীবেষ্টিত
ত্যজিয়া সে স্থান মন্থরগমনে
প্রাসাদাভিমুখে হৈল অগ্রসর।

উনবিংশতি সর্গ।

প্রসূনশয্যায় শয়ন করিয়া
অঙ্কলক্ষ্মী অঙ্কে করিয়া ধারণ
পোহাইল নিশা দিল্লীর বল্লভ।
অনঙ্গমঞ্জরী প্রভাতে উঠিয়া
বিষণ্ণবদনে নিবেদিল ভূপে।
শুন হৃদয়েশ নিশাঅবসানে
দেখেছি স্বপন অম্বর হইতে
রবির মণ্ডল পড়িল খসিয়া
নিষ্প্রভ বিবর্ণ ; দিবসে হইল
ঘোর অন্ধকার ; অকস্মাৎ বহ্নি

ভূগর্ভ হইতে হইয়া উত্থিত
ব্যাপিল আকাশ ঘেরিল এ পুরী।
চারিদিকে অগ্নি উঠিল গর্জ্জিয়া ;
পলাইতে পথ না পাইয়া নাথ
ক্রন্দনউদ্যম করিতে অমনি
হৈল নিদ্রাভঙ্গ। এখনো আমার
কাঁপিছে হৃদয়, থাকিয়া থাকিয়া
নাচিয়া উঠিছে দক্ষিণ নয়ন।
প্রভাতের স্বপ্ন মিথ্যা নহে কভু ;
না জানি কি আছে অদৃষ্টে আমার।
এত কি সুকৃতি করিয়াছি আমি
চিরদিন সুখে বঞ্চিব ? রাজ্যের
সম্পদ ভোগিব ? কিন্তু আমি নহি
কাতর সে হেতু। তব অমঙ্গল
আশঙ্কা করিয়া হ'তেছি বিষণ্ণ।
এ ঘোর যবনসমরসঙ্কটে
না জানি কি ফল ফলিবে এ রাজ্যে
এ প্রাসাদমধ্যে। এত বলি সতী
পতিত হইয়া নৃপতির বক্ষে
লাগিল কান্দিতে। দিল্লীশ জায়ার
বদনকমল মুছাইয়া নিজ
বসনঅঞ্চলে কহিল—সুন্দরি,
স্বপ্ন কি কখন হয় ফলবান ?
আকাশকুসুম অলীক যেমতি
স্বপ্নও তেমতি জানিহ অন্তরে।
ইন্দ্রিয়ের মনঃ চঞ্চল হইলে
স্বপনের সৃষ্টি হয় প্রতিভাত।
ঈশ্বরের ইচ্ছা বলবতী বলি

জ্ঞান হয় মম, অতএব বৃথা
রোদনে কি ফল ; অদৃষ্টের লিপি
ঘুচাইতে বল সাধ্য আছে কার ?
দেবতাসকল অদৃষ্টের দাস
মনুষ্য কোথায় ? পশুপক্ষীকীট
অদৃষ্টশৃঙ্খল না পারে কাটিতে।
যদ্যপি যবন রণজয় করি
আইসে লইতে এ দিল্লীনগরী
রোধিব তাহারে অস্ত্রবরষণে ;
মম ভুজবল জান তুমি সতি।
ত্যজ দুর্ভাবনা ত্যজহ ক্রন্দন
অয়ি মদিরাক্ষি, ক্রন্দন তোমার
কুলিশসদৃশ আঘাতে এ বক্ষঃ।
রাজ্যপদনাশ পারি সহিবারে
কিন্তু তব ক্লেশ না পারি সহিতে।
এইরূপে পৃথ্বী সান্ত্বনা করিছে
নিজ দয়িতারে এমন সময়ে
সংগ্রামে যবনবিজয়সংবাদ
দূত আসি দিল দিল্লীর সভায়।
মন্ত্রিগণ মিলি চন্দ্রভাটে দিল
পাঠাইয়া শীঘ্র পৃথ্বীরাজপার্শ্বে।
অন্তঃপুরে ভাট করিয়া প্রবেশ
বিষণ্ণবদন নিবেদিল ভূপে।
শুন নরবর, রণের সংবাদ
নারায়ণগ্রামে ভূমিপালবৃন্দ
প্রাণপণ করি যুঝিল বিস্তর ;
কিন্তু ভারতের অদৃষ্টের দোষে
নৃপগণ শেষে হৈল পরাজিত।

তব সেনাপতি বহু যুদ্ধ করি
ত্যজিল জীবন যবনের করে।
সমরকুশল সমরাভিধান
সিংহোপাধিধারী সিংহের গর্জ্জনে
যবনের দল করি লণ্ডভণ্ড
কাগ্‌গারের তটে করিল শয়ন
চিতোরনগরী বিধবা করিয়া।
অন্য নৃপগণ একে একে প্রাণ
দিল বিসর্জ্জন যবন নাশিয়া।
অনেক যবন পড়িল সংগ্রামে
লক্ষ লক্ষ হিন্দু সম্মুখ সমরে
ত্যজিল জীবন; জয়লক্ষ্মী শেষে
যবনরাজের আশ্রয় লইল।
রণজয় করি সাহাবউদ্দিন
প্রাঠ্‌রাজধানী করিয়া প্রবেশ
তিন লক্ষ হিন্দু বধিল তখনি।
হিন্দুরমণীর সতীত্ব হরণ
করিল যবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে।
অনেক রমণী অনলশিখায়
ত্যজিল জীবন কলঙ্কের ভয়ে।
হিন্দু শিশুগণে ধরিয়া যবন
ক্রীতদাসরূপে লইয়া চলিল।
দেবালয়ে পশি দুরন্ত যবন
হিন্দু দেবদেবী দলিল চরণে
বধিয়া ব্রাহ্মণ সাধু ও সন্ন্যাসী।
স্থানে স্থানে অগ্নি দিল লাগাইয়া
যবনের সেনা পোড়াইতে হিন্দু;
প্রাঠ্‌রাজধানী হৈল ভস্মীভূত।

সাহাবউদ্দিন সংগ্রাম জিনিয়া
দিল্লী আক্রমিতে আসিছে নরেশ,
রাঠোরপতিরে সহায় করিয়া।
এ ঘোর সঙ্কটে মন্ত্রিগণ তব
কি কার্য্য করিবে কহ বিচারিয়া।
সংবাদ শুনিয়া দিল্লীঅধিপতি
গম্ভীর বচনে কহিল ভাটেরে—
যাহ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আমার আদেশ
কহ মন্ত্রিগণে নগরের দ্বার
রুদ্ধ করিবারে, অনুজ্ঞা ব্যতীত
নগরে পশিতে পারিবে না কেহ।
খাদ্যদ্রব্য যত যতন করিয়া
কহ মন্ত্রিগণে সংগ্রহ করিতে।
নগরনিবাসী নহে যত লোক
এই দণ্ডে সবে ত্যজুক নগর।
সন্ন্যাসী ফকির অন্ধ খঞ্জ বোবা
আর আর যারা ভিক্ষায় উদর
করে পরিপূর্ণ ত্যজুক নগর।
নর্ত্তকীসকল বারাঙ্গনাদল
এখনি যাউক নগরবাহিরে।
নগরপ্রাচীরউপরে কামান
হউক স্থাপিত, প্রহরীর দল
সাবধানে রক্ষা করুক এ পুরী।
ধনুর্দ্ধারীগণ অস্ত্রধারীগণ
সজ্জিত হইয়া থাকুক সকলে।
প্রতি দণ্ডে দণ্ডে নূতন নূতন
সঙ্কেতবচন হোক প্রচারিত।
যাও শীঘ্র, দ্বিজ, মন্ত্রিগণে কহ

আদেশ আমার ; যুদ্ধসজ্জা করি
আমিও এখনি হইব বাহির।
রাজআজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ শীঘ্র
নগরের দ্বার রুদ্ধ করাইল।
দুর্গের প্রাচীরে অস্ত্রধারীগণ
বীরদর্প করি লাগিল ফিরিতে।
খাদ্যদ্রব্য আনি ভাণ্ডার ভরিল
মন্ত্রিগণ পেয়ে নৃপের আদেশ।
দ্বিজ চন্দ্রভাটে আজ্ঞা প্রদানিয়া
মহিষীর স্থানে বিদায় চাহিল
দিল্লীর ঈশ্বর যবনবিপক্ষে
ধরিতে আয়ুধ। অনঙ্গমঞ্জরী
নিজ হস্তে ভূপে সমরসজ্জায়
সাজাইয়া সতী নিজ নামাঙ্কিত
হীরকঅঙ্গুরী দিল পরাইয়া
নৃপতিঅঙ্গুলে। কহিল দিল্লীশ
কাতর বচনে—শুন প্রিয়তমে
যুদ্ধে জয়ী হৈলে তব সঙ্গে দেখা
হইবে আবার। এত বলি ভূপ
ত্যজি মহিষীরে বাহিরে যাইতে
হৈল অগ্রসর। দিল্লীর ঈশ্বরী
সজলনয়নে নীরবে থাকিয়া
মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরিল।
তখন তাহার বদনমণ্ডল
হিমসিক্ত পদ্মসমান ভাতিল।
অন্তঃপুর ত্যজি দুর্গের মন্দিরে
দিল্লীর ঈশ্বর দিল দরশন।
সেনানেতৃবর্গ হেরি নৃপতিরে

অস্ত্রসঞ্চালনে অভিবাদনিল।
যুদ্ধের সজ্জায় গেল সারাদিন;
সন্ধ্যার সময়ে উচ্চ স্তম্ভ হৈতে
প্রহরী সংবাদ দিল পাঠাইয়া
এক ক্রোশ দূরে যবনের সৈন্য
করিতেছে স্থিতি। দিল্লীর ঈশ্বর
স্তম্ভের উপর করি আরোহণ
দেখিল চাহিয়া যবনশিবিরে
ঘোরদরশন অর্দ্ধচন্দ্রকেতু
সান্ধ্য সমীরণে উড়িছে অম্বরে।
পরে পৃথ্বীরাজ দুর্গে প্রবেশিয়া
সৈন্য সাজাইতে করিল আদেশ।
দিল্লীঅধিপতি প্রাচীরে উঠিয়া
আপনি লাগিল সৈন্য সাজাইতে।
নৃপতিরে হেরি হয়ে উত্তেজিত
সৈন্যগণ দর্প লাগিল করিতে।
ক্রমে অন্ধকার গ্রাসিল মেদিনী;
লক্ষ লক্ষ উল্কা হৈল প্রজ্বলিত
দুর্গের প্রাচীরে, বোধ হৈল যেন
আলোকমালায় হইয়া ভূষিত
দিল্লীদুর্গ স্পর্দ্ধা লাগিল করিতে
প্রস্ফুটতারক অম্বরসহিত।
প্রহরীর দল ঘন হুহুঙ্কারে
লাগিল ফিরিতে প্রাচীরউপরে।
পৃথ্বীরাজ নিজে দ্বার হৈতে দ্বারে
লাগিল ভ্রমিতে নিদ্রাত্যাগ করি।
গভীর নিশীথে অন্ধকারে পৃথ্বী
দেখিল চমকি যেন অন্ধকারে

ঘোর অন্ধকার ধীরে ধীরে চলি
দুর্গ লক্ষ্য করি আসিছে নিঃশব্দে।
কিছুক্ষণ পরে হইল প্রতীত
তমোরাশি ক্রমে আসিছে নিকটে।
বুঝিল দিল্লীশ যবনের দল
কৃষ্ণআবরণে হইয়া আবৃত
দুর্গ আক্রমিতে আসিছে নিঃশব্দে।
পৃথ্বীর আজ্ঞায় গোলন্দাজগণ
গাঢ় তমোরাশি লক্ষিয়া এড়িল
সহস্র কামান; যবনের দল
গোলার আঘাতে হয়ে ছিন্নভিন্ন
গেল পলাইয়া; শত শত তীর
প্রাচীর হইতে যবনের পৃষ্ঠ
ভেদিল বেগেতে। ঘোর রব করি
ছুটিল যবন আপন শিবিরে।
এইরূপে পৃথ্বী নিশীথসময়ে
ভাঙ্গিল মুহূর্ত্তে যবনচাতুরী।
নিশা পোহাইল। অরুণউদয়ে
সাহাবউদ্দিন লয়ে সৈন্যদল
বীরদর্প করি আক্রমিল দুর্গ।
দিল্লীরাজ্যসৈন্য মুহুর্মুহুঃ তীর
আর অগ্নিঅস্ত্র লাগিল ক্ষেপিতে
যবন উপরে, সহস্র যবন
অস্ত্রের আঘাতে পড়িল ভূতলে।
যবনের পতি অতুল সাহসে
প্রাচীরের নিম্নে হৈল উপনীত;
যবনদলের কত শত বীর
অগ্নিঅস্ত্রাঘাতে ত্যজিল জীবন।

প্রাচীর হইতে সহস্র সহস্র
ক্ষেপণী আসিয়া অনেক যবনে
লইয়া চলিল শমনআলয়ে।
গোরীয় যবন তিন বার বলে
উঠিল প্রাচীরে, কিন্তু ততবার
পৃথ্বীরাজসৈন্য শূলের আঘাতে
খেদাইয়া দিল বধিয়া অনেকে।
ওদিকে কংখলপ্রদেশের পতি
পৃথ্বীর সাহায্যে আরম্ভিল রণ
জয়চন্দ্রসহ; রাঠোরনৃপতি
তিনবার রণে পরাস্ত হইল।
কাণ্যকুব্জনাথ কংখলপতিরে
আক্রমিল পুনঃ চীন সৈন্য লয়ে।
বহু যুদ্ধ করি কংখলের পতি
ধৃত হৈল রণে; জয়চন্দ্র ভূপ
প্রেরিল তাহারে যবনসকাশে।
সাহাবউদ্দিন লৌহশলাকায়
কংখলপতির নয়ন বিন্ধিল;
শেষে আজ্ঞা দিল শূলে বসাইতে।
কংখলের পতি ত্যজিল জীবন,
তখন তাহার মস্তক ছেদিয়া
উচ্চেতে তুলিয়া ধরিল যবন
আপনার জয় ঘোষণা করিতে।
এমন সময়ে অন্তঃপুর হৈতে
দূত এক আসি সিন্দূরপূরিত
মণিময় কৌটা ভূপতির করে
করি সমর্পণ কহিল—নরেশ,
দিল্লীর ঈশ্বরী সমর্পিল আজি

কৌটারক্ষাভার ভবদীয় করে।
মহিষীপ্রেরিত সিন্দূরের কৌটা
রাখি বক্ষঃস্থলে বীরমদে মত্ত
হইয়া দিল্লীশ অযুত ঘোটক
লইয়া নগরবাহিরে যাইয়া
তুমুল সংগ্রামে ছিন্নভিন্ন কৈল
যবনের দল; কুতবউদ্দিন
বহু ভাগ্যে প্রাণ পাইল সে রণে।
ভট্টগণ উচ্চে লাগিল গাহিতে
যবনরাজের পূর্ব্ব পরাজয়
নারায়ণগ্রামে পৃথ্বীরাজহস্তে।
কেতুধারী উচ্চে অম্বরপ্রদেশে
তুলিয়া ধরিল দিল্লীরাজকেতু।
হীরকমুকুতামাণিক্যজড়িত
দিল্লীরাজচ্ছত্র দিল্লীপতিশিরে
ভাতিল চৌদিকে প্রভা ছড়াইয়া।
সাহাবউদ্দিন কুতবের ভঙ্গ
দেখিয়া আইল যুঝিতে আপনি।
তাজিকের দল পঞ্চশত বীর
আক্রমিল দর্পে দিল্লীর ঈশ্বরে।
সাহাবউদ্দিন যবনে হেরিয়া
কহিল দিল্লীশ সক্রোধ বচনে।
অরে রে নির্লজ্জ পাপিষ্ঠ যবন,
বার বার তুই ভারতে আসিয়া
পেয়ে অপমান গিয়াছিস্ ফিরে
লইয়া জীবন; এইবার তোরে
ধরিয়া সমরে মস্তক কাটিয়া
সংগ্রামপিপাসা মিটাইব তোর।

যবনের মুণ্ড বলিরূপে আজি
দিব উপহার ভারতমাতারে।
পরে সম্বোধিয়া রাজপুতগণে
কহিল নৃপতি—শুন বীরগণ,
আজি ক্ষত্রনাম করহ সার্থক
সম্মুখ সংগ্রামে ; হেন দিন আর
আসিবে কি কভু তোমাদের ভাগ্যে ?
উত্তোলিয়া উচ্চে ভীম করবাল
দেখাও যবনে ক্ষত্রিয়ের তেজঃ,
বুঝুক যবন আর্য্যবীরগণ
এখনো ভারতে আছয়ে জীবিত
সকল জাতির নমস্য হইয়া।
নৃপতির বাক্যে রাজপুতগণ
জ্বলন্ত পাবক নির্ভয় অন্তরে
ঘোর যুদ্ধ করি পঞ্চশত বীরে
শমনভবনে দিল পাঠাইয়া।
দিল্লীঅধিপতি ছুটিল তখন
সাহাবউদ্দিন যবনে ধরিতে।
যবন ভূপতি ভীত হয়ে অতি
পিছে না চাহিয়া প্রাণে প্রাণে গেল
দূরে পলাইয়া। কুতবউদ্দিন
ফিরিয়া আইল সংগ্রামের স্থলে
তুরুষ্কের দল দ্বিসহস্র লয়ে।
দুই দলে হৈল মহাঘোর রণ,
রাজপুতগণ সম্মুখ সংগ্রামে
শমনসমান ; তাহাদের অগ্রে
তুরুষ্কের দল গেল পলাইয়া।
যবনের দল হইল বিধ্বস্ত,

দিল্লীরাজসৈন্য যবনপশ্চাতে
ছুটিল উল্লাসে ভীম রব করি।
যবনের মুখ হইল বিবর্ণ
রাহুগ্রস্ত যেন শশাঙ্কমণ্ডল।
ছুটিল যবন পৃষ্ঠ দিয়া রণে ;
যবনশিবিরে অগ্নি লাগাইল
দিল্লীরাজসৈন্য। প্রদোষসময়ে
নভস্তল হৈল ঘোর রক্তবর্ণ।
অনঙ্গমঞ্জরী প্রাসাদে বসিয়া
দেখিল চমকি সে অনলশিখা।
ক্রমে অন্ধকারে ঢাকিল মেদিনী ;
শৃগাল কুকুর ঘোর রব করি
লাগিল ভ্রমিতে রণক্ষেত্রমাঝে।
দিল্লীঅধিপতি সংগ্রাম জিনিয়া
পশিল নগরে তুলি জয়কেতু।
দ্বাদশ সহস্র যবন পড়িল
হিন্দুর সংগ্রামে, অর্দ্ধ তত হিন্দু
ত্যজিল জীবন যবনের অস্ত্রে।
বন্দীগণ উচ্চে লাগিল গাহিতে
দিল্লীশ্বরস্তুতি। দিল্লীর ঈশ্বরী
শত সহচরী সঙ্গেতে লইয়া
স্বর্ণদীপাবলি সুকোমল করে
করিয়া ধারণ বরিল দিল্লীশে
গুবাকতাম্বুল দিয়া উপহার।
আলোকমালায় হইল ভূষিত
দুর্গের প্রাচীর প্রাসাদের চূড়া।
নাচিল নর্ত্তকী ; গাহিল গায়ক ;
দিল্লীশ্বর জয় আর্য্যজাতি জয়—

এই শব্দ মুহুঃ লাগিল উঠিতে
দিল্লীনগরীর আকাশ ভেদিয়া।
ও দিকে বিষাদে যবনের পতি
অরণ্যে পশিয়া ঘোর নিশাকালে
ধরায় পড়িয়া লাগিল ডাকিতে
ইষ্টদেবতারে সকরুণস্বরে।
পরে বক্ষঃস্থলে কোরাণ রাখিয়া
ডাকিয়া কহিল নিজ সৈন্যগণে
সাহাবউদ্দিন—শুন বীরগণ,
কেন এত ডর হেরিয়া কাফেরে?
এ নিভৃত স্থানে আল্লার আদেশ
পাইলাম আমি ভজনার কালে।
দেখিনু উচ্চেতে জ্বলন্ত আসনে
বসি দেবদেব তেজোময় আল্লা
অঙ্গুলিসঙ্কেত করি এক দূতে
দিল পাঠাইয়া, দূত আসি কর্ণে
কহিল আমার—সাহাবউদ্দিন,
কি ভয় তোমার? কাফের বিনষ্ট
হইবে অচিরে; যুদ্ধে তব জয়
অবশ্য হইবে আমার কৃপায়।
এত বলি দূত পক্ষ বিস্তারিয়া
ফিরিয়া চলিল জ্যোতির্ম্ময়রূপে;
দেখিতে দেখিতে সে জ্যোতিঃ নিভিল
আল্লার আদেশে উঠ বীরগণ
কাফের নাশিয়া কর যশোলাভ।
পাঠানিয়াগণ ভূপতির বাক্যে
বীরদর্প করি কহিল সকলে
কাফের নাশিব আল্লার কৃপায়;

সত্য ধর্ম্ম আজি ব্যাপুক জগতে।
সৈন্যের উৎসাহ করিয়া দর্শন
সাহাবউদ্দিন শেষ নিশাভাগে
মত্ত পাঠানিয়া অযুত লইয়া
দুর্গ লক্ষ্য করি করিল গমন;
যবনের সৈন্য চিত্ত দৃঢ় করি
দলে দলে বেগে লাগিল চলিতে।
দিল্লীঅধিপতি যবনের গতি
অস্ত্রবরষণে লাগিল রোধিতে।
যবনের দল প্রাণ উপেক্ষিয়া
জলোচ্ছ্বাসবেগে প্রাচীরের তলে
করিল গমন; অতি লঘু হস্তে
লোহার শলাকা প্রাচীরের গায়
বিদ্ধ করি শীঘ্র উঠিল উপরে।
অনেকে জীবন দিল বিসর্জ্জন,
কিন্তু কিছুতেই যবনের সেনা
নহিল বিমুখ; দলে দলে তারা
উপরে উঠিয়া নিবারিল বেগে
যত হিন্দুগণে করিয়া বিক্রম।
ঘোর যুদ্ধ পৃথ্বী করিল সে কালে,
কিন্তু যবনের হৈল জয়লাভ।
প্রভাতসময়ে আল্লা আকবর
এই ধ্বনি উঠি প্রতি পলে পলে
যবনের জয় করিল প্রকাশ।
পৃথ্বীরাজ ভীম করবাল করে
যবনমস্তক লাগিল ছেদিতে।
সাহাবউদ্দিন আদেশ করিল
ধরিতে পৃথ্বীরে না মারিয়া প্রাণে

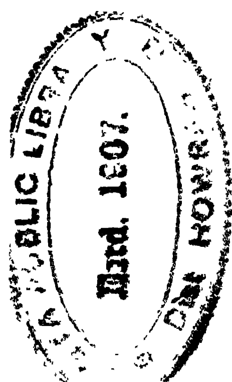
কিন্তু সে বীরের সম্মুখে পড়িল
যে জন সে গেল শমনসদনে ;
কেহ পারিল না ধরিতে তাহারে।
একা পৃথ্বীরাজ পঞ্চশত জনে
করিল নিধন ; সাহাবউদ্দিন
চলিল আপনি ধরিতে পৃথ্বীরে।
দিল্লীর ঈশ্বর ক্রোধে রক্তবর্ণ
নয়ন বিকাসি অসির আঘাতে
যবনের চর্ম্ম কাটিয়া ফেলিল ;
পুনঃ করবাল তুলিল কাটিতে
মস্তক তাহার। এমন সময়ে
পাঠানিয়া এক পৃথ্বীর সন্ধান
দিল ব্যর্থ করি ; সাহাবউদ্দিন
পেয়ে অবসর পৃথ্বীর হৃদয়
বিন্ধিল যতনে শূলের আঘাতে।
পড়িল দিল্লীশ সম্মুখ সমরে
যথা কুরুক্ষেত্রে ফাল্গুনীর বাণে
পড়িল আরুণী মহাযুদ্ধ করি।
হিন্দুসৈন্যগণে ক্রোধেতে যবন
খণ্ড খণ্ড করি তখনি কাটিল।
অরুণউদয়ে দিল্লীঅধিপতি
পড়িল সংগ্রামে ; পূর্ব্ব গগনেতে
জলদমণ্ডল সহসা আসিয়া
হইল উদিত ; লুকাইল রবি
মেঘঅন্তরালে লজ্জা পেয়ে যেন
হিন্দুর গৌরব পৃথ্বীর পতনে।
আল্লা'আকবর পুনঃ পুনঃ উঠি
ভেদিল আকাশ ; যবনপতাকা

দিল্লীর দুর্গেতে লাগিল উড়িতে।
সাহাবউদ্দিন সংগ্রাম জিনিয়া
দিল্লীরাজকোষ চলিল লুঠিতে।
যবনের সেনা উন্মত্ত হইয়া
হিন্দুর মস্তক লাগিল কাটিতে।
কাফেরের মুণ্ড যে যবন যত
পারিবে কাটিতে তার সুখলাভ
হবে তত গুণ আল্লার সভায়
এই মত হৃদে ধরিয়া যবন
ভাসাইল দিল্লী হিন্দুর শোণিতে।

বিংশতি সর্গ।

অনঙ্গমঞ্জরী প্রত্যুষে উঠিয়া
হয়ে শুদ্ধচিত লাগিল অর্চ্চিতে
ইষ্টদেবতারে। ধ্যানমগ্না সতী
শুনিল চমকি যবনদলের
ঘোর আল্লারব বজ্রনাদসম।
অর্চ্চনার শেষে জয়চন্দ্রসুতা
প্রাসাদশিখরে করি আরোহণ
দিল্লীদুর্গোপরি নয়ন ফেলিল
চকিতা হইয়া কুরঙ্গীর মত।
আবার আবার উঠিল সে শব্দ
গগন ভেদিয়া। এমন সময়ে
অন্তঃপুরে দূত পশিয়া কহিল
পৃথ্বীর পতন সম্মুখ সমরে।
অমঙ্গল কথা করিয়া শ্রবণ

অনঙ্গার যত সখিগণ মিলি
আঘাতিয়া বক্ষঃ লাগিল কান্দিতে
পরস্পর করি গলা ধরাধরি।
অনঙ্গমঞ্জরী সংবাদ শুনিয়া
মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ রহিল ;
পরে সখিগণে সম্বোধন করি
লাগিল কহিতে—শুন আলিগণ,
ক্রন্দনের কাল নহে এ সময় ;
সময় পাইলে একত্র মিলিয়া
করিব ক্রন্দন। এই কথা বলি
পৃথ্বীর মহিষী ক্ষত্রিয়দুহিতা
চর্ম্মবর্ম্মঅসি করিল ধারণ।
ননীর পুতলী অনঙ্গমঞ্জরী
করাল বেশেতে দিল দরশন
যবন নাশিতে অশ্বে আরোহিয়া।
তখন তাহারে হেরিল যে জন
ভাবিল সে মনে যেন সিংহপৃষ্ঠে
বসি জগদ্ধাত্রী দৈত্য বিনাশিতে
হৈল অগ্রসর হুঙ্কার করিয়া।
তিন শত বীর রাজপুত জাতি
রাজঅন্তঃপুর করিত রক্ষণ।
অনঙ্গমঞ্জরী সে সকলে ডাকি
কহিতে লাগিল সকরুণবাণী।
রাজপুতগণ দিল্লীর ঈশ্বর
পড়িয়াছে রণে ; বলে অধিকার
করেছে যবন নগরের দুর্গ।
এখনি যবন অন্তঃপুরে পশি
নাশিবে সবার জাতিকুলমান।



হিন্দুরমণীর আদরের ধন
সতীত্বরতন যবন হরিবে
বল প্রকাশিয়া না করি বিচার।
এ ঘোর সঙ্কট তরিতে উপায়
নাহি দেখি কিছু না পাই ভাবিয়া।
সৈন্যবল যত হইয়াছে হত
কে আর রক্ষিবে এই অন্তঃপুর।
এখন তোমরা এ বিপদকালে
কি কার্য্য করিবে? সংগ্রামিবে কিম্বা
ত্যজিয়া আমারে যাবে পলাইয়া?
রাজপুতগণ শুনিয়া কহিল
শুন গো জননি, তোমার কারণ
আমরা সকলে জীবন ত্যজিব।
রাজপুত মোরা মৃত্যু নাহি ডরি;
তব অন্নে চিরপালিত আমরা,
এখন কি বলি ত্যজিব তোমারে।
অসিহস্তে সবে করিব সংগ্রাম,
দেখিব কিরূপে তব অঙ্গে হাত
দেয় আজি দুষ্ট যবনের দল।
যতক্ষণ মোরা জীবিত থাকিব
যবনপতির শক্তি না হইবে
নিকটে আসিতে পরশিতে অঙ্গ?
এত বলি সবে রণসজ্জা করি
ছাড়ি সিংহনাদ চলিল ধাইয়া
যবন নাশিতে; যবনের দল
হয়ে ছিন্নভিন্ন সে কালে লুণ্ঠনে
ছিল একচিত্ত। রাজপুতগণ
মৃত্যু সার করি আক্রমিল দর্পে

পাঠানিয়াগণে ; দেখিতে দেখিতে
সহস্র যবন পড়িল সংগ্রামে।
অনঙ্গমঞ্জরী চম্পকসদৃশ
অঙ্গুলি তুলিয়া উৎসাহবচনে
কহিতে লাগিল—ধন্য ধন্য ধন্য
রাজপুতজাতি বীর এ জগতে।
তোদের বীরত্ব ঘোষিবে সকলে
যাবৎ উদিবে শশাঙ্কতপন।
হারিলে এখনি হারাইবি জাতি
হারাইবি মান হারাইবি প্রাণ
যবনের করে ; জিনিলে রহিবে
কীর্ত্তি চিরকাল ; মরিলে সংগ্রামে
দিব্যলোকে তোরা করিবি গমন ;
অসি উত্তোলিয়া যবনের মুণ্ড
কর্‌রে ছেদন ; হিন্দুর বীরত্ব
দেখুক সকলে ; বিদ্যাধরগণ
আকাশ হইতে কুসুমবর্ষণ
করুক তোদের মস্তকউপরি।
রাজপুতগণ রাণীর বচন
শ্রবণ করিয়া দ্বিগুণ সাহসে
যবনের মুণ্ড লাগিল ছেদিতে।
রাজপুতগণে যবন দেখিল
প্রলয়কালের অন্তকসমান।
দুর্গের তোরণে যবনশোণিত
অতি খরবেগে লাগিল বহিতে।
পাঠানতুরুকতাজিকের দল
ভয়ে পলাইল সংগ্রাম ত্যজিয়া।
অনঙ্গমঞ্জরী অশ্বপৃষ্ঠ হৈতে

ডাকিয়া কহিল—আজি কি দিল্লীতে
নাহি কোন বীর যবনপতির
মুণ্ড কাটি মোরে দেয় উপহার ?
হয়েছে কি দিল্লী শ্মশান সমান ?
আজি কি হিন্দুর বীরত্ব ঘুচিল
পৃথ্বীরাজ সনে ? সত্য কি যবন
বসিবে রে আজি দিল্লীর আসনে ?
কই কেহ কেন না দেয় উত্তর ?
অমনি তখনি কালিঞ্জরপতি
আর ভয় নাই জননি গো তব
বলিতে বলিতে পূর্ব্বদিক্ হৈতে
সহস্র বোঁদেলা সহায় করিয়া
ঘনঘোররবে হৈল উপনীত।
অনঙ্গমঞ্জরী দুর্গ অধিকার
করিল সংগ্রামে যবন নাশিয়া।
সাহাবউদ্দিন সংবাদ পাইয়া
নিজ দলবলে ত্বরা করি আসি
দেখিল চমকি অশ্বপৃষ্ঠে বসি
পৃথ্বীরাজজায়া নাশিছে যবনে।
গোরঅধিপতি স্তম্ভিত হইয়া
রমণীর পানে চাহিয়া রহিল
মুহূর্ত্তেক কাল ; ভাবিল যবন
এত দূর এসে যবনগৌরব
আজি কি ঘুচিবে রমণীর রণে ?
কে কবে দেখেছে কনকলতিকা
মাতঙ্গের পদ পাশে বান্ধিবারে ?
বরষাকালেতে পর্ব্বত হইতে
সলিল নামিলে বালুকাবন্ধনে

হয় সে কি রুদ্ধ ? এইরূপ চিন্তি
যবনঈশ্বর আদেশ করিল
নিজ সৈন্যগণে সাবধানে রণ
করিতে তখন যেন রমণীর
জীবন না যায়। রাজপুত্রগণ
বহুক্ষণ যুঝি যবনের করে
একে একে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
কালিঞ্জরনাথ উন্মত্ত হইয়া
ছুটিল নাশিতে সাহাবউদ্দিনে।
যবনপতির নিকটে যাইয়া
তুলিল সে অসি মারিতে মস্তকে।
এমন সময়ে দশ পাঠানিয়া
ঘেরিল তাহারে চারিদিক্ হৈতে।
কালিঞ্জরপতি একে একে পঞ্চ
পাঠানে বধিল ; পরিশেষে এক
ক্ষেপণী আসিয়া পড়িল বেগেতে
বামনেত্রোপরি ; নেত্র ভেদ করি
চলিল ক্ষেপণী মস্তক ভেদিয়া।
কালিঞ্জরপতি পড়িল ভূতলে
অশ্বপৃষ্ঠ হৈতে ; সাহাবউদ্দিন
তখন তাহার মস্তক কাটিল।
অনঙ্গমঞ্জরী নিজ হস্তে কত
যবন নাশিল ; ধরিতে তাহারে
যবন পাইল অনেক প্রয়াস,
কিন্তু কিছুতেই সম্মুখে তাহার
যাইতে নারিল। শেষে অকস্মাৎ
বাণ এক আসি বিন্ধিল তাহার
সুকোমল কণ্ঠ ; কণ্ঠদেশ বিন্ধি

গ্রীবাপার হয়ে সে বাণ চলিল।
অনঙ্গমঞ্জরী অশ্বপৃষ্ঠ হৈতে
পড়িয়া ভূতলে মুদিল নয়ন,
যেন শারদীয় শশাঙ্কমণ্ডল
পড়িল খসিয়া অম্বর হইতে।
সাহাবউদ্দিন হৈল অগ্রসর
তুলিতে তাহারে, কিন্তু মৃত দেখি
চলিল ফিরিয়া বিষণ্ণবদনে।
বোঁদেলাসকল ক্ষণকাল যুদ্ধ
করিয়া সাহসে শেষে একে একে
আলিঙ্গিল ধরা যবনের অস্ত্রে।
তের শত বীর সম্মুখ সংগ্রামে
যবন নাশিয়া পড়িল ভূতলে
ছিন্ন তরুমত; যবন দেখিল
হিন্দুবীর আর নাহিক জীবনে।
তখন তাহারা ক্রোধ প্রকাশিয়া
নগরবাসীরে লাগিল বধিতে।
তাহাদের কোপে বৃদ্ধ ও বালক
কিম্বা নারীকুল না পাইল রক্ষা।
অনলসন্তপ্ত লৌহশলাকায়
অনেক হিন্দুর নয়ন বিন্ধিল
যবনের দল; শেষে করবালে
সকলের মুণ্ড করিল ছেদন।
ছিন্ন মুণ্ড লয়ে যবনের সেনা
দিল টাঙ্গাইয়া দুর্গের প্রাচীরে।
রমণীর মধ্যে সুন্দরী যে ছিল
যবন তাহার নাশিল সতীত্ব।
যত দেবদেবী লইয়া যবন

তিল তিল করি গুঁড়া'য়ে ফেলিল।
দিল্লীবল্লভের পূজার মন্দিরে
বহু দেবতার প্রতিমূর্ত্তি ছিল
প্রাচীরের গায় প্রস্তরখোদিত,
বিজয়ী যবন অস্ত্রের আঘাতে
কোপে সে সকল বিকলাঙ্গ কৈল।
দিল্লীরাজকোষে ছিল যত ধন
লুঠিল যবন; প্রতি ঘরে ঘরে
প্রবেশ করিয়া যার যা সঞ্চিত
ধন রত্ন ছিল সকলি লইল।
স্থানে স্থানে অগ্নি দিল লাগাইয়া
পাঠানিয়াগণ; কত অট্টালিকা
ভাঙ্গিয়া ফেলিল—নগরপ্রাচীর
প্রবেশের দ্বার দুর্গের তোরণ।
এইরূপে দিল্লী করি ছারখার
সাহাবউদ্দিন প্রদোষসময়ে
ইষ্টদেবতারে লাগিল ডাকিতে;
পাঠানতাজিকতুরুস্কের দল
মিলিত হইয়া উচ্চ রব করি
আল্লার কীর্ত্তন লাগিল করিতে।
দিল্লীসিংহাসনে সাহাবউদ্দিন
যবনবেষ্টিত হইল আরূঢ়।
দিল্লীদুর্গোপরি যবনপতাকা
লাগিল উড়িতে। হিন্দুস্বাধীনতা
গেল সেই দিনে; সেই দিন হৈতে
দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হৈল হিন্দু।

একবিংশতি সর্গ।

কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব,
কাণ্যকুব্জনাথ কোথায় রহিল
যখন যবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে
বসিল আপনি দিল্লীর আসনে?
কহিল অসিত কাণ্যকুব্জপতি
'কংখলপতিরে ধরিল যখন
সেই কালে দূত কাণ্যকুব্জ হৈতে
আসিয়া সংবাদ কহিল নৃপেরে।
শুনহ সংবাদ কণৌজঈশ্বর,
গৌড়অধিপতি সজ্জিত হইয়া
আসিয়াছে তব পুরী আক্রমিতে।
কুমার বিজয় বহু কষ্টে পুরী
করিতেছে রক্ষা। গৌড়াধিপসহ
তব প্রজাগণ হয়েছে মিলিত।
সংবাদ শুনিয়া নৃপ জয়চন্দ্র
হইল ব্যাকুল। সাহাবউদ্দিন
কাণ্যকুব্জনাথে কহিল—রাজন্,
আপনার রাজ্য রক্ষা কর আগে;
আল্লার কৃপায় মম জয়লাভ
এখনি হইবে; তোমার নিকট
বহু ঋণী আমি, সময় পাইলে
তব ঋণ আমি শোধিব যতনে।
রাঠোরনৃপতিকুলের পাংশুল
চলিল তখন নিজ রাজধানী।
কণৌজে প্রবেশি কণৌজের পতি

বিপক্ষগণেরে আক্রমিল দর্পে।
গৌড়অধিপতি ভঙ্গ দিয়া রণে
গেল পলাইয়া জাহ্নবীর পারে।
এমন সময়ে দিল্লী হৈতে দূত
আসিয়া কণৌজে দিল সমাচার।
কহিল সে দূত—কাণ্যকুব্জপতি,
রণের সংবাদ করহ শ্রবণ।
সাহাবউদ্দিন জিনিয়াছে রণ;
পৃথ্বীরাজ বহু সংগ্রাম করিয়া
যবনের অস্ত্রে ত্যজিয়াছে প্রাণ;
তোমার দুহিতা অনঙ্গমঞ্জরী
তিন শত বীর সহায় করিয়া
করিল সংগ্রাম যবনের সনে;
কিন্তু পরিশেষে অস্ত্রের আঘাতে
ত্যজিল জীবন বীরগণসহ।
নৃপ জয়চন্দ্র সংবাদ শুনিয়া
বিষণ্ণবদনে গেল অন্তঃপুরে।
দিল্লীর পতনসংবাদ তখনি
রাজঅন্তঃপুরে হৈল প্রচারিত।
রাঠোরমহিষী সংবাদ শুনিয়া
কান্দিতে কান্দিতে নৃপতির অগ্রে
আসিয়া কহিল কহ মহারাজ,
অনঙ্গারে কোথা রাখিয়া আইলে?
কোথায় রহিল যামাতা আমার?
তব মনোবাঞ্ছা হৈল পরিপূর্ণ;
যবনের হস্তে দিল্লীর আসন
দিলে সমর্পিয়া ক্ষত্রিয় হইয়া।
এত বলি রাণী হইয়া মূর্চ্ছিতা

পড়িল ধরায় নৃপপদতলে।
নৃপ জয়চন্দ্র তুলি মহিষীরে
শীতল সলিল লাগিল সিঞ্চিতে
বদনে তাহার ; সহচরীগণ
চামর ধরিয়া ব্যজন করিল।
চৈতন্য পাইয়া জয়চন্দ্রজায়া
কপালে কঙ্কণ করিয়া আঘাত
আর্ত্তনাদ করি লাগিল কাঁদিতে।
রুধিরের ধারা গণ্ডস্থল বহি
লাগিল পড়িতে নেত্রনীরসহ,
বোধ হৈল যেন বরষাসময়ে
গৈরিকমৃত্তিকারঞ্জিত সলিল
ভূধর হইতে লাগিল ঝরিতে।
রাঠোরভূপতি কহিল প্রবোধি
শুন দেবি, বৃথা রোদনে কি ফল,
অদৃষ্টে যা ছিল ঘটিয়াছে তাহা।
সংসারের খেলা ছায়াবাজীমত
ক্ষণেক থাকিয়া অমনি লুকায়।
বীর পৃথ্বীরাজ বীরকার্য্য করি
সম্মুখ সমরে ত্যজিয়াছে প্রাণ ;
ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে ইহার অপেক্ষা
সৌভাগ্য কি আছে ? অনঙ্গমঞ্জরী
ক্ষত্রিয়দুহিতা করে করবাল
ধারণ করিয়া ত্যজিয়াছে প্রাণ
কীর্ত্তির কিরীট পরিয়া মস্তকে।
সাগরে যেমতি বীচিমালা উঠি
পুনঃ পুনঃ বায় বিলীন হইয়া,
কালের সাগরে ঘটনালহরী

সেইরূপ নিত্য উঠিয়া মিশায়।
স্থির হও দেবি, অদৃষ্ট মানিয়া ;
রোদন করিলে অদৃষ্ট কি ফিরে ?
রাঠোরমহিষী ভূপতির বাক্যে
পুনঃ কপালেতে আঘাত করিয়া
কহিল নৃপেরে—কি বুঝাও মোরে
মহারাজ তুমি ? যবনেরে নিজে
আহ্বানিয়া এত ঘটালে অনর্থ ;
এখন দিতেছ অদৃষ্টের দোষ ?
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নৃপতি তোমারে
কি বলিয়া তুমি মুখ দেখাইবে
নৃপতিমণ্ডলে ? মনে কি করেছ
দিল্লীর আসনে বসিবে আপনি ?
লোভে পাপ নৃপ, জানন। কি তুমি ?
পাপে পুনঃ মৃত্যু ? তব রাজ্যলক্ষ্মী
গিয়াছে সে দিন যে দিন তোমার
প্রাচীন মন্ত্রীরে দিলে বাহিরিয়া।
কুমার অজয় তব কর্ম্মদোষে
ত্যজিল জীবন ; অনঙ্গমঞ্জরী
ননীর পুতলী যবনের অস্ত্রে
মুদিল নয়ন দিল্লীর দুর্গেতে
স্বামীর সহিত। হৃদয় তোমার
হিমগিরি হৈতে অধিক কঠিন,
কুলিশ হইতে অধিক কঠোর ;
নহিলে এখনি বিদীর্ণ হইত।
বলিতে বলিতে ভূপতিবনিতা
ক্রোধে রক্তবর্ণ নেত্র ঘুরাইয়া
কহিল আবার—নির্লজ্জ ভূপতি,

তোমার পাপেতে এ ভারতভূমি
হৈল ছারখার ; তোমার কারণে
যবন আবার পশিল ভারতে ;
ভারতবাসীর জাতিকুলমান
হরিল যবন ; ভারতসন্তান
দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হৈল আজি।
ভারতকলঙ্ক বলিয়া তোমারে
ঘুষিবে সকলে যাবৎ উদিবে
শশাঙ্কতপন ভারতআকাশে।
দেশে দেশে বার্ত্তা দিব পাঠাইয়া
তব দুর্নীতির বিষময় ফল
ফলিল ভারতে এত দিন পরে।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে দিব খোদাইয়া
কাণ্যকুব্জপতি লোভী জয়চন্দ্র
ভারতমাতারে দিল বিলাইয়া
যবনের হস্তে ; তব মুখ আর
কভু না দেখিব এখনি অনলে
অথবা সলিলে পশিতাম আমি
যদি মম গর্ভে তব বীর্য্যোদ্ভব
জীব না থাকিত। ত্যজিয়া তোমারে
যথা ইচ্ছা তথা করিব গমন ;
থাক তুমি হেথা যবনপতির
প্রসাদ লভিতে ক্ষত্রিয় হইয়া ;
বিজয়ের ভাগ্যে যা আছে তা হবে॥
এত বলি সতী ত্যজি নৃপতিরে
করিল গমন কণৌজ ছাড়িয়া।
রাঠোরভূপতি অবাক্ হইয়া
রহিল বসিয়া যেন প্রাণহীন।

মাট্টীর পুতলী নিশ্চেষ্ট নিশ্চল।
মহিষীসন্ধানে ব্যর্থমনোরথ
কণৌজভূপতি বিষণ্ণঅন্তরে
নিশা পোহাইয়া প্রভাতে উঠিয়া
পাঠাইল দূত যবনসকাশে।
দিল্লীপুরে দূত হয়ে উপনীত
নিবেদিল বার্ত্তা সাহাবউদ্দিনে।
এইরূপ কহে রাঠোরভূপতি—
দিল্লীর পতনে হয়েছি সন্তুষ্ট,
কিন্তু মম কন্যা যামাতা আমার
সংগ্রামের স্থলে হইয়াছে হত
ইহাতে মরমে পাইলাম ব্যথা।
অদৃষ্টে যা ছিল ঘটিয়াছে তাহা,
সে কারণে আমি নাহি করি শোক।
এক্ষণে আমারে দিল্লীর আসন
অর্পিয়া পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পালিলে
হইব সন্তুষ্ট ক্লেশ দূরে যাবে।
সাহাবউদ্দিন এ কথা শুনিয়া
কহিল দূতেরে সুমিষ্ট বচনে।
যাহ দূত মম সন্দেশ লইয়া
নৃপ জয়চন্দ্রে প্রিয় সম্ভাষণ
কহিবে আমার বলিয়া এ বাণী—
কণৌজপতির উপকার আমি
ভুলিব না কভু; তাহার সাহায্যে
সংগ্রামে বিজয় হইয়াছে লাভ।
পৃথ্বীরাজে যুদ্ধে বন্ধন করিতে
করেছিনু আশা, কিন্তু ভাগ্যদোষে
সংগ্রামে তাহার হইল পতন।

অনঙ্গমঞ্জরী রমণী হইয়া
বীরত্বে নরের ন্যূন নহে কভু।
তাহার পতনে মরমে মরমে
পাইয়াছি ব্যথা। দিল্লীর আসনে
রাঠোরপতিরে অচিরে স্থাপিয়া
ফিরিব স্বরাজ্যে সিন্ধুপরপারে।
এই কথা বলি সাহাবউদ্দিন
বিদায়িল দূতে, প্রত্যয়কারণ
এক কোটী মুদ্রা দিল পাঠাইয়া
নৃপ জয়চন্দ্রে রাজকররূপে।
রাঠোরনৃপতি যবনপ্রীতিতে
সন্তুষ্ট হইয়া অন্তরে বুঝিল
দিল্লীসিংহাসনে বসিব অচিরে।
সাহাবউদ্দিন নৃপজয়চন্দ্রে
কোটী মুদ্রাদানে পরিতুষ্ট করি
যামুনপ্রদেশ আনিল শাসনে।
কর্ণালপতিরে পরাজয়ি রণে
লুণ্ঠিল যবন কর্ণালরাজ্যের
অমূল্য ভাণ্ডার বধিয়া নৃপেরে।
কুরুক্ষেত্রভূমে তীর্থ থানেশ্বর
লুঠিল যবন নাশি দ্বিজগণে।
হিন্দু দেবদেবী লইয়া যবন
চরণআঘাতে করিল বিচূর্ণ।
যবনের ভয়ে পলাইল হিন্দু,
হিন্দুর রমণী যবনের করে
পতিত হইয়া হারা'ল সতীত্ব।
ভারতে প্রচণ্ড ধূমকেতুরূপে
হইল দুরন্ত যবনউদয়।

পৃথ্বীর জারজ সন্তানে লইয়া
সাহাবউদ্দিন বসাইল তারে
দিল্লীর আসনে করদ করিয়া।
কুতবউদ্দিনে প্রতিনিধি রাখি
সাহাবউদ্দিন গেল সিন্ধুপারে।

দ্বাবিংশতি সর্গ।

কহে পুরঞ্জয়—কহ গুরুদেব,
কি কর্ম্ম করিল রাঠোরনৃপতি
যখন তাহারি প্রবোধবচনে
ছলিয়া যবন স্থাপিল পৃথ্বীর
জারজ সন্তানে দিল্লীরাজ্যাসনে?
কহিল অসিত—ভারতকলঙ্ক
কাণ্যকুব্জপতি বঞ্চিত হইয়া
লাগিল গর্জ্জিতে পাদাহত কাল
ভুজঙ্গের মত। নেত্রদ্বয় ক্রোধে
উঠিল জ্বলিয়া মধ্যাহ্নকালের
মার্ত্তণ্ডের মত, নিঃশ্বাসে প্রবল
ঝটিকা বহিল। ভারতনিবাসী
নৃপতিবৃন্দেরে যবনবিপক্ষে
সংগ্রাম করিতে কাণ্যকুব্জপতি
লিপি পাঠাইল বিনয় করিয়া।
নৃপতিমণ্ডল এক বাক্যে এই
প্রত্যুত্তর দিল—নির্ল্লজ্জ ভূপতি
ভারতকলঙ্ক নৃপ জয়চন্দ্র,
ভারতের শত্রু, ভারতমাতারে

দিলি মিলাইয়া যবনের করে।
যবে পৃথ্বীরাজ নারায়ণগ্রামে
সম্মুখ সংগ্রামে দিল খেদাইয়া
যবনরাজেরে সিন্ধুপরপারে
যবন তখন ভারতাধিকার
আশা তেয়াগিল, আর কি ফিরিয়া
আসিত সে পুনঃ তুই না আনিলে ?
এখন কি হেতু যবনবিপক্ষে
অস্ত্র ধরিবারে ডাকিস্ সকলে ?
যবনের সহ মিলিত হইয়া
ভারতের ঋণ শুধিলি পাপিষ্ঠ।
তোর আনুকূল্যে যবনের জয়
হইল সংগ্রামে ; জীবন ত্যজিল
যামাতা রে তোর ; তোর দুহিতার
হইল পতন যবনের অস্ত্রে।
যে আসনে তোর যামাতা বসিত
তোর দুহিতারে বসাইয়া বামে,
সে আসনে নিজে বসিবার লোভ
করিলি নির্লজ্জ ধিক্ ধিক্ তোরে।
তোর এ পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি
ভাবিয়া না পাই ; তুষানলে প্রাণ
ত্যজিস্ যদ্যপি সেহ লঘু দণ্ড।
এক্ষণে যবন তোর রাজ্যাসনে
বসিলে সকলে সন্তুষ্ট হইব।
প্রত্যুত্তর পেয়ে নৃপ জয়চন্দ্র
হয়ে মর্ম্মাহত লাগিল চিন্তিতে।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া
বিষাদে মগন হইল ভূপতি,

ভাবিল অন্তরে যবনে আনিয়া
এ ভারতভূমে করেছি কুকার্য্য।
এখন তাহারে রোধিতে কাহার
হইবে শকতি? যবনের ছল
বুঝিতে নারিয়া হৈনু প্রতারিত।
যা হোক্ তা হোক্ যবনের সহ
সংগ্রাম করিব যত দিন দেহে
রহিবে জীবন। ক্ষত্রকুলে জন্ম
গ্রহণ করিয়া যবনে কি ভয়?
সংগ্রামে যবন মম বীরত্বের
পরিচয় পাবে। এইরূপ স্থির
করি মনে মনে কাণ্যকুব্জপতি
যুদ্ধআয়োজন লাগিল করিতে।
কর্ম্মকারগণ কোটী কোটী বাণ
নির্ম্মাণ করিল, লক্ষ লক্ষ অসি
নারাচ ক্ষেপণী চর্ম্ম আর বর্ম্ম।
পার্ব্বতীয় অশ্ব সহস্র সহস্র
দলে দলে হস্তী আনাইল নৃপ।
পঞ্চাশ সহস্র নেপালিয়া বীর
দ্বিগুণ তাহার বোদেলা প্রচণ্ড
নৃপ জয়চন্দ্র সংগ্রহ করিল।
সংগ্রামকুশল লক্ষ চীনেমান
আনাইল যত্নে কাণ্যকুব্জপতি।
গৌড়পতি সহ সন্ধি সংস্থাপিয়া
আনাইল নৃপ সন্তালিয়া লক্ষ।
রাঠোরপ্রধান ছয় মাস ব্যাপি
যুদ্ধআয়োজন লাগিল করিতে।
কণৌজ ঘেরিয়া রাঠোরের সেনা

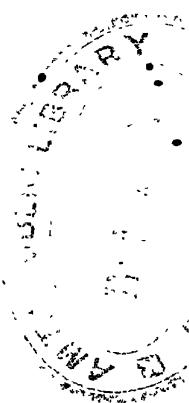
হইল বিস্তৃত ; সৈন্যপদভরে
কাঁপিল মেদিনী ভূকম্পনে যথা।
কুতবউদ্দিন যুদ্ধআয়োজন
শ্রবণ করিয়া দিল্লীর আসনে
বসিল আপনি যবনপতির
প্রতিনিধিরূপে মনে পেয়ে ভয়।
গিজনিনগরে কুতবের দূত
চলিল তখন সংবাদ লইয়া।
দূতমুখে শুনি গোরঅধিপতি
কণৌজপতির যুদ্ধআয়োজন
রণসজ্জা করি হইল বাহির।
সহস্র সহস্র পাঠান তুরুক্ষ
তাজিক সাজিল ভারতে আসিতে।
গিজনি ছাড়িয়া তৃতীয় দিবসে
যবনের সেনা ভারতের সীমা
সিন্ধুনদ পার হৈল নির্ব্বিবাদে।
হিন্দুনৃপগণ যবনের পথ
না করিল রুদ্ধ করিয়া উপেক্ষা।
গোরঅধিপতি দশম দিবসে
দিল্লীর সম্মুখে উত্তরিল আসি।
কুতবউদ্দিন হয়ে অগ্রসর
যবনপতির সম্মান করিল।
সাহাবউদ্দিন কুতবের সহ
মিলিত হইয়া দিল্লী প্রবেশিল।
গোরীয় যবন কহিল কুতবে
কাফের নাশিতে কি হেতু বিলম্ব ?
পৃথ্বীরাজ ছিল প্রতাপে প্রবল
ভারতমাঝারে যুদ্ধে অদ্বিতীয়।

সংগ্রামে তাহারে করিয়াছি হত
জয়চন্দ্রে এত কি ভয় তোমার ?
শত জয়চন্দ্র মিলিত হইলে
আল্লার কৃপায় বধিব সকলে ।
সিংহের সহিত শৃগাল কি কভু
যুঝিতে সক্ষম ? যুদ্ধে জয়চন্দ্র
পরাস্ত হইলে সমগ্র ভারতে
আল্লার সাম্রাজ্য হইবে স্থাপিত ।
কল্য উষাকালে যমুনার পারে
করহ গমন, তোমার পশ্চাতে
যাইব আপনি সজ্জিত হইয়া ।
এইরূপ স্থির করিয়া যবন
পাঠাইল লিপি জয়চন্দ্রভূপে
করি তিরস্কার এ কথা বলিয়া ।
অরে রে কাফের হিন্দু নরাধম
ক্ষুদ্র জয়চন্দ্র ক্ষুদ্রের সন্তান,
শৃগাল হইয়া সিংহের আসন
ইচ্ছিস্ পামর ? ধিক্ ধিক্ তোরে ।
গোলামের যোগ্য নহিস্ রে তুই ।
কাফেরের সহ ধর্ম্মের বিচার
না করে কখন সাহাবউদ্দিন ;
যে প্রকারে পারি মারিব কাফেরে ;
ইহাতে কিছুই নাহিক অধর্ম্ম ।
যদ্যপি জীবন ইচ্ছিস্ বর্ব্বর,
তবে এই দণ্ডে সৈন্য বিসর্জ্জিয়া
কুতবের পদে লহরে শরণ ;
নতুবা সংগ্রামে ধরিয়া রে তোরে
শৃগালকুক্কুরে খাওয়াইব তোর

মাংসঅস্থিমজ্জা ; কণৌজনগর
ফেলাইব তুলি জাহ্নবীসলিলে।
তোরে বিনাশিব তোর যে যেখানে
জ্ঞাতিবন্ধু আছে ধরিয়া সময়ে
চক্ষুঃ উথাড়িব শূলে বসাইব।
যবনরাজের লিপি পাঠ করি
নৃপ জয়চন্দ্র ক্রোধে আজ্ঞা দিল
দূতের মস্তক করিতে ছেদন।
দূতে শাস্তি দিয়া সাজিল ভূপতি
যবনবিপক্ষে ; বীরগণে ডাকি
কাণ্যকুব্জপতি কহিতে লাগিল।
শুন বীরগণ প্রতিজ্ঞা আমার
নির্যবনা ক্ষিতি করিব আহবে।
সাবধানে সবে করিবে সংগ্রাম ;
যবনে নির্ম্মূল করিতে পারিলে
অক্ষয় কীর্ত্তিতে পূরিবে মেদিনী।
ধূর্ত্ত যবনেরে সমুচিত শাস্তি
প্রদানিব রণে ; যবনের রক্তে
ভারতমাতার তর্পণ করিব ;
ক্ষত্রিয়প্রতিজ্ঞা কভু না টলিবে।
এই কথা বলি কাণ্যকুব্জনাথ
বীরদর্প করি হইল বাহির।
সৈন্যপদভরে কাঁপিল মেদিনী ;
রথিগণ অস্ত্র লাগিল লুফিতে ;
দলে দলে করী চলিল সংগ্রামে,
দলে দলে অশ্ব। অসংখ্য পদাতি
পৃথিবী ছাইয়া চলিল সগর্ব্বে।
ঘোর ঝঞ্ঝাবায়ু লাগিল বহিতে ;

ভাঙ্গিয়া পড়িল মহীরুহগণ;
উর্দ্ধমুখে শিবা লাগিল কান্দিতে;
মাংসাহারী পক্ষী মস্তকউপরে
লাগিল ঘুরিতে অম্বর ঢাকিয়া।
রাঠোরনৃপতি স্মরি ইষ্টদেবে
হয়ে অগ্রসর চলিল প্রয়াণে।
মস্তকে তাহার কনককিরীট;
স্বর্ণজড়িত লৌহময় বর্ম্মে
তনু সুরক্ষিত; করে করবাল
ভীষণদর্শন অরাতির ভীতি।
তখন তাহারে হেরিল যে জন
ভাবিল সে মনে যেন লঙ্কাপুরে
বীর মেঘনাদ দশাননাত্মজ
যুদ্ধ সাঙ্গ করি চলিল সাজিয়া
অমরআলয়ে বান্ধিয়া আনিতে
দেবগণসহ দেব আখণ্ডলে।
উত্তরপশ্চিমে আস্য ফিরাইয়া
কণৌজের সেনা লাগিল চলিতে।
রাজপুত আর নেপালিয়াগণ
সন্তালিয়া আর বোঁদেলার দল
সমরকুশল লক্ষ চীনেমান
স্পর্দ্ধা করি বেগে লাগিল চলিতে।
জয়চন্দ্র ভূপ করীপৃষ্ঠোপরি
উঠিয়া সুবর্ণ আসনে বসিল
বোধ হৈল যেন দেব শচীপতি
ঐরাবতপৃষ্ঠে করি আরোহণ
দৈত্য বিনাশিতে হইল বাহির।
সহস্র সহস্র পতাকা উড়িল

গগনমণ্ডলে ; বাদ্যকোলাহলে
শ্রবণযুগল হইল বধির।
রবির কিরণে সুশাণিত অসি
লাগিল ঝকিতে নয়ন ধাঁধিয়া।
কণৌজের সেনা লাগিল গর্জ্জিতে
প্রলয়কালের সিন্ধুর গর্জ্জনে।
নৃপের পশ্চাতে কুমার বিজয়
অশ্বে আরোহিয়া করিল গমন।
ও দিকে সসৈন্যে কুতবউদ্দিন
যমুনার পারে উত্তরিল আসি।
যবনের সেনা বীরদর্প করি
লাগিল চলিতে ভূমি কাঁপাইয়া।
দেখিয়া ভীষণ যবনের সেনা
ভারতবাসীরা লাগিল বলিতে
বুঝি মঘবার অমরা লইতে
অমরারি দৈত্য চলিল সাজিয়া।
সাহাবউদ্দিন এক দিন পরে
যমুনার অন্য তীরমার্গ ধরি
ভীমদরশন পাঠানিয়া লয়ে
মথুরায় আসি করিল বিশ্রাম।
যমুনা উত্তরি কুতবের সহ
মিলিল অচিরে গোরঅধিপতি।
দুই দল সেনা দুই দিক্ হৈতে
মিলিল যেমতি জাহ্নবীতরঙ্গ
ব্রহ্মপুত্রসহ করিয়া কল্লোল।
তথা হৈতে বিংশ যোজন অন্তরে
যমুনার তীরে আসিয়া যবন
দেখিল চাহিয়া রাঠোরভূপতি



ব্যূহ নির্ম্মাইয়া রহিয়াছে স্থির।
এমন সময়ে ভানু অস্তগত,
ভালে বালশশী আইল গোধূলি,
ক্রমে মৃদু পদে নিশা দিল দেখা
আঁধারে ঢাকিয়া প্রকৃতির ছবি।

ত্রয়োবিংশতি সর্গ।

প্রভাতে উঠিয়া কুমার বিজয়
দ্বাদশ সহস্র অশ্ববল লয়ে
প্রচণ্ড প্রতাপে চলিল ধাইয়া
যবনবিপক্ষে; কুতবউদ্দিন
বিজয়ে দেখিয়া নিজ অশ্ব লয়ে
আইল সংগ্রামে ঘোর রব করি।
দুই দলে মহা হইল সংগ্রাম;
শত শত অশ্ব পড়িল ভূতলে
পথ রুদ্ধ করি। কুমার বিজয়
কুতবে হেরিয়া উত্তোলিল অসি
নাশিতে তাহারে। শিরস্ত্রাণ স্পর্শি
কুমারের অসি নারিল ভেদিতে
যবনমস্তক; কিন্তু শিরোদেশে
বিষম বেদনা পাইল কুতব।
অসির আঘাতে কুতবের অশ্ব
ত্যজিল জীবন; পুনঃ অসি তুলি
বিজয় চলিল কাটিতে কুতবে।
লম্ফ দিয়া ভূমে পড়িয়া যবন
পলাইয়া অন্য অশ্বে আরোহিল।

কোপেতে বিজয় অনেক পাঠানে
পাঠাইয়া দিল শমনআলয়ে।
রাজপুতগণ বিজয়ে ঘেরিয়া
অতুল সাহসে করিল সংগ্রাম;
ভঙ্গ দিল রণে পাঠানের দল;
রাজপুতগণ ধাইল পশ্চাতে
অসি উত্তোলিয়া; অনেক পাঠান
ত্যজিল জীবন বিজয়ের রণে।
রাঠোরকেশরী আদেশিল তবে
চীনীয় সৈন্যেরে করিতে সংগ্রাম।
অগ্নিঅস্ত্র ছাড়ি চীনেযানগণ
যবনের সৈন্য কৈল ছিন্নভিন্ন;
সহস্র সহস্র কামান নাদিল
ভীম গরজনে; মুখদেশ হৈতে
ঘন ধূমরাশি ঘনাবলিরূপে
বাহির হইয়া ব্যাপিল আকাশ।
সহস্র সহস্র সন্তপ্ত গোলক
কামান হইতে হইয়া নির্গত
ছুটিল বেগেতে যবনবিপক্ষে;
বোধ হৈল যেন সহস্র সহস্র
তরুণ অরুণ লাগিল ছুটিতে।
যবনের দল অগ্নিঅস্ত্র ছাড়ি
নাশিতে লাগিল রাঠোরের সেনা।
দুই দলে সৈন্য পড়িল বিস্তর;
দুই দলে ক্রোধে লাগিল যুঝিতে।
তবে জয়চন্দ্র সন্তালিয়াগণে
আদেশ করিল করিতে সংগ্রাম।
লক্ষ লক্ষ তীর ফণীর গর্জ্জনে

ঢাকিয়া আকাশ পড়িতে লাগিল
যবনউপরি ; সাহাবউদ্দিন
পার্ব্বতীয়গণে আদেশ করিল
ধনুর্ব্বাণ লয়ে প্রবেশিতে রণে।
পার্ব্বতীয় জাতি তীরনিক্ষেপণে
অতিলঘুহস্ত, সন্তালিয়াগণ
তাহাদের রণে হইয়া কাতর
গেল পলাইয়া ধনুর্ব্বাণ ফেলি।
জয়চন্দ্র ভূপ সহস্র মাতঙ্গ
দিল পাঠাইয়া সংগ্রামে তখন।
ধাইল গর্জ্জিয়া মত্ত করীবৃন্দ
যবনের দলে হাহাকার শব্দ
হইল উত্থিত ; হস্তীপদতলে
যবনের সেনা হইল মর্দ্দিত।
কুতবউদ্দিন অযুত তাজিক
লয়ে আক্রমিল কণৌজপতিরে।
রাজপুতগণ প্রাবৃট্‌কালের
জলধারাবেগে পড়িল যাইয়া
তাজিকউপরি ঘোর রব করি।
ক্ষত্রিয়সম্মুখে তাজিকের দল
তিষ্ঠিতে না পারি ভঙ্গ দিল রণে।
রাজপুতগণ পঞ্চক্রোশ পথ
ধাইল পশ্চাতে যবন নাশিয়া।
যবনের দল হৈল ছিন্নভিন্ন,
প্রবল বাত্যায় তরুরাজি যথা।
ক্রমে দিনমণি হৈল অস্তগত ;
সন্ধ্যা আগমন দেখি দুই দলে
রণে ক্ষান্ত দিয়া চলিল শিবিরে।

ঘোর নিশাকালে সাহাবউদ্দিন
কুতবে সম্বোধি লাগিল কহিতে।
শুন হে কুতব মম প্রিয়দাস,
সম্মুখ সংগ্রামে রাজপুতগণ
বড়ই প্রখর, তাহাদের অগ্রে
তাজিকের দল পৃষ্ঠ দিল রণে।
কিন্তু কিছুমাত্র ভয় নাহি তব;
নারায়ণগ্রামে কোটী কোটী হিন্দু
করি পরাজয় জয়চন্দ্ররণে
আজি কি আমরা বিমুখ হইব?
সম্মুখ সংগ্রামে যদ্যপি না পারি,
কৌশলে নাশিব কণৌজপতিরে।
পঞ্চক্রোশ দূরে অযুত ঘোটক
লয়ে তুমি থাক সজ্জিত হইয়া।
প্রাতঃকালে আমি এ সংবাদ দিব
প্রচার করিয়া যবনের দল
ভীত হয়ে অতি গেল পলাইয়া।
এ সংবাদ সত্য বুঝা'বার তরে
পলায়নভাণ দেখা'ব হিন্দুরে।
কুতবউদ্দিন তখনি চলিল
অতি ধীরে ধীরে ঘোটক লইয়া।
সাহাবউদ্দিন আপন শিবির
তুলিয়া লইতে আদেশ করিল।
যবনের চর কৌশল করিয়া
করিল প্রচার সাহাবউদ্দিন
গেল পলাইয়া হয়ে পরাজিত।
জয়চন্দ্র ভূপ সংবাদ শুনিয়া
ভাবিল যবন পলায়নছলে

কোন এক মায়া করিছে প্রকাশ।
প্রভাতে যখন দেখিল নৃপতি
যবনের চিহ্ন নাহিক সম্মুখে
তখন ভাবিল সত্যই যবন
পলায়নপর হইয়াছে রণে।
এইরূপ চিন্তা করিছে নৃপতি
এমন সময়ে চর এক আসি
কহিল সংবাদ সাহাবউদ্দিন
দলবল লয়ে কণৌজের পথে
করিছে গমন; অন্য এক চর
আসিয়া কহিল যমুনার পারে
গিয়াছে যবন অগ্রবন দিয়া।
রাঠোরভূপতি বিচার করিয়া
বুঝিল সকলি যবনের ছল।
এইরূপে হৈল প্রহর বিগত;
এমন সময়ে দূত এক আসি
কহিল সংবাদ দক্ষিণ হইতে
আসিছে যবন সজ্জিত হইয়া।
কাণ্যকুব্জনাথ বিলম্ব না করি
আপনার সৈন্য করিল ব্যূহিত।
দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাসবেগে
সম্মুখে যবন হয়ে উপস্থিত
পিপীলিকাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া
জয়চন্দ্রসৈন্য লাগিল নাশিতে।
সাহাবউদ্দিন বসি অশ্বপৃষ্ঠে
মাণিক্যজড়িত অসি উত্তোলিয়া—
যে অসি পূর্ব্বেতে রাঠোরভূপতি
যবনরাজেরে দিল উপহার—

কহিল ডাকিয়া শুন বীরগণ,
আল্লার আদেশে নাশহ কাফেরে।
এই দেখ চেয়ে গত নিশাকালে
দিয়াছেন আল্লা এ অসি আমারে
প্রসাদস্বরূপে নাশিতে কাফের।
আজি রণে জয় অবশ্য হইবে
আল্লার কৃপায়; হিন্দুরে নাশিয়া
বিজয়মুকুট ধর শিরোদেশে।
যবনপতির উৎসাহবচনে
যবনের সেনা উন্মত্ত হইয়া
গর্জ্জিয়া পড়িল হিন্দুর উপর।
যবনসম্মুখে হিন্দুসেনাগণ
নারিল তিষ্ঠিতে; লক্ষ লক্ষ হিন্দু
পড়িল সংগ্রামে ছিন্নভিন্ন হয়ে।
রণে ভঙ্গ দিল কুমার বিজয়
রাঠোরভূপতি পৃষ্ঠ দিল রণে।
ত্যজি রণস্থল হিন্দুসেনাগণ
গেল পলাইয়া হয়ে দলভঙ্গ।
পশ্চাতে পশ্চাতে যবন ছুটিল
সাগরকল্লোলে তুলি করবাল।
পঞ্চক্রোশ গিয়া জয়চন্দ্র ভূপ
দেখিল কুতব সৈন্য সাজাইয়া
পথ রুদ্ধ করি রহিয়াছে স্থির।
কাণ্যকুব্জপতি কুতবে হেরিয়া
জীবনের আশা ত্যজিল তখনি।
উত্তর ছাড়িয়া রাঠোরপ্রধান
পূর্ব্বমুখে বেগে গেল পলাইয়া।
পশ্চাৎ হইতে সাহাবউদ্দিন

মিলিত হইয়া কুতবের সহ
গর্জ্জিয়া ধাইল লয়ে সেনাদল।
পলায়নকালে দুই লক্ষ হিন্দু
ত্যজিল জীবন যবনের করে।
বিংশ ক্রোশ পথ ছুটিল যবন
হিন্দুর পশ্চাতে কালবেশ ধরি।
জয়চন্দ্রসেনা কেবা কোন্ দিকে
গেল পলাইয়া না হইল স্থির।
এমন সময়ে ভানু অস্তগত;
আইল রজনী তিমিরবসনা।
নৃপ জয়চন্দ্র দুই শত বীর
রাজপুতজাতি সহায় করিয়া
প্রবেশিল এক অরণ্যের মাঝে।
অরণ্যে পশিয়া কণৌজঈশ্বর
ক্ষণকাল তথা বিশ্রাম করিয়া
কণৌজাভিমুখে করিল গমন
অবিরামগতি। ভানুর উদয়ে
কণৌজে প্রবেশ করিল ভূপতি।
অন্য মার্গ ধরি কুমার বিজয়
অল্পমাত্র সৈন্য সঙ্গেতে লইয়া
আইল কণৌজে; উভয়ে নগরে
প্রবেশ করিয়া আদেশ করিল
প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিবারে।

চতুর্ব্বিংশতি সর্গ।

কণৌজঈশ্বর প্রবেশিয়া দুর্গে
দেখিল রয়েছে লক্ষৈক পদাতি
তাহার অধিক অযুত ঘোটক।
ভাবিল নৃপতি আর একবার
ভাগ্যপরীক্ষার পাইনু সময়।
এইরূপ চিন্তা করিয়া ভূপাল
সৈন্য সাজাইল কণৌজপ্রাচীরে।
মন্ত্রপূত করি রাখিল কামান
তীরন্দাজগণে স্থাপিল পশ্চাতে।
ও দিকে বিজয়ী সাহাবউদ্দিন
কণৌজের পথে ধাইল সদর্পে।
সন্ধ্যার সময়ে যবনের দল
কণৌজসম্মুখে স্থাপিল শিবির।
পথপরিশ্রমে হয়ে ক্লান্ত অতি
শিবিরে যবন হইল নিদ্রিত।
অরুণউদয়ে দ্বিসহস্র অশ্ব
লইয়া বিজয় নৃপের আদেশে
যবনসৈন্যেরে আক্রমিল বেগে।
রাঠোরভূপতি অন্য দ্বার দিয়া
বাহির হইল অশ্ববল লয়ে।
দুই দিক্ হৈতে যবনপতিরে
আক্রমিল ক্রোধে কণৌজের পতি।
তুমুল সংগ্রাম বাধিল তখন
হিন্দু ও যবনে; রাজপুতগণ
ক্ষত্রিয়ের তেজে যবন নাশিল।

অযুত অযুত যবন পড়িল
সংগ্রামের স্থলে; যবনের রক্তে
ভাসিল বসুধা; ক্রমে জয়চন্দ্র
আরো অশ্ববল আনাইল রণে।
সাহাবউদ্দিন সমগ্র বলেতে
পাঠানতাজিকতুরুষ্ক লইয়া
আইল তখন মহাক্রোধ করি।
রাজপুতগণ একে একে প্রাণ
দিল বিসর্জ্জন সম্মুখ সংগ্রামে।
ঊষার আলোকে দেখিতে দেখিতে
তারাগণ যথা যায় মিশাইয়া
অম্বরের গায়, রাজপুতগণ
দেখিতে দেখিতে সমরপ্রাঙ্গনে
করিল শয়ন যবনের অস্ত্রে।
জয়চন্দ্র ভূপ ভাবিয়া অসার
প্রাণপণে যুদ্ধ লাগিল করিতে।
জয়লক্ষ্মী ক্রমে ছাড়ি জয়চন্দ্রে
যবনরাজের আশ্রয় লইল।
কনৌজঈশ্বর অনর্থ বুঝিয়া
কণৌজে পশিয়া রুদ্ধ কৈল দ্বার।
পশ্চাতে তাহার ধাইল যবন;
প্রাচীর হইতে সহস্র কামান
অগ্নিবৃষ্টি কৈল যবনউপরি।
তীরন্দাজগণ বাণবরষণে
যবনে শমনভবনে প্রেরিল।
অগ্নির সম্মুখে বাণের সম্মুখে
যবনের সেনা নারিল তিষ্টিতে।
সাহাবউদ্দিন দুর্গঅধিকার

করিতে বিস্তর পাইল প্রয়াস ;
কিন্তু অগ্নিঅস্ত্রে হয়ে লণ্ডভণ্ড
ফিরিয়া চলিল নিরাশ হইয়া।
ক্রমে দিনমণি পশ্চিম অচলে
ঢলিয়া পড়িল ; আইল যামিনী ;
যবন আপন শিবিরে চলিল।
রাঠোরশার্দ্দূল লইয়া বিজয়ে
দুর্গের প্রাচীরে লাগিল ভ্রমিতে
ঘোর অন্ধকারে বিরাম ত্যজিয়া।
রজনী যখন দ্বিপ্রহরগত
যবনপদাতি দুর্গ লক্ষ্য করি
উচ্চ আল্লারবে চলিল ধাইয়া।
কাণ্যকুব্জনাথ যবনপ্রয়াস
ব্যর্থ করিবারে করিল আদেশ
অগ্নিঅস্ত্র ছাড়ি যবন নাশিতে।
শত শত গোলা ভানুর প্রভায়
ছুটিল কণৌজপ্রাচীর হইতে।
সহস্র সহস্র সর্পের আকার
ধনুর্ম্মুক্ত তীর সন্ সন্ স্বনে
পড়িল বেগেতে যবনউপরি।
যবনউদ্যম হইল বিফল,
ঘোর আর্ত্তনাদে ছুটিল যবন
জীবন লইয়া শিবিরের দিকে।
ক্রমে নিশাশেষ ; উষা আসি দেখা
দিল পূর্ব্বাকাশে যেন দিগঙ্গনা
আস্যআবরণ করি উন্মোচন
মৃদু মৃদু হাস্য লাগিল করিতে
যবনপ্রয়াস বিফল দেখিয়া।

প্রভাতে যবন স্মরি ইষ্টনাম
দুর্গ আক্রমিতে হৈল অগ্রসর।
কণৌজপতির গোলন্দাজগণ
অগ্নিময় গোলা বর্ষণ করিয়া
যবনের মার্গ রোধিয়া রাখিল।
তীরন্দাজগণ শর নিক্ষেপিয়া
যবনের সেনা করিল বিধ্বস্ত।
যবন অনেক প্রয়াস পাইয়া
দুর্গের সম্মুখে নারিল তিষ্ঠিতে।
দিবস বিগত হইল এরূপে;
যবনের যত্ন হইল বিফল
কণৌজের দুর্গ আয়ত্ত করিতে।
যামিনী যখন দ্বিপ্রহরগত
রাঠোরঈশ্বর বিজয়ে রাখিয়া
দুর্গের প্রাচীরে আপনি চলিল
দুর্গের মন্দিরে ক্ষণকাল জন্য
লভিতে বিশ্রাম। শয্যায় শুইয়া
অৰ্দ্ধনিমীলিত নয়নে নৃপতি
ভাবিতে লাগিল নিজ কর্ম্মফল।
মানসসাগরে চিন্তার উত্তাল
তরঙ্গ উঠিয়া হৃদয় তাহার
করিল আকুল। দেখিতে দেখিতে
দীপালোক ক্রমে হয়ে গেল ক্ষীণ।
নাহি কোন শব্দ মধ্যে মধ্যে শুধু
প্রহরীগণের হুঙ্কার উঠিছে।
নৃপতির চক্ষে নিদ্রা না আইল;
শয্যায় বসিয়া ভূপতি তখন
সম্মুখে দেখিল হয়ে চমকিত

একটী রমণী দাঁড়া'য়ে রয়েছে,
অধোদিকে দৃষ্টি করিয়া নিক্ষেপ।
ফুল্লকোকনদচরণযুগলে
মরি কিবা শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর।
সিন্দূরসঙ্কাশ লোহিতবসন
ভেদিয়া স্ফুরিছে ক্ষীণ কটিস্থিত
মেখলার মণি। পীন বক্ষঃস্থলে
দুলিছে লীলায় গজমুক্তাবলি।
শোভিছে অমল বদনমণ্ডল
শত শারদীয় শশাঙ্ককিরণ
করিয়া বিকীর্ণ। মস্তকে বামার
হীরকখচিত কনককিরীট।
নবজলদাভ কেশদাম পৃষ্ঠে
লম্বিত হইয়া প্রকোষ্ঠের তল
চুম্বিতে উদ্যত। শোভিছে বামার
করপল্লবেতে প্রফুল্লারবিন্দ।
কান্যকুব্জনাথ সেই অঙ্গনারে
চিনিতে না পারি বিস্ফারিত নেত্রে
চাহি ক্ষণকাল কহিল তাহারে।
কে তুমি ললনে ইন্দুনিভাননে
আসিয়াছ হেথা এ ঘোর সময়ে?
কোন্ অভিপ্রায় ধরিয়া হৃদয়ে
পশিয়াছ এই দুর্গম মন্দিরে?
কি মায়া প্রকাশি প্রহরীগণেরে
ভুলাইয়া তুমি আইলে এখানে?
যবনরাজের গুপ্তচর তুমি
আমার নিধন সাধিবে ছলিয়া
রমণীর বেশ করিয়া ধারণ?

অথবা তুমি কি রাণী জয়াবতী
বিপদসময়ে লুকাইয়া আর
নারিলে রহিতে ; কি কারণে হেরি
অমলকমলনিন্দিত বদনে
বিষাদের চিহ্ন শশাঙ্কে কলঙ্ক ?
দেবকন্যা না কি তুমি বরাননি ?
আমার দুঃখেতে কাতরা হইয়া
আসিয়াছ মোরে দিতে গো অভয়।
অভয়ে যদ্যপি তাই হয় সত্য
তবে দেহ বর যবন নাশিয়া
ভারতমাতার করি শল্যোদ্ধার।
নৃপতির বাক্যশ্রবণে রমণী
কহিল—নরেশ নহি গুপ্তচর
যবনরাজের নহি জয়াবতী ;
তব রাজ্যলক্ষ্মী জানিহ আমারে।
তোমার দুর্নীতি ভারতবাসীর
সর্ব্বনাশহেতু হইয়াছে ভূপ।
ছিনু এত কাল তোমার আলয়ে
স্থানান্তরে আজি করিব গমন
ত্যজিয়া তোমায় ; যবনরাজের
হইবে বিজয় এক দিন পরে ;
তব সিংহাসনে বসিবে যবন।
এই হেতু আমি কাতরা হইয়া
বিদায় লইতে আসিয়াছি নৃপ।
ক্ষত্র হয়ে তুমি ভারতে যবন
যে দুর্নীতিবলে আনিলে নরেশ,
তার ফলভোগ অবশ্য হইবে।
এ সংসারমাঝে কর্ম্মফল কেহ

এড়াইতে নারে। ভবিতব্য কথা
জানিয়া রাজন্ ত্যজ মনোখেদ।
যবন যখন ধরিতে তোমায়
আসিবে আহবে অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
ত্যজিবে জীবন এই প্রায়শ্চিত্ত
তোমার পাপের করিনু নির্ণয়।
এই কথা বলি দেখিতে দেখিতে
গৃহের ভিত্তিতে মিলাইল দেবী।
কান্যকুব্জপতি স্তম্ভিত হইয়া
ভিত্তির উপর নয়ন ফেলিল।
অমনি সে ভিত্তি বিদীর্ণ হইয়া
বাহিরিল এক বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ
অনির্ব্বচনীয়; দেখিতে দেখিতে
সে জ্যোতিঃ মিশা'ল বিশাল অম্বরে।
অদৃষ্ট ঘটনা জানিয়া নৃপতি
কোনরূপে নিশা করিল যাপন।
অরুণউদয়ে সাহাবউদ্দিন
শিবির হইতে প্রাচীর পর্য্যন্ত
সুগভীর খাদ এঁকাবেঁকা রূপে
খনন করিতে করিল আদেশ।
সহস্র সহস্র খনক তখনি
খাদ নির্ম্মাইতে করিল যতন।
মৃত্তিকা তুলিয়া খাদের দুধারে
পর্ব্বতআকারে রাখিল তাহারা।
সমস্ত দিবস সমস্ত রজনী
হইল বিগত খাদ নির্ম্মাইতে।
রাঠোরভূপতি বহু যত্ন করি
খনকগণেরে নারিল রোধিতে,

তবে সে তোমরা; দেখ তোঁমাদের
পূর্ব্বপিতৃগণ ডরেনি কখন
দৈত্য বিনাশিতে তবে কেন আজ
পৃষ্ঠ দিয়া রণে কলঙ্কের বোঝা
ধরিবে মস্তকে? জান না কি মনে
পলাইলে প্রাণ লইবে যবন?
মনে একবার ভাব বীরগণ,
যুদ্ধেতে যবন যদি হয় জয়ী
তোমাদের জায়াপুত্রকন্যাগণ
কোথায় থাকিবে? ধনমানপ্রাণ
থাকিবে কি বল যবনের করে?
হও অগ্রসর তুলি করবাল
দেখাও যবনে হিন্দুর বীরত্ব;
বুঝুক যবন দেবতাবৃন্দের
বিহারের স্থল এ ভারতভূমে
যবনের রাজ্য হবে না কখন।
তোমাদের পূর্ব্ব পিতৃগণভয়ে
রাক্ষস দানব আর দৈত্যচয়
সশঙ্ক থাকিত পলাইয়া দূরে;
আজি কি তাহারা তোমরা থাকিতে
পদাঘাত করি ভারতের শিরে
ভাঙ্গিবে মাতার মস্তককিরীট?
যবনের দর্প কর চারখান
সম্মুখ আহবে; অসিহস্তে প্রাণ
দিয়া বিসর্জ্জন যাও দিব্যলোকে।
নৃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া
বীরমদে মত্ত হইয়া তখন
রাজপুত্রগণ রুদ্রমূর্ত্তি ধরি

ধাইল যবনে করিতে সংহার।
রাঠোরভূপতি উত্তেজিত বাক্যে
পুনঃ পুনঃ উচ্চে লাগিল কহিতে—
ধন্য বীরজাতি তোমাদের শৌর্য্যে
ভারতের মুখ হইল উজ্জ্বল।
রাজপুতগণে সাহাবউদ্দিন
শমনসমান লাগিল দেখিতে।
রাঠোরশার্দ্দূল কহিল আবার
কে আছে রে বীর সংগ্রামের স্থলে
সাহাবউদ্দিন যবনের মুণ্ড
কাটিয়া আমারে দিবে উপহার?
যদি কেহ থাকে তবে সে এখনি
তুষিয়া আমারে আমার গলার
মণিময় হার গ্রহণ করিয়া
নিজ বক্ষোদেশে করুক ধারণ।
পঞ্চজন বীর ধাইল তখনি
সংহার করিতে সাহাবউদ্দিনে।
পাঠানিয়াগণ ধাইয়া আইল
যবনপতির জীবন রক্ষিতে।
বীর পঞ্চজন পাঠানিয়াগণে
নিবারিয়া বেগে চলিল ধরিতে
সাহাবউদ্দিনে ; প্রাণভয়ে ভীত
যবনের পতি নিজ সৈন্যমধ্যে
লুকা'য়ে রহিল ; তাজিকের দল
ঘেরিয়া চৌদিকে অস্ত্রবৃষ্টি করি
একে একে পঞ্চজনেরে নাশিল।
তৃতীয়প্রহর দিবস যখন
রাজপুতগণ ভঙ্গ দিয়া রণে

নগরের মধ্যে করিল প্রবেশ।
যবন তখন পশ্চাতে পশ্চাতে
ভৈরব নিনাদে পশিল নগরে।
মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্র যবন
দুর্গদ্বার বলে কৈল অধিকার।
দেখিতে দেখিতে দুর্গের প্রাচীরে
উঠিল যবন; রাঠোরের সেনা
ঘোর যুদ্ধ কৈল যবনের সনে।
যবনের দল মুক্ত দ্বার দিয়া
পশিল নগরে; কণৌজঈশ্বর
রোধিতে নারিল যবনের গতি।
যবনের অস্ত্রে দেখিতে দেখিতে
রাজপুতগণ আলিঙ্গিল ধরা।
রাঠোরনৃপতি দুর্গের ভিতর
সঙ্কীর্ণ স্থানেতে এক শত বীর
সহায় করিয়া রোধিল যবনে।
কণৌজঈশ্বর দেখিল যখন
রক্ষা নাহি আর যবনের রণে
আদেশিল এক চিতা সাজাইতে।
দুর্গের ভিতর নিম্নভূমিতলে
জ্বলিল অনল করিয়া গর্জ্জন।
অনলের শিখা উঠিয়া উচ্চেতে
বায়ুর হিল্লোলে লাগিল দুলিতে
দুর্গের প্রাচীর করিয়া চুম্বন।
এক শত বীর একে একে প্রাণ
দিল বিসর্জ্জন তথাপি যবন
নারিল ধরিতে জয়চন্দ্রভূপে।
যখন নৃপতি হইল একাকী

সাহাবউদ্দিন নিজ দলবলে
অতি হৃষ্ট হয়ে ধাইল সত্বর
ধরিতে নৃপেরে। কহিল গোরেশ
নিজ সৈন্যগণে অতি উচ্চ রবে
সাবধানে সবে ধরিবে কাফেরে
অক্ষত শরীরে যেন অস্ত্রাঘাতে
জীবন উহার নাহি হয় শেষ।
জীয়ন্তে উহারে আমার সমীপে
যে জন আনিবে কণৌজআসনে
বসাইব তারে। দশ পদ দূরে
যখন যবন জয়চন্দ্রভূপ—
জননি ভারত আমার কারণ
পদাঘাত কৈল তোমার মস্তকে
যবনের দল, পাপের উচিত
প্রায়শ্চিত্ত আজি হউক আমার—
এই কথা বলি অসি উত্তোলিয়া
পড়িল অনলে বেগে দিয়া ঝাঁপ।
পতনসময়ে বোধ হৈল যেন
অম্বর হইতে দেব দিবাকর
খসিয়া পড়িল প্রভা ছড়াইয়া।
সাহাবউদ্দিন কণৌজপতির
সাহসিক কার্য্যে স্তম্ভিত হইল।
মুখের শীকার পলাইয়া গেলে
মৃগরাজ যথা হয় ম্রিয়মাণ,
সাহাবউদ্দিন বিষণ্ণবদনে
অনলের পানে চাহিয়া রহিল।
কঠিন হৃদয় গলিল তাহার,
অলক্ষিতে এক বিন্দু নেত্রবারি

বহ্নি গণ্ডস্থল পড়িল তখন।
কণৌজঈশ্বর দেখিতে দেখিতে
ভস্মমাত্রশেষ হইল অনলে।
বিজয় অনেক করিয়া সংগ্রাম
পলাইয়া গেল গুপ্ত পথ দিয়া
যখন দেখিল রাঠোরঈশ্বর
পড়িল অনলে বেগে দিয়া ঝাঁপ।
ঘোর আল্লারব মুহুর্মুহুঃ উঠি
ভেদিল তখন কণৌজআকাশ।
হিন্দুর শোণিতে জাহ্নবীসলিল
হৈল কলুষিত। রমণীকুলের
মর্ম্মভেদী স্বর মিলিত হইয়া
ভয়ার্ত্ত বালকবালিকাবৃন্দের
ক্রন্দনের সহ উঠিল উচ্চেতে।
কণৌজের দুর্গে পশিল যবন,
প্রাসাদউপরে যবনপতাকা
লাগিল উড়িতে সান্ধ্য সমীরণে।
কহিল অসিত—শুন পুরঞ্জয়,
এত দূরে কথা হৈল সমাপন।
করি যোড়কর পুরঞ্জয় তবে
কহিল বিনয়ে—গুরুদেব, তব
প্রসাদে শুনিনু ভারতের কথা।
কিন্তু কহ দেব কোথায় এখন
রাঠোরপতির বৃদ্ধ মন্ত্রিবর?
রাঠোররাজের মহিষী কোথায়?
কোথায় রহিল কুমার বিজয়?
মহর্ষি অসিত কহিল তখন
নৃপতিরে ত্যজি বৃদ্ধ মন্ত্রী গেল

অরণ্যের মাঝে তপস্যা করিতে।
সেই বৃদ্ধ মন্ত্রী আমি পুরঞ্জয়,
তপস্যা করিয়া করি দিনপাত।
রাঠোরমহিষী পশি এই বনে
পুত্র প্রসবিয়া ত্যজিল জীবন।
মাতৃহীন শিশু আমার আশ্রয়ে
হইয়া পালিত রহিল জীবনে।
সেই পুত্র তুমি বৎস পুরঞ্জয়া
মম শিষ্যরূপে সম্মুখে আসীন।
রাজপুত্র তুমি তোমার পিতার
বৃদ্ধ মন্ত্রী আমি পালিনু তোমারে।
বিজয় কোথায় আছে লুকাইয়া
কেহ নাহি জানে; শুনিয়াছি সেই
রাজপুতানার ভীম মরুস্থলে
ছদ্মবেশে আছে সময় চাহিয়া।
বিস্মিত হইয়া কহে পুরঞ্জয়
রাজত্ব বহুল অনর্থের মূল;
শান্তির আস্পদ এ কাননমাঝে
নাহি হিংসা দ্বেষ নাহি লোভ ক্রোধ।
অতএব রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
রাজ্যপদ হৈতে শান্তি শ্রেয়স্কর।

সম্পূর্ণ।